BANGLA POST Year: 20 ♦ Issue: 972 ♦ Friday 16 June - Thursday 22 June 2023 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

লন্ডন মেয়র পদে শর্ট লিস্টেড প্রার্থী হলেন বাংলাদেশী মোজাম্মেল হোসেন

স্টাফ রিপোর্টার : মেয়র পদে টোরি পার্টি থেকে শর্ট লিস্টেড হয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আইনজীবী মোজাম্মেল হোসেন। তিনি একজন ক্রিমিনাল ব্যারিস্টার এবং কে সি।

জানা যায়, লন্ডনের আসন্ন মেয়র নির্বাচনে সম্ভাব্য তিনজন প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করেছেন টোরি পার্টির নীতিনির্ধারকরা। সংক্ষিপ্ত সেই তালিকায় মোজাম্মেল হোসেনের নাম রয়েছে। --১৬ পৃষ্ঠায়

দুই স্তরের এসাইলাম পদ্ধতি বাতিল হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার : দুই স্তরের এসাইলাম পদ্ধতি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

দুই স্তরের পার্থক্য হচ্ছে একটা নিয়মিত পথ এবং আরেকটা অনিয়মিত পথ. এই দুই স্তরের পদ্ধতির নিন্দা করেছে জাতিসংঘ উদ্বাস্তু কমিশন।নীতির আসন্ন বিরতি ঘোষণা করে, রবার্ট জেনরিক বলেন, অবৈধ অভিবাসন বিলের নতুন, শক্তিশালী পদ্ধতি একই সমস্যাকে মোকাবেলা করে যা দ্বি-স্তরীয় পার্থক্য নীতিটি সমাধান করতে

চেয়েছিল।জেনরিক আরো বলেন যে লোকেরা ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় স্তরের 'গ্রুপ ২ বা মানবিক সুরক্ষার সিদ্ধান্ত ২৮ জুন ২০২২ -এর পরবর্তী নীতির অধীনে পেয়েছে তাদের শর্তগুলি 'গ্রুপ ১ শরণার্থীদের সাথে সংযুক্ত থাকবে।শরণার্থী কাউন্সিলের জন ফেটনবি টুইটারে উল্লেখ করেছেন যে নীতির বিরতি মূলত কারণ অবৈধ অভিবাসন বিল কার্যকর হওয়ার পরে এটি বেশিরভাগই অপ্রয়োজনীয় হবে, তবে যাদের গ্রুপ ২ স্ট্যাটাস দেওয়া হয়েছে তাদের জন্য এটি সুসংবাদ।

গার্ডেন কোর্ট চেম্বারস অ্যান্ড ফ্রি মুভমেন্টের কলিন ইয়ো বলেছেন, আজকের ঘোষণা --১৬ পৃষ্ঠায়

৪ দশকে বৈরী আবহাওয়ায় ইউরোপে ২ লাখ মানুষের মৃত্যু

পোস্ট ডেস্ক : ইউরোপে বৈরী আবহাওয়ার কারণে ১৯৮০ সালের পর থেকে প্রায় ১,৯৫,০০০ লোক মারা গেছে এবং ৫৬০ বিলিয়ন ইউরোরও বেশি অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে। ইউরোপীয় পরিবেশ সংস্থা (ইইএ) বুধবার এ কথা জানায়। ইইএ তার প্রতিবেদনে বলেছে, '১৯৮০ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে বন্যা, ঝড়, তাপ ও শৈত্যপ্রবাহ, দাবানল এবং ভূমিধসের কারণে প্রায় ১,৯৫,০০০ লোকের প্রাণহানি ঘটেছে।'

ইইএ বলেছে, ৫৬০ বিলিয়ন ইউরো (৬০৫ বিলিয়ন ডলার) ক্ষতির মধ্যে শুধুমাত্র ১৭০ বিলিয়ন বা ৩০ শতাংশ বীমা করা হয়েছে। চরম আবহাওয়ার প্রভাবের উপর সাম্প্রতিক তথ্য সংগ্রহ করে ইইএ একটি নতুন অনলাইন পোর্টাল চালু করেছে।

ইইএ বিশেষজ্ঞ আলেকসান্দ্রা কাজমিয়ারজাক এএফপিকে বলেছেন, 'আরো ক্ষতি রোধ করতে, আমাদের জরুরিভাবে আবহাওয়ার চরম পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া থেকে সরে আসতে হবে। এ জন্য তাদের সক্রিয় প্রস্তুতি নিতে হবে।' সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, তাপপ্রবাহের কারণে এদের ৮১ শতাংশের মৃত্যু হয়েছে এবং ১৫ শতাংশ আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

ইইএ বলেছে, --১৬ পৃষ্ঠায়

পদত্যাগ করলেন বরিস জনসন

পোস্ট ডেস্ক : ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এমপি পদ ত্যাগের ঘোষণা দিয়ে হতবাক করে দিয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। এর পরপরই পদত্যাগ করেছেন তার ঘনিষ্ঠ এক মিত্র। তিনি --১৬ পৃষ্ঠায়

ব্রিটেনের হাউজিং মার্কেটে অশনি সংকেত

পোস্ট ডেস্ক : ব্রিটেনের গৃহ মালিকরা বেশ ভয়েই রয়েছেন। ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড থেকে ইঙ্গিত মিলেছে, ঋণগ্রহীতারা ২০০৮ সাল থেকে তাদের সর্বোচ্চ স্তরে থাকা সত্ত্বেও আগামী মাসে সুদের হার আরো বাড়তে পারে। দ্য স্কটসম্যান সংবাদপত্রে লেখার সময়, ব্যাংকের মুদ্রা নীতি কমিটির সদস্য জোনাথন হাস্কেল (যারা এই হারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়), তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন যে, থ্রেডনিডল স্ট্রিট মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ক্রমবর্ধমান কঠিন লড়াইয়ের মুখোমুখি হওয়ায় আরও বৃদ্ধির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

হ্যাস্কেল মোট ৯জন মুদ্রা নীতি কমিটির সদস্যের মধ্যে মাত্র একজন। তাই ৯ দিনের মধ্যে প্যানেল পুনরায় মিলিত হলে তিনি বাদ --১৬ পৃষ্ঠায়

পদ্মা সেতুতে ৭৫৮ কোটি টাকা টোল আদায়

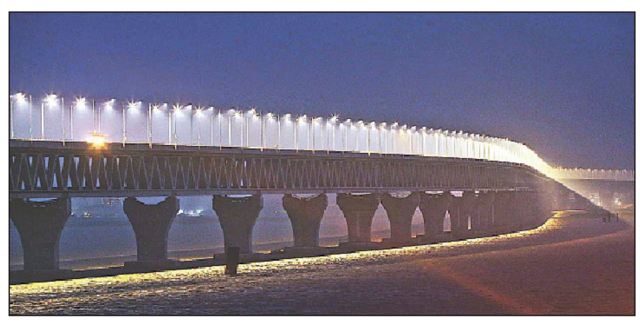

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : যান চলাচল চালুর পর চলতি মাসের ৭ জুন পর্যন্ত পদ্মা সেতুতে ৭৫৮ কোটি ৮ লাখ ৭৫০ টাকার টোল আদায় হয়েছে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

বুধবার জাতীয় সংসদে সৈয়দ আবু হোসেনের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ তথ্য জানান। স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রশ্নোত্তর টেবিলে উত্থাপিত হয়।

ওবায়দুল কাদের বলেন, প্রধানমন্ত্রী ২০২২ সালের ২৫ জুন পদ্মা সেতু উদ্বোধন করেন। ওই মাসের ২৬ জুন থেকে যান চলাচলের জন্য সেতুটি উন্মুক্ত করার পর চলতি মাসের ৭ তারিখ পর্যন্ত ৭৫৮ কোটি ৮ লাখ ৭৫০ টাকা টোল আদায় করা হয়েছে।

এর মধ্যে গত বছরের জুলাই মাসে সর্বোচ্চ ৭৮ কোটি ৫০ লাখ টাকার টোল আদায় হয়েছে। আর গত এপ্রিল মাসে ৭১ কোটি ১৩ লাখ টাকার টোল আদায় হয়েছে বলে জানান তিনি।

ডা. রুস্তম --১৬ পৃষ্ঠায়

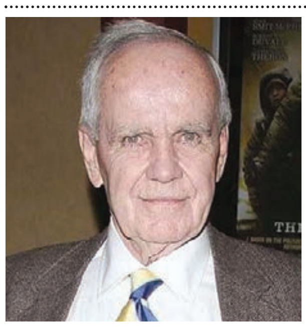

পুলিৎজার বিজয়ী লেখক ম্যাকার্থির চিরপ্রস্থান

পোস্ট ডেস্ক : পুলিৎজার পুরস্কার বিজয়ী মার্কিন লেখক করম্যাক ম্যাকার্থি মারা গেছেন। মঙ্গলবার নিউ মেক্সিকোর সান্তা ফের বাড়িতে ৮৯ বছর বয়সে এই লেখকের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। তার বইয়ের প্রকাশক পেঙ্গুইন র্যানডম হাউস এ তথ্য জানায়। --১৬ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাজ্যকে ধন্যবাদ জেলেনস্কির

পোস্ট ডেস্ক : ইউক্রেনকে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সরবরাহ করে সহায়তার জন্য যুক্তরাজ্যকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। খবর সিএনএনের।

জেলেনস্কি জানান, জয়েন্ট এক্সপেডিশনারি ফোর্স (জেইএফ) ঘোষণা করেছে, ১০ কোটি ডলার সমমূল্যের একটি শক্তিশালী প্যাকেজ সরবরাহ করা হবে কিয়েভের সহায়তায়।

টুইট বার্তায় জেলেনস্কি লেখেন- যেহেতু রুশ বাহিনী দিন দিন

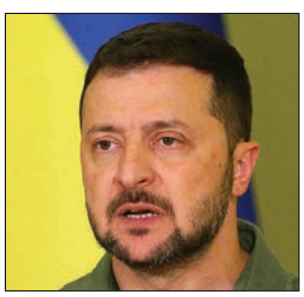

ইউক্রেনের ওপর হামলা জোরদার করছে। সুতরাং ইউক্রেনের জন্য আরও বেশি প্রতিরক্ষা দরকার।

ব্রিটিশ সরকারের বরাতে জানা গেছে, এ সহায়তা প্যাকেজের মধ্যে রয়েছে রাডার, বন্দুক, গোলাবারুদসহ অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম।

প্রসঙ্গত, জয়েন্ট এক্সপেডিশনারি ফোর্স বা জেইএফ ডেনমার্ক, এস্তোনিয়া, ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, লাটভিয়া, লিথুনিয়া, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন ও যুক্তরাজ্যের একটি জোট।

জেইএফের পক্ষ থেকে যুক্তরাজ্য মঙ্গলবার ইউক্রেনের জন্য এ সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা দিয়েছে। এ ঘোষণার মাত্র কয়েক ঘণ্টা --১৬ পৃষ্ঠায়

গ্রিস উপকূলে নৌকা ডুবে ৭৮ অভিবাসন প্রত্যাশীর মৃত্যু

পোস্ট ডেস্ক : গ্রিসের দক্ষিণ উপকূলে অভিবাসন প্রত্যাশী ও শরণার্থীদের বহনকারী একটি নৌকা ডুবে ৭৮ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে শতাধিক লোক। খবর আলজাজিরার। গ্রিক কোস্টগার্ড জানিয়েছে, নৌকাটি পাইলোসের দক্ষিণ-পশ্চিমে আন্তর্জাতিক জলসীমায় ডুবে যায়। এর আগে দেশটির কোস্টগার্ড জানায়, দুর্ঘটনাস্থলে উদ্ধার কার্যক্রম চলছে। তবে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে তা জটিল হয়ে পড়ে। এদিকে জীবিতদের মধ্যে চারজনকে হাইপোথার্মিয়ার উপসর্গ নিয়ে কালামাটা শহরের হাসপাতালে ভর্তি করা --১৬ পৃষ্ঠায়

প্রথমবারের মত থার্রক কাউন্সিলে বসবাসরত বাঙালী কমিউনিটির বৈশাখী মেলা

৫৫ হাজার বর্গ মাইলের বাইরে পদচারণা করছে বাঙালী বহু বছর আগে থেকেই। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে বাঙালী বসবাস করে আসছে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে। যখনই যেখানে এসেছে বাঙালী সাথে বয়ে এনেছে তার কৃষ্টি ও কালচার, ঐতিহ্য ও ইতিহাস। শুধু বয়ে নিয়ে এসেই ক্ষান্ত হয়নি তারা বরং হৃদয়ে লালন করে আসছে প্রতি নিয়ত এবং যখনই সুযোগ পেয়েছে তখনই রোপন করেছে তাদের সাংস্কৃতিক বীজ ভিন দেশের মাটিতে, ছড়িয়ে দিয়েছে তাদের সুরের মূর্ছনা ভিন্ন ভিন্ন দেশের আকাশে বাতাসে বিভিন্ন রকমের আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। তেমনই এক সুযোগ এসেছিলো লণ্ডনের অদূরে এসেক্সের ছোট গ্রাম টিলবারিবাসীর জীবনে ২০২৩ এর ৩১মে।

কাউন্টি সাইডে বসবাসরত প্রবাসী মানুষের জীবনে এমন সুযোগ কমই আসে জীবনে। তাই বলতেই হয়, দিনটি টিলবারি তথা পুরো থার্রক কাউন্সিলে বসবাসরত বাঙালী কমিউনিটির জন্য একটি স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। আর এই স্মরণীয় দিনটির সাক্ষ্যরের নেপথ্যে কৃতজ্ঞদের মনে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলবে চারটি নামের আদ্যক্ষর রু-বি-ম-না তার নিজ গৌরবে। রুমা, বিথী, মন্নি, নাহার'র আদ্যক্ষর দিয়ে রচিত নাম রুবিমনা মূলতঃ একটি অনলাইন শপিং পেইজ যাতে মেয়েদের শাড়ি, সেলওয়ার-কামিজ এবং বিভিন্ন রকমের গহনা বিক্রি করা হয়ে থাকে। এই রুবিমনা'র ব্যবস্থাপনাতেই অত্র থার্রক কাউন্সিলে প্রথমবারের মত ইস্ট টিলবারি ভিলেজ হলে ছোট পরিসরে গত ৩১মে অনষ্ঠিত হয়ে গেলো বাঙালীর প্রাণের মেলা বৈশাখী মেলা। পরিসর ছোট হলেও আয়োজন ছিলো ব্যাপক। কি ছিলো না এই

ক্ষণকালীন মেলাটিতে?

বাহারী পণ্য সমেত ছিলো রুবিমনা ক্লোজেটের পণ্য সামগ্রী।

ছিলো বাঙালীর ঐহিত্যবাহী বৃহত্তর ময়মনসিংহের নকশি পিঠাসহ সব রকমের পিঠা পুলি'র স্টল রানী'স পিঠাঘর, মুখ রোচক লোভনীয় স্টি্রট-ফুড চটপটি, ফুচকা, আচার, নারকেলের নাড়ু, জাম-মাখা চা ও ঝালমুড়ি নিয়ে সাজানো হয়েছিলো রুবিমনা'স ফুড কর্ণার। সিলেটের বিরিয়ানি স্টল, এঞ্জেল ডেলাইটের ফ্রুইট জুস, মিল্ক সেইক, আইস্ক্রিমসহ বিভিন্ন কেক ও ডেজার্ট স্টল। মেলায় আরও ছিলো মিথিলা'স ক্রিয়েটিভ কর্ণার থেকে হালিম, পিজ্জা, পেটিস ও ঘরে বানানো হাতে তোলা ঘী। ছিলো নুসরাত তামান্নার মেহেদী ডিজাইন কর্ণার। এমন কি বাচ্চারাও বিভিন্ন রকমের স্টল সাজিয়ে বসেছিলো স্বানন্দে। বাচ্চাদের স্টলগুলো মধ্যে ছিলো, ওয়ারিশা'স ব্রেসলেট হাব, মাহিয়া'স সুইট শপ, আরিজ'স বাবল পপ ইত্যাদি।

সংস্কৃতমনা বাঙালীরা তাদের মননশীল পরিবেশনা নিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিতে পিছ পা হয়নি কখনও। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। মেলাতে পরিবেশিত হয়েছিলো তেলাওয়াত, নাচ, গান ও আবৃত্তিসহ বিভিন্ন রকমের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। নুসরাত তামান্না'র মিউজিক স্কুলের তত্ত্বাবধানে বিদেশের মাটিতে জন্ম গ্রহণ ও বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের বাচ্চারা গেয়েছে জাতীয় সঙ্গীত, সাথে যোগ দিয়েছিলেন বড়রাও। গণকণ্ঠে গাওয়া হয়েছিলো বৈশাখী গান।

এমন কি যে মেয়ে কখনও গ্রাম দেখেনি নিজ চোখে, জন্মে অব্দি রাখেনি পা বাংলার মাটিতে, থার্রক বাংলা বৈশাখী মেলার মঞ্চে সে মেয়েটিও গেয়েছিলো রবীন্দ্রনাথ, গেয়েছিলো "গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ্"।

ছোট বড় অনেকের কণ্ঠেই ছিলো নজরুল ও আধুনিক গানেরও সমাহার। ছিলো জমজমাট ব্যাণ্ড সংগীতের ঝংকার। রুবিমনা'র অন্যতম অলটাইম এ্যাক্টিভ সদস্য, "থার্রক বাংলা বৈশাখী মেলা"র অন্যতম উদ্যোক্তা নাসিমা রহমান এই প্রতিনিধিকে জানান " আমাদের অনেক দিনেরই একটা স্বপ্ন ছিলো যে, পুরো টিলবারি তথা থার্রকবাসীকে একত্রিত করে একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারার একটা সুব্যবস্থা করা।" কারণ, আমরা প্রবাসী বাঙ্গালীরা যারা বিদেশে থাকি, তাদের নিজের কমিউনিটিতে পরিচয় বিস্তার থাকলে যে কোনো বিপদে আপদে, আনন্দে অনুষ্ঠানে নিজেদের অস্তিত্ত্ব আরও সরব ভাবে জানান দেয়া সম্ভব হবে বিশ্ববাসীকে। এই মহৎ উদ্দেশ্য থেকেই এই মেলা'র উদ্যোগ গ্রহণ করেন তিনি রুবিমনার অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে।

রুবিমনার অন্য আরেক সদস্য নাহার বলেন, বিদেশী ভাষার ভিড়ে জন্মে ও বেড়ে ওঠে বাচ্চারা যে কম্লিট সুরে ও তালে বিদেশের মাটিতে দেশীয় ভাষায় গান গাইছে, দেশীয় গানে নৃত্য করছে এটা এই মেলা উপলক্ষ্যেই সম্ভব হয়েছে অনেকটা। তাই, এই রকম আরও অনেক মেলা বা বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন প্রায়ই করা উচিত মূল শহরের বাইরেও বিভিন্ন কাউন্টি সাইডগুলোতে যাতে কাউন্টি সাইডে বসবাসরত প্রবাসী বাচ্চারা তাদের পূর্বপুরুষদের কালচারের সাথে সহজেই সম্পৃক্ত হতে পারে।

রুবিমনার আরেকজন সম্মানিত সদস্য ফারহানা বারী বিথী এ টি এন বাংলাকে বলেন , বিভিন্ন রকমের মেলা তাদেরকে কাস্টমারের কাছাকাছি যেতে সাহায্য করে। যাতে করে কাস্টমাররা সামনাসামনি দেখে কন্ফিডেন্টের সাথে তাদের পছন্দমত প্রোডাক্ট পার্চেস করতে সামর্থ হয়। রুবিমনা'র আরেক সদস্য রুমা জামান বলেন মেলায় আসলেই কেবল পাওয়া যায় বাংলাদেশী বিভিন্ন মুখরোচক খাবারের স্বাদ।

মিথিলা'স ক্রিয়েটিভ কর্ণার থেকে মিথিলা ইসলাম মজুমদার বলেন এসব মেলা নতুন ব্যবসায়ীদের কন্ফিডেন্ট বাড়ায়, তারা তাদের নিজেদের ট্যালেন্ট সবার সামনে তুলে ধরতে পারেন।

রানী'স পিঠাঘর থেকে রানী বলেন মেলা'র মত এমন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই আমাদের বাঙালীর ঐতিহ্য পিঠা পুলি'র সাথে পরিচয় করানো সম্ভব নতুন প্রজন্মকে।

বিশিস্ট ব্যবসায়ী টিলবারি ক্যাশ এণ্ড ক্যারি'র মালিক রাফিউল চৌধুরী সোহেলের বিশেষ তত্ত্বাবধানে মেলার প্রধান অতিথী ছিলেন থার্রক কাউন্সিলের কাউন্সিলর, ডেপুটি মেয়র কাইসার আব্বাস।

কাইসার আব্বাস মেলাকে কেন্দ্র করে তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন এবং ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকটি স্টল দেখেন, সবার সাথে কথা বলে বিজনেসের ব্যাপারে খুঁনিনাটি জানতে চান এবং বলেন এই বলে বিসনেসকারীদের উৎসাহ প্রদান করেন যে, যদি আমরা ভবিষ্যতে এই রকম আরও মেলা'র আয়োজন করতে চাই তাহলে কাউন্সিলের বরাবর ফাণ্ডের আবেদন করতে পারি।

থার্রকের এই বৈশাখী মেলা শুধু থার্রকেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, সুদূর সারে থেকে, সাউথএণ্ড থেকে লণ্ডন থেকে ছুটে এসেছেছিন সংস্কৃতমনারা এবং মাতিয়ে তুলেছিলেন থার্রক বাংলা বৈশাখী মেলার মঞ্চ।

জনপ্রিয়তার শীর্ষে মিল্টন কিন্সের ফাইভ আকিজ ফাস্টফুড

যুক্তরাজ্যের মিল্টন কিন্সের ফাইভ আকিজ সাফল্যের পর একই সিটিতে ক্রাউন হিল এলাকা বিশাল আকারের দ্বিতীয় শাখা ফাইভ আকিজ এক্সপ্রেস নামের ফাস্টফুডের যাত্রা শুরু করেছে। ফাইভ আখিজ এক্সপ্রেস আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে। উদ্বোধন করেন মিল্টন কিন্স সিটি কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র মেরি ব্রাডান।তিনি এ সময় ফাইভ আখিজ ঘুরে ঘেরে দেখেন এবং ফাইভ আখিজের খাবার খেয়ে খুবই প্রসংশা করেন।

ফাইভ আখিজ ব্রিটেনের বিভিন্ন শহরে ফ্রাঞ্চাইজ দিচ্ছে।আগ্রহীরা যোগাযোগ করার জন্য অনুরুধ জানিয়েছেন ফাইভ আখিজের সিইও এবং কো ফাউন্ডার আব্দুর রহিম। তিনি বলেন ,আমরা আগামী ডিসেম্বরে লন্ডন সহ কয়েক টি জায়গায় ৫ টি ফ্রাঞ্চাইজ দেওয়া হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফাইভ আখিজের পরিচালক যথাক্রমে আব্দুর রহিম, জুবের আহমদ, মোঃ আমিরুল হোসেন,মো: সামিরুল হোসেন এবং আব্দুল মইন সহ কমিটি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অসামাজিক আচরণ রোধ, খেলার মাঠ এবং কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠার দাবিতে

লিওপোল্ড এস্টেইট কালচারাল এসোসিয়েশন এর সভা

লিওপোল্ড এস্টেইট কালচারাল এসোসিয়েশন এর উদ্যোগে অসামাজিক আচরণ রোধ, খেলার মাঠ এবং কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠার দাবিতে এক সভার আয়োজন করা হয়। গতকাল ১১ই জুন রবিবার পূর্ব লন্ডনের সেন্ট পলসওয়ে চার্চ হলে এ সভার আয়োজন করা হয়। লিওপোল্ড এস্টেইট কালচারাল এসোসিয়েশন সাধারণ সম্পাদক মোঃ সরোওয়ার এর পরিচালনায় অনুষ্টিত সভায় সভাপত্তিত করেন সংগঠনের সভাপতি গৌছ মিয়া । এসময় আলোচনা সভায় উপস্তিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিলের বর্তমান ও সাবেক কাউন্সিলার বৃন্দ এবং কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ ও বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ জন। প্রবিত্র কোরান তেলাওয়াত মধ্যদিয়ে আলোচনা সভার কার্যক্রম শুরু হয়। আলোচনা সভায় উপস্তিত অতিথি বৃন্দ তাদের বক্তব্যে বলেন

অসামাজিক কার্যকলাপ রোধ করতে তরুণ সমাজের জন্য একটি খেলার মাঠ জরুরী। এছাড়া এস্টেইটে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের বসবাস বেশি হওয়ায়, একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠাসহ শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার দাবিও জানানো হয়। সভায় উপস্তিত সবাই সর্বসম্মতিক্রমে সম্মত হয়েছেন যে ৯৯ সেন্ট পলস ওয়েতে এস্টেটের মুসলমানদের জন্য একটি নামাজের স্থান সহ একটি কমিউনিটি সেন্টার থাকা উচিত। এবং কমিউনিটি সেন্টারটি লিওপোল্ড এস্টেটের বাসিন্দাদের দ্বারা নির্বাচিত একটি কমিটির দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। স্থানীয় কাউন্সিলর মোহাম্মদ চৌধুরী এ সকল দাবির প্রতি তারা পূর্ণ সমর্থন জানান। এবং অন্যান্য কাউন্সিলর বৃন্দ ও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং সকলের ঐক্য ও সংহতির পাশাপাশি লিওপোল্ড এস্টেটকে বসবাসের জন্য একটি ভাল জায়গা করার জন্য সবাই একসাথে এগিয়ে আশা এবং সকলের সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার আহ্বান করা হয়।লিওপল্ড এস্টেট কালচারাল এসোসিয়েশনর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আলোচনা সভায় উপস্থিত হয়া জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং আগামিতে ও সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

জামেয়া মাদানিয়া বিশ্বনাথ মাদ্রাসার সার্বিক উন্নয়নে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহীও উন্নয়নের রোল মডেল দ্বীনি প্রতিষ্ঠান জামেয়া মাদানিয়া বিশ্বনাথ মাদ্রাসার উন্নতি ও বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে লন্ডনে গত মঙ্গলবার বিশ্বনাথ বাসীর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পূর্ব লন্ডনের ফোর্ড স্কয়ার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় ব্রিটেনে অবস্থানরত বিশ্বনাথের প্রতিনিধিত্বশীল সর্বজন শ্রদ্ধেয় মুরুব্বিয়ান ও বিশ্বনাথ কেন্দ্রিক বিভিন্ন সংগঠনের শীর্ষ দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ ও কমিউনিটির বিশিষ্টজন স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

আলোচনা সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন বিশ্বনাথ মাদানিয়া মাদ্রাসা গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী একটি আলোকিত প্রতিষ্ঠান। সঙ্গত কারণেই প্রতিষ্ঠানটি নিয়ে সকলেই গর্ববোধ করেন। বিশেষ করে এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মাওলানা শায়খ আশরাফ আলী বিশ্বনাথী (রাহঃ) ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় বুজুর্গ ও মান্যবর অভিভাবক আলেম। এজন্য মহান ও বরকতময় এ প্রতিষ্ঠান ও এর প্রতিষ্ঠাতার প্রতি সকলেই যারপরনাই শ্রদ্ধাশীল। প্রতিষ্ঠানের অমঙ্গলজনক কোন কিছু কেউ মেনে নিতে পারেনা।

আলোচনা সভায় বিশ্বনাথের দায়িত্বশীল ও প্রতিনিধিত্বশীল নেতৃবৃন্দ বলেন আমরা অতীতে যেমন বিশ্বনাথ মাদ্রাসার পাশে ছিলাম- আজীবন পাশে থাকবো এবং মাদ্রাসার যে কোনো সংকটে আমরা দেশ এবং প্রবাসে ঐক্যবদ্ধ।

সভায় বিশেষভাবে মাওলানা আশরাফ আলী বিশ্বনাথী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও মাদ্রাসার দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কে নিয়ে চিহ্নিত একটি মহলের কুরুচিপূর্ণ কটুক্তির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশ্বনাথের প্রবীণ মুরব্বি আলহাজ্ব আরকুম আলী।

সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন বিশ্বনাথ উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান গৌস খান

ও মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন জামেয়া মাদানিয়া বিশ্বনাথের সহকারী পরিচালক হাফিজ হোসাইন আহমদ বিশ্বনাথী। আলোচনা সভায় বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথের বিশিষ্ট মুরব্বি আলহাজ্ব মানিক মিয়া, হাজী রইস আলী, হাজী মনির মিয়া বশির, হাজী শাহ ফারুক আহমদ ও আলহাজ্ব সাজিদ আলী মেনন। আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট আলেম ডক্টর মাওলানা শোয়াইব আহমদ, মাওলানা গোলাম কিবরিয়া ও মুফতি আবদুল মুনতাকিম।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বিশ্বনাথ এডুকেশন ট্রাস্ট এর সেক্রেটারি মিসবাহ উদ্দিন, বিশিষ্ট মুরুব্বী সাইদুল ইসলাম খান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মনির উদ্দিন, হাজী লাকি মিয়া, মোহাম্মদ আলী, আজাদ খাঁন, সুবহান আলী, হাজী সাইদুল ইসলাম, নানু মিয়া, গুলজার খাঁন, আজাদ মিয়া, হাজী আফছর মিয়া, মাওঃ ছাইদ আলী, আলম শেখ, নজরুল ইসলাম, মিছবাহ উদ্দীন, আখলুছ মিয়া, জাকেল চৌধুরী, ছোট মিয়া, আখলাকুর রহমান, হাজী আব্দুল গফুর, ফয়জুর রহমান, হাবিবুর রহমান, আশিকুর রহমান, জুবের আহমদ, সৈয়দ নাজিম উদ্দীন, ফরিদ আহমদ, মকবুল আহমদ, আবুল লেইছ, হাজী ইদ্রিস আলী, মোঃ ফাহিম আহমদ, খালেদ আহমদ রণী, হাজী খালিছ মিয়া, ফারুক মিয়া, লিলু মিয়া, জুয়েল আহমদ, মুহিবুর রহমান, মাওঃ শামসুল ইসলাম, আব্দুর রহমান, হান্নান, আব্দুর রহিম রনজু, আব্দুশ শহিদ, জালাল উদ্দীন, মাওঃ ইলিয়াছ, মাওঃ মুহিউদ্দীন, সৈয়দ ফুহাদ আহমদ, হাজী সালেহ আহমদ,হাজী খলিল আহমদ, মছরুর আহমদ প্রমুখ।

সভায় বিশ্বনাথের প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিবর্গ ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ বলেন বিশ্বনাথ মাদানিয়া মাদ্রাসা আমাদের সকলের প্রিয় প্রতিষ্ঠান এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম মাওলানা শায়খ আশরাফ আলী বিশ্বনাথী রহমাতুল্লাহি আলাইহি একজন সংগ্রামী আলেম এবং ওলামায়ে কেরামের অভিভাবক ছিলেন।

বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের সাথে দেশ ও বিদেশের হাজারো লাখো মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা বিদ্যমান রয়েছে।

সুতরাং এই প্রতিষ্ঠান কে নিয়ে কোন জটিলতা সৃষ্টি করলে দেশ ও বিদেশে হাজারো মানুষের মনের মধ্যে একটা উদ্যোগের সৃষ্টি হয়।

তাই আমাদের দাবি একটাই মাদ্রাসা ও মসজিদ কমিটি ও এলাকা বাসীর সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে উন্নয়নের নামে মাদ্রাসার সামনের জায়গা জবরদখল আমরা মেনে নিতে পারি না।

বিশ্বনাথ মাদানিয়া মাদ্রাসার নায়েবে মুহতামিম ও মাদানীয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সেক্রেটারি হাফিজ হুসাইন আহমদ বিশ্বনাথী তার বক্তব্য বলেন-

সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলায় সর্ববৃহৎ মাদরাসার নাম-- জামেয়া মাদানিয়া বিশ্বনাথ। এখানে ছাত্র-শিক্ষক, সাধারণ মুসল্লী মিলে কয়েক হাজার লোকসমাগম প্রতিদিনই হয়। ঐতিহ্যের ধারক এই মসজিদের লাগোয়া পশ্চিম দিকেই মাদরাসা-মসজিদের প্রধান গেইট। গেইটের দু'পাশে কিছু খালি জায়গা আছে। এই জায়গা প্রাচীণ কালে খালের মতো গহীন এবং ময়লার ভাগাড় ছিলো। বাংলাদেশের জন্মেরও আগে ১৯৬১ সালে মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই জায়গা মাদরাসার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যায় রয়েছে।

তিনি বলেন একসময় মাদরাসার নিজস্ব খরচে এই ময়লার ভাগাড় ও নর্দমাপূর্ণ গহ্বর ভরাট করা হয়। মাওলানা শাইখ আশরাফ আলী বিশ্বনাথী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইন্তেকালের পর বাদবাকি ভরাটকাজ ও ড্রেন নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়। এসব কাজে প্রশাসনিক সহযোগিতা, মাদরাসা পরিচালনা কমিটি ও এলাকাবাসী সকলের আন্তরিক সহযোগিতা জড়িত আছে।

হাফিজ হুসাইন আহমদ বিশ্বনাথী বলেন দেশ ও প্রবাসের বিশ্বনাথ এলাকার সচেতন সকল নাগরিক, মাদরাসার সকল হিতৈষী ও সাধারণ জনতার কর্তব্য হলো-- চলমান কূটকৌশল রুখে দাঁড়ানো।

হাফিজ হোসাইন আহমদ বিশ্বনাথী উপস্থিত সকলের আন্তরিক সহযোগিতা ও

আজকের সভায় উপস্থিত হওয়ায় সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন ষড়যন্ত্রকারীদের কুটকৌশলে মাদ্রাসার কোনো ক্ষতি হবে না এটা আমার বিশ্বাস। মাদ্রাসার প্রতি ভালোবাসা আন্তরিকতা আগের চেয়ে আরও বেশি থাকবে এটাই আমরা প্রত্যাশা করছি।

তিনি বলেন বিশ্বনাথের মুরুব্বিয়ানে কেরাম যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে মাদ্রাসা আজকে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে আমরা আজ তাদেরকে সম্মানের সহিত স্মরণ করছি।

আপনাদের অবগতির জন্য বলছি আমাদের সকল মুরুব্বিয়ান যারা এই মাদ্রাসার সাথে আজ পর্যন্ত জড়িত আছেন এবং যারা এ দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিয়ে চলে গেছেন তাদের স্মৃতি কে আজীবন ধরে রাখতে আমরা সচেষ্ট থাকব।

লন্ডনে ইকরা বাংলা টিভির উদ্যোগে হজ্জ, কোরবানী ও জিলহজ মাসের গুরুত্ব শীর্ষক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

গত ১১ জুন রবিবার ইকরা বাংলা টিভি ও আলখায়ের ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে হজ্জ, কোরবানীও যিলহজ্জ মাসের অপরিসীম গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফজীলত সম্পর্কে কমিউনিটির বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম, নেতৃবৃন্দ ও সুধীজনের উপস্থিতিতে অতীব তাৎপর্যপূর্ণ একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ইষ্টলন্ডনস্থ ইকরা বাংলা টিভি সংলগ্ন সুপরিসর হলে অনুষ্ঠিত এ কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন ইকরা বাংলা টিভির ভাষ্যকার শায়খুল হাদীস মুফতী আবদুর রাহমান মনোহরপূরী। প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বাংলাদেশ থেকে আগত বিশিষ্ট ওয়ায়েজ, সিলেট নাইওরপুল মসজিদের খতিব মাওলানা নাজমুদ্দীন কাসিমী। সমাবেশ সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন ইকরা বাংলা টিভির বিশিষ্ট উপস্থাপক মুফতি ছালেহ আহমদ ও মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ। শুরুতে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন সম্মেলন বাস্তবায়ন কমিটির অন্যতম আহবায়ক মাওলানা ফয়েজ আহমদ। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে আলোচনা উপস্থাপন করেন মসজিদে আয়শা লন্ডনের ইমাম ও খতিব মাওলানা খিজির হোসাইন।

মারকাজুল উলুম লন্ডনের প্রিন্সিপাল ডক্টর মাওলানা শুয়াইব আহমদ, দারুস সুন্নাহ মসজিদের চেয়ারম্যান মাওলানা গোলাম কিবরিয়া, মাজাহিরুল উলূম লন্ডনের প্রিন্সিপাল মাওলানা ইমদাদুর রহমান আল মাদানী, কমিউনিটি লিডার কে এম আবু তাহের চৌধুরী, বাস্তবায়ন কমিটির অন্যতম আহবায়ক হাফিজ হোসাইন আহমদ বিশ্বনাথী, ইকরা বাংলা টিভি প্রেজেন্টার মাওলানা আব্দুল বাসিত,দারুল হুদা মাদ্রাসা সিলেটের পরিচালক মাওলানা মুজিবুর রহমান, মুনশী বাজার মাদ্রাসার মুহাদ্দিস মাওলানা নাজমুল হুসাইন। সভায় বাংলাদেশী কমিউনিটির বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম ও নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাজিরবাজার মাদ্রাসার মুহাদ্দিস মাওলানা আবদুস শহীদ কাসেমী, মাওলানা শাহ নূর মিয়া,মাওলানা সৈয়দ তামিম আহমদ,মাওলানা শায়খ সাঈদ আলী, মুফতি সৈয়দ রিয়াজ আহমদ, হাফিজ রশিদ আহমদ, আলহাজ্ব খালিস মিয়া, সৈয়দ রফিকুল হক রফু মিয়া,সাংবাদিক সৈয়দ জহুরুল হক,মাওলানা দেলওয়ার হুসাইন,হাফিজ জিয়া উদ্দিন, মাওলানা রেজা বিন সাদিক সহ আরো অনেক।

পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আলহাজ্ব মাওলানা গোলাম রব ও মাওলানা আব্দুল কাদির।

তত্ত্ব ও তথ্য নির্ভর সারগর্ভ আলোচনা, সময়োপযোগী দিকনির্দেশনা এবং আলখায়ের ফাউন্ডেশনের বিশ্বজনীন কোরবানী প্রজেক্টের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরার মাধ্যমে কনফারেন্সটি উপস্থিত সুধিমন্ডলী ও দর্শক শ্রোতা সকলের কাছে স্বভাবতই অত্যন্ত মনোরম, প্রাণবন্ত ও সীমাহীন উপকারী প্রমানিত হয়েছে। এর জন্য আয়োজনকারী উদ্যমীও কর্মবীর ইকরা বাংলা টিমের প্রতি সকলেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। প্রোগ্রামে বক্তাগণ তাদের দিকনির্দেশনা মূলক আলোচনায় বলেন বছরের ১২মাসের মধ্যে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ চার মাসের অন্যতম হলো জিলহজ মাস। এটি হজের মাস। ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত হওয়ার মাস। কোরবানীর মাধ্যমে প্রভুর সান্নিধ্য লাভের মাস। সর্বপ্রকার নেক আমলের জন্য সবচেয়ে উপযোগী মাস।

বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এ মাস সম্পর্কে বক্তাগণ আরো বলেন পবিত্র এ মাসের ১০ তারিখে কুরবানির ঈদ পালনের মাধ্যমে বিশ্বের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা আল্লাহর প্রিয় বান্দা হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাইল (আ.)-এর অতুলনীয় আনুগত্য এবং মহান ত্যাগের পুণ্যময় স্মৃতি বহন করেন। আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য মুসলিম উম্মাহ হজব্রত পালন ও পশু কোরবানি করে থাকেন। হজরত ইবরাহিম (আ.) ও তার পুরো পরিবারের নজিরবিহীন কুরবানির ইতিহাস মানুষকে যে ত্যাগের শিক্ষা দেয়, তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে একজন মুমিন তার সবকিছুই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করতে সদা প্রস্তুত থাকে। হজরত ইবরাহিম (আ.) এবং তার প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাইল (আ.) এবং মা হাজেরার আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশগুলোকে আল্লাহতায়ালা হজের অংশ হিসাবে গণ্য করেছেন। আর এ হজ ও কুরবানি সম্পন্ন করা হয়ে থাকে পবিত্র জিলহজ মাসে। যার ফলে ইসলামে জিলহজ মাসের গুরুত্ব অতি ব্যাপক। বক্তাগণ উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেন প্রসিদ্ধ হাদিস বিশারদ ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) বলেন, জিলহজের প্রথম দশটি দিনের বিশেষ গুরুত্বের কারণ হলো-এ দিনগুলোতে ইসলামের ৫টি রুকনের সমাহার রয়েছে। যেমন ইমান ও সালাত অন্য দিনগুলোর মতো এদিনগুলোতেও বিদ্যমান। জাকাত বছরের অন্য যে কোনো সময়ের মতো এ সময়ও প্রদান করা যায়। আরাফার দিন সহ প্রথম নয় দিন পর্যন্ত রোজার নির্দেশনার ফলে ইসলামের আরেকটি রোকন-রোজারও দৃষ্টান্ত এ দশকে পাওয়া যায়। আল্লাহর ভালোবাসায় সিক্ত আমল হজ্জ সম্পাদনের সময়ও এটাই। অন্যদিকে কুরবানির বিধান তো কেবল এ দশকেই পালনযোগ্য। তা ছাড়া এ দশকেই রয়েছে আরাফা ও কুরবানির দিন। আরাফার দিনের দোয়াকে শ্রেষ্ঠ দোয়া বলা হয়েছে।

বক্তাগণ আরো উল্লেখ করেন জিলহজ মাসের প্রথম দশকের ফজিলত সম্পর্কে মহানবি (সা.) বলেন, এমন কোনো দিন নেই যে দিনগুলোর ইবাদত আল্লাহর কাছে জিলহজের প্রথম দশকের ইবাদত থেকে অধিক প্রিয়। জিলহজের প্রথম দশকের প্রত্যেক দিনের রোজা এক বছরের রোজার সমতুল্য। আর প্রত্যেক রাতের ইবাদত লাইলাতুল কদর সমতুল্য।

এ দিনগুলোতে অধিকহারে তাকবির ইত্যাদি পাঠ করা উচিত। এ বিষয়ক হাদিসে মহানবি (সা.) বলেন, তোমরা এ দিনগুলোতে বেশি বেশি করে তাহলিল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাকবির (আল্লাহু আকবার) এবং তাহমিদ (আলহামদুলিল্লাহ) পড়বে। হযরত ইবনে ওমর (রা.) ও আবু হুরায়রা (রা.) এই দিনগুলোতে বাজারে যেতেন এবং বেশি বেশি তাকবির পাঠ করতেন, যাতে লোকেরা তাদের থেকে শিখতে পারে। ইবনে রজব (রহ.) বলেছেন, নেক আমলের মৌসুম হিসাবে জিলহজ মাসের প্রথম দশক হলো সর্বোত্তম সময়, এ দিবসগুলোয় সম্পাদিত নেক আমল আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়।

বক্তাগণ আল খায়ের ফাউন্ডেশন এর বিশ্বজনীন কোরবানি প্রজেক্ট কে সফল করে তোলার মধ্য দিয়ে ঈদের আনন্দে গরিবদেরকে শরিক করার কাজে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার জন্য সকলের প্রতি আকুল আবেদন জানান।

গোয়াইনঘাট প্রবাসী সমাজ কল্যান পরিষদ ইউকের আয়োজনে বার্ষিক পিকনিক

গোয়াইনঘাট প্রবাসী সমাজ কল্যান পরিষদ ইউকের আয়োজনে বার্ষিক পিকনিক সম্পন্ন হয়েছে মঙ্গলবার । পূর্ব লন্ডনের আলতাব আলি পার্ক থেকে সকাল ১১ টায় মার্গেটের উদ্দেশ্য রওয়ানা দেন বৃটেনের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসরত গোয়াইনঘাট প্রবাসী সমাজ কল্যান পরিষদ ইউকের সদস্যবৃন্দরা। যাএাপথে গাড়িতে এক ব্যাতিক্রমী আলোচনা ও সাংকৃতিক অনুস্টান পরিবেশন করেন সংঘটনের নেতৃবৃন্দরা।

সংঘটনের সেক্রেটারী মোহাম্মদ আলী সুমনের সঞ্চালনায় এবং মিছবা উদ্দিনের সভাপতিত্বে পরিবেশিত এ ব্যাতিক্রমী অনষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সোলায়মান রাহী, তেলাওয়াত প্রতিযোগীতা, গজল, গান ও কৌতুক পরিবেশন করেন সংঘটনের সদস্যবৃন্দ।

গন্তব্য স্থানে পৌঁছানোর পর সাগর পাড়ে অনুষ্টিত ফুটবল, হাডুডু ও হাডিভাঙ্গা দারুন উপভোগ করেন সকলে।

মধ্যাহ্ন ভোজের পর ফেরার পথে আলোচনা পর্বে প্রাধান অতিথী হিসেবে বক্তব্য রাখেন গোয়াইনঘাট প্রবাসী সমাজ কল্যান পরিষদ ইউ কে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি সদরুল ইসলাম, বিশেষ অতিথী হিসেবে বক্তব্য রাখেন সংঘটনের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি হাফিজ আব্দুল মুমিন, উপদেষ্টা ওয়ারিছ আলি, সহ সভাপতি হেলাল আহমদ, টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারার এসোসিয়েশন এর সভাপতি নূরুল আমিন, উপদেষ্টা ইসুফ আলী, সাবেক যুগ্ন সাধারন সম্পাদক আনিসুর রহমান, হাফিজ সদর উদ্দিন, হেলাল আহমদ, এখলাছুর রহমান সহ আরো অনেকে। বক্তারা অবহেলিত গোয়াইনঘাটকে এগিয়ে নিয়ে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান এবং প্রবাসী সমাজ কল্যান পরিষদ ইউকের বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডের ভূয়সী প্রসংশা করেন।

বিয়ানীবাজার ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালে চালু হলো অত্যাধুনিক এন্ডোস্কপি ও কোলনস্কপি সেবা

০৯ই জুন ২০২৩ইং, শুক্রবার, যুক্তরাজ্যের রয়েল লন্ডন হাসপাতালের সাবেক কোলরেক্টাল সার্জন, ঢাকার বিআইএইচএস জেনারেল হাসপাতালের চীফ কনসালটেন্ট ও বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডাঃ শাহরিয়ার মোঃ সাদেক-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিয়ানীবাজার ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (বিবিসিজিএইচ)-এ চালু হলো অত্যাধুনিক এন্ডোস্কপি ও কোলনস্কপি সেবা। এর মাধ্যমে বিশ্বের খ্যাতিমান এডভান্সড ল্যাপারস্কোপিক, রোবোটিক্স এন্ড পেরিনিয়াল ক্যান্সার সার্জনের দ্বারা আন্তর্জাতিক মানের কোলরেক্টাল সার্জারি ও কোলরেক্টাল ক্যান্সার সেবা প্রদানের লক্ষ্যে হাসপাতাল কর্তৃক এই সেবা চালু হয়েছে। বিয়ানীবাজারের কৃতি সন্তান অধ্যাপক ডাঃ শাহরিয়ার মোঃ সাদেক এখন থেকে বিয়ানীবাজার ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালে নিয়মিত ভাবে (সপ্তাহে দুই দিন, বৃহস্পতি ও শুক্রবার) অত্যাধুনিক এন্ডোস্কপি ও কোলনস্কপি সেবাসহ বিশ্বমানের পরিপাকতন্ত্র সার্জারি ও ক্যান্সার সেবা প্রদান করেবেন। যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক মানের সার্জারি সেবার আলোকে বৃহত্তর সিলেটে বিয়ানীবাজার ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালে এই সেবা সর্ব প্রথম চালু হয়েছে যা এতদাঞ্চলসহ বৃহত্তর সিলেটের পরিপাকতন্ত্র সার্জারি ও ক্যান্সার সেবায় অসামান্য অবদান রাখবে। সেবা গ্রহনে আগ্রহী সকলকে হাসপাতালের নির্দিষ্ট মোবাইল নং (০১৭০৩৯৬৯২৫৭)-এ অগ্রীম যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ভাদেশ্বর এসোসিয়েশন ইউ কে এর বার্ষিক সাধারণ সভা

ঐতিহ্যবাহী সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলার ভাদেশ্বর ইউনিয়নের যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী অধিবাসীদের প্রানের সংগঠন "ভাদেশ্বর এসোসিয়েশন ইউ কে। প্রতিষ্ঠানটির আত্মপ্রকাশ হতে এটির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন জনাব আবুল মহসিন চৌধুরী (সভাপতি), আহমেদ এস সিরাজ দারা(সাধারণ সম্পাদক) এবং তৌফিক আহমেদ টিটু (ট্রেজারার) এর নেতৃত্বে এক সফল কমিটি। কমিটির কর্মদক্ষতায় এবং সকলের সার্বিক সহযোগিতায় সংগঠনটি অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। কোভিড মহামারী এবং বৈশ্বিক মন্দা পরিস্থিতির জন্য বার্ষিক সাধারণ সভা করতে কিছুটা বিলম্বিত হয়।

গত ২২শে মে সোমবার লন্ডনস্থ ব্রিক লেনের আমার গাঁও রেস্টুরেন্টের হল রুমে দ্বিতীয় সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনটির সদস্য , শুভানুধঅ্যায়ীদের উপস্থিতিতে জনাব আবুল মহসিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সাধারন সম্পাদক আহমেদ এস সিরাজ দারার পরিচালনায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কাজ আরম্ভ হয়।

প্রথমে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সভাপতি জনাব আবুল মহসিন চৌধুরী। তিনি সকল কে সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য এবং বিগত সময়ে সংগঠন টি পরিচালনায় সহযোগিতা করার জন্য সকল কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সাধারণ সম্পাদক আহমেদ এস সিরাজ দারা সংগঠন টির বিগত দিনের কার্যক্রম বিস্তারিত তুলে ধরেন এবং তিনিকে সহযোগিতা করার জন্য সকল কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ট্রেজারার জনাব তৌফিক আহমেদ টিটু বিগত সময়ের সকল আর্থিক প্রতিবেদন তুলে ধরেন এবং সকলকে সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভায় সার্বিক বিষয়ে মূল্যবান মতামত ও বক্তব্য রাখেন(১) জনাব সৈয়দ মোক্তাদির হোসেন মুকিত, (২) আহমেদ হোসেন খান শামীম (৩) আব্দুল হান্নান (৪) শেখ বুরহান উদ্দিন বাবুল (৫) কামরুজ্জামান খছরু(৬) নাহিদ চৌধুরী (৭)মোর্শেদ আলম চৌধুরী (৮) সৈয়দ মুজিবুল ইসলাম আজু (৯)খালিদ আহমেদ মঞ্জু (১০) কয়েছ আহমেদ (১১) সুলতান আহমেদ (১২) হুমায়ুন কবির (১৩) সালেহ আহমেদ মিলন (১৪) মসিউর রহমান চৌধুরী পিন্টু (১৫) সাহাব উদ্দিন সাবু (১৬) তপু শেখ (১৭) মাহতাব মোমেন (১৮) আজিজুর রহমান (১৯) মো জুবায়ের আহমেদ (২০) মনজুর আহমেদ চৌধুরী (২১) মাহমুদুর রহমান (২২) আব্দুল মান্নান (২৩) আব্দুর রাজ্জাক (২৪) মো জহিরুল ইসলাম (২৫) জাহেদ আহমেদ (২৬) আমির হোসেন (২৭) রোমান আহমেদ চৌধুরী (২৮)মো শাহআলম কাসেম (২৯)আহমেদ আলী(৩০) আব্দুল হামিদ (৩১) অলি ওয়াদুদ (৩২) সোহেল আহমেদ বদরুল (৩৩) আহমেদ আলী সুয়া (৩৪) খছরুজ্জামান (৩৫) জনি চাকলাদার।

উপস্থিত সকলে বিস্তারিত আলোচনা শেষে প্রতিষ্ঠান টির অগ্রগতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং পরিচালনা কমিটির সকল কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সকলের পরামর্শে পুরাতন কমিটি ভেঙ্গে দেয়া হয়। সাথে সাথে নুতন কমিটি গঠনের আলোচনা শুরু হয়। উপস্থিত সকলের পরামর্শে (১)জনাব আবুল মহসিন চৌধুরী(২) আহমেদ এস সিরাজ দারা (৩)তৌফিক আহমেদ টিটু (৪) শেখ বুরহান উদ্দিন বাবুল (৫) সাহাব উদ্দিন সাবু কে নিয়ে নতুন কমিটি গঠনের জন্য সার্চ কমিটি গঠিত হয়। সার্চ কমিটি সৈয়দ মোক্তাদির হোসেন মুকিত কে সভাপতি, খালিদ আহমেদ মঞ্জুকে সাধারণসম্পাদক এবং মোর্শেদ আলম চৌধুরী কে ট্রেজারার করে ২৭ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করেন। উপস্থিত সকলে নতুন কমিটি কে সাদরে গ্রহণ করেন এবং নতুন কমিটিকে সব ধরনের সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বস্ত করেন। নতুন সভাপতি , সাধারণ সম্পাদক এবং ট্রেজারার সকলের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এবং সকল কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং ভাদেশ্বর এসোসিয়েশনের সেবা মূলক কাজে সকল কে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করেন। ভাদেশ্বর এসোসিয়েশনের নতুন কার্যকরী কমিটি-- (১) সভাপতি: সৈয়দ মোক্তাদির হোসেন মুকিত (২) সহ সভাপতি : আব্দুল হান্নান (৩) সহ সভাপতি: সাহাব উদ্দিন সাবু, (৪)সাধারণ সম্পাদক: খালিদ আহমেদ মঞ্জু, (৫)সহ সাধারণ সম্পাদক: কয়েস আহমেদ, (৬)সহ সাধারণ সম্পাদক: মাহতাব মোমেন (৭) সহ সাধারণ সম্পাদক:রোমান আহমেদ চৌধুরী, (৮) ট্রেজারার: মোর্শেদ আলম চৌধুরী রাহী,(৯) সহ ট্রেজারার: হুমায়ুন কবির, (১০)মেম্বারসিপ সম্পাদক : সৈয়দ মুজিবুল ইসলাম আজু, (১১) সহ মেম্বার সিপ সম্পাদক: অলি ওয়াদুদ , (১৩) স্পোর্টস,ইভেন্ট এন্ড কালচারাল সম্পাদক: সুলতান আহমেদ, (১৪) সহ স্পোর্টস , ইভেন্ট এন্ড কালচারাল সম্পাদক: আব্দুল হামিদ,(১৫) সহ স্পোর্টস, ইভেন্ট এন্ড কালচারাল সম্পাদক: জুনেদ আহমেদ, (১৬) মিডিয়া সম্পাদক: আমির হোসেন, (১৭) সহ মিডিয়া সম্পাদক: আব্দুল মান্নান, (১৮) ওমেন এফেয়ার্স সম্পাদক: (১৯) সহ ওমেন এফেয়ার্স সম্পাদক:(২০) এক্সিকিউটিভ কমিটি মেম্বার:(ক) আহমেদ এস সিরাজ দারা,(খ) তৌফিক আহমেদ টিটু ,(গ) মসিউর রহমান চৌধুরী পিন্টু, (ঘ) আজিজুর রহমান, (ঙ) কামরান উজ জামান, (চ) তপু শেখ, (ছ) আব্দুর রাজ্জাক, (জ) আব্দুল কাদির জিলানী (ঝ) মঞ্জুর আহমেদ চৌধুরী সিপু।

উপদেষ্টা পরিষদ:

(ক) আবুল মহসিন চৌধুরী ,(খ)আহমেদ হোসেন খান শামীম, (গ) খছরুজ্জামান খছরু (ঘ) শেখ বুরহান উদ্দিন বাবুল ,(ঙ) আহমেদ আলী, (চ) নাহিদ চৌধুরী, (ছ) লুতফুর রহমান চৌধুরী (জ) সালেহ আহমেদ ।

অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব আবুল মহসিন চৌধুরী অনুষ্ঠান টি সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য সকল কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি নতুন কমিটির কার্যক্রম আরোও বেগবান, সফল এবং স্বার্থক হবে এ আশা ব্যাক্ত করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সদ্য প্রয়াত শিক্ষক সাংবাদিক গোলাম রব্বানী চৌধুরী স্মরণে লন্ডনে শোকসভা

সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলার নয়াবন্দর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের সাবেক শিক্ষক, বিশিষ্ট গল্পকার, প্রবীন সাংবাদিক, সদ্য প্রয়াত গোলাম রব্বানী চৌধুরী স্মরণে লন্ডনে শোকসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে । গতকাল রবিবার (১১ জুন ২০২৩) পূর্বলন্ডনের একটি

হলে নয়াবন্দর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব জিলু মিয়ার সভাপতিত্বে এবং সাবেক অধ্যাপক মোহাম্মদ রফিক আহমদ ও সাবেক অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শাহেদ রাহমানের যৌথ পরিচালনায় যুক্তরাজ্যে বসবাসরত নয়াবন্দর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় এর বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী এই শোকসভা ও দোয়া মাহফিল অংশ নেন।

শোক সভায় প্রয়াত গোলাম রব্বানী চৌধুরী স্মরণে স্মৃতিচারণ মুলক বক্তব্য রাখেন, কবি আমিরুল ইসলাম সাদিক, সাবেক শিক্ষক আরবাব কামালী, কবি খলিল আহমদ, আনহার চৌধুরী, মানিক মিয়া কামালী, সাবেক ইউপি সদস্য সৈয়দ ইছহাক আলী, আব্দুল হান্নান মাইকেল, রনক আহমদ, ফজলুর রহমান চৌধুরী ও রাজিব খান প্রমুখ। শোকসভায় বক্তারা বলেন জীবদ্দশায় আমরা গুণীদের গুণের কদর করিনা। গুণীব্যক্তিরা চলে গেলে আমরা স্মরণ করি। এটি আমাদের সমাজের প্রচলিত প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রথা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। বহুগুণে গুণান্বিত গোলাম রব্বানী চৌধুরীকেও জীবদ্দশায় যথাযথ সম্মান দিতে পারিনি। এটি আমাদের ব্যর্থতা।

যারা জ্ঞান অন্বেষণ করে এবং জ্ঞান অন্বেষণে সহযোগিতা করে তারাই প্রকৃত জ্ঞাণী এবং গুণীজন । প্রয়াত গোলাম রব্বানী চৌধুরী ছিলেন এরকম একজন গুণী, সাদা মনের মানুষ, শিক্ষক-সাংবাদিক ও গল্পকার। বক্তারা প্রয়াত গোলাম রব্বানী চৌধুরীর অপ্রকাশিত গ্রন্থ প্রকাশের আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের শেষে প্রয়াত লেখক, শিক্ষক গোলাম রব্বানী চৌধুরীর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। শোকসভা ও দোয়া মাহফিলে আরো উপস্থিত ছিলেন আব্দুল হক কাবিরী, জাহাঙ্গীর কামালী, শাহ দবির কামালী, আপেল কামালী, আব্দুর রব, আব্দুর রশিদ, রতন কামালী, গোলাব মিয়া, আব্দুস সালাম কামালী, আনোয়ারুল হক চৌধুরী, আবু তাহের, ছনা মিয়া সহ আরো অনেকে। এ শোকসভায় শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন- ফজলুর রহমান চৌধুরী। প্রয়াত গোলাম রব্বানী চৌধুরীর স্মরণে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন- কবি খলিল আহমদ।

জুরী ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকের সাথে এডভোকেট মাহবুবুল আলম শামীমের মতবিনিময় সভা

যুক্তরাজ্যে সফররত দুর্নীতি মুক্ত করণ বাংলাদেশ ফোরাম মৌলভীবাজার জেলা শাখার সভাপতি জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এডভোকেট মাহবুবুল আলম শামীম জুরি ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকের নেতৃবৃন্দের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গত ১৩ ই জুন পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে ওয়েলফেয়ারের সভাপতি রিয়াজ উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জহিরুল ইসলাম জাবেলের পরিচালনায় পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ওয়েলফেয়ারের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক লুৎফুর রহমান।

সভার শুরুতে প্রধান অতিথিকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন যুক্তরাজ্যে বসবাসরত জুরী ওয়েলফেয়ারের সদস্যবৃন্দরা।

মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সাবেক সভাপতি ফারুক আহমেদ, সহ-সভাপতি সালেহ আহমেদ, সহ সভাপতি আব্দুস সামাদ রাজু, জিল্লুর রহমান কয়েছ, আব্দুল মতিন মুন্না, সাবেক ছাএনেতা আযহার আহমেদ ওয়াশিম তালুকদার, জাহেদ আহমেদ তালুকদার, ইফতিয়ার মিয়া মাসুম, মাসুম রনি, মাহবুবুর রহমান, তাসভীর আহমেদ ফাহিম, বড়লেখা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন এর সভাপতি মোহাম্মদ উদ্দিন শামীম, কমিউনিটি নেতা জালাল উদ্দিন, ইউসুফ মোঃ জাকারিয়া খান সহ আরো অনেকে।

বক্তারা জুরী এলাকাকে দুর্নীতিমুক্ত করনের ব্যাপারে সচেষ্ট ভূমিকা রাখার জন্য প্রধান অতিথির নিকট আহ্বান করেন।

জুড়িতে একটি প্রবাসী সেল গঠন করে প্রবাসীদের সুবিধায় ও অসুবিধায় কাজ করার জন্য আহ্বান করা হয়।

জুরি এলাকার প্রত্যেকটি খাতে দুর্নীতি আঁকড়ে ধরেছে।

বিশেষ করে প্রবাসীরা তাদের জায়গা জমিন নিয়ে বিপাকের মধ্যে রয়েছেন। দুর্নীতিকারীদের হাত থেকে তাদের সয়-সম্পত্তি রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

প্রধান অতিথি উনার বক্তৃতায় এলাকাবাসীকে আশ্বাস করেন যে জুড়িতে একটি দুর্নীতিমুক্ত করণ বাংলাদেশ ফোরাম কমিটি গঠন করে দেওয়া হবে। যাতে করে এলাকাবাসী তাদের সয়-সম্পত্তি সহ যত ধরনের সমস্যা আছে তা থেকে সহজে পরিতান পেতে পারেন।

প্রধান অতিথি আরো বলেন দেশ থেকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে একার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়, সে ক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

তিনি সবাইকে আশ্বস্ত করেন উনার গায়ে এক বিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্ত উনি এলাকাকে দুর্নীতিমুক্ত করনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে যাবেন।

পরিশেষে সকলের সহযোগিতা চেয়ে সময় স্বল্পতার কারণে বক্তৃতার পরিসমাপ্তি করেন।

সভাপতি রিয়াজ উদ্দিন উনার বক্তৃতায় সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং এলাকাকে একটি দুর্নীতিমুক্ত ও আধুনিক উপজেলা গঠনে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান।

টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিলের কাস্টমার সার্ভিসকে উন্নত করতে সাহায্য করুন

গ্রাহক সেবা অর্থাৎ কাস্টমার সার্ভিসের ক্ষেত্রে টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিলের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, "আপনি যে চ্যানেলেই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন না কেন, আপনি একটি চমৎকার অভিজ্ঞতা পাবেন।"

টাওয়ার হ্যামলেটস বারায় যারা থাকেন, কাজ করেন এবং অধ্যয়ন করেন তাদেরকে একটি সমীক্ষা বা সার্ভেতে অংশ নিয়ে কাউন্সিলের গ্রাহক পরিষেবার উন্নতিতে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

সকলের জন্য ইতিবাচক গ্রাহক অভিজ্ঞতা প্রদান নিশ্চিত করতে কাউন্সিলের কাস্টমার এক্সপেরিয়েন্স স্ট্র্যাটেজি বা গ্রাহক অভিজ্ঞতা কৌশল সম্পর্কে মতামত চাওয়া হচ্ছে।

গ্রাহক বা ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে পাওয়া ফিডব্যাকে দেখা যায় যে, সবাই সমানভাবে একটি ধারাবাহিক সেবা পাচ্ছে না। আমরা এটা নিশ্চিত করতে চাই যে, আপনি যেভাবেই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন না কেন (ডিজিটালি, ফোনে বা সামনাসামনি) আপনার সমস্যা যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি সমাধানই শুধু করা হয় না, একই সাথে আপনি একটি চমৎকার সেবা লাভের অভিজ্ঞতাও অর্জন করেন।

কেন আপনার মতামত গুরুত্বপূর্ণ

এই মতামত জরিপে লোকজন কোন পরিষেবাগুলি ব্যবহার করে, তারা কীভাবে সেগুলিতে অ্যাঙ্গে করে, সেরা মানের কাস্টমার সার্ভিস গড়ে তুলতে গ্রাহকদের অভিমত কী, সেইসাথে ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য লোকজনের ধারণাগুলি সম্পর্কে কাউন্সিল জানতে চায়। কিভাবে এই লক্ষ্য অর্জন করা হবে তার বিশদ গ্রাহক অভিজ্ঞতা কৌশলে তুলে ধরা হবে।

এ প্রসঙ্গে টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "আমাদের অফার করা বিস্তৃত পরিসরের পরিষেবা বা সার্ভিসগুলোর মাধ্যমে জীবনকে উন্নত করতে কাজ করছে কাউন্সিল, এবং প্রত্যেকের দ্রুত ও সহজে কাষ্টমার সার্ভিসে অ্যাঙ্গে করতে পারাটা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এমন একটি কাউন্সিল হতে বদ্ধপরিকর যেটি সবার কথা শোনে এবং কাজ করে।"

তিনি বলেন, "যদিও অনেক বেশি সংখ্যক লোক ডিজিটালভাবে আমাদের সার্ভিসগুলিতে অ্যাঙ্গে করছে, তদুপরি আমরা এটা বুঝতে পারি যে কিছু কিছু বাসিন্দার ক্ষেত্রে এই অ্যাঙ্গে নেই অথবা তারা ডিজিটাল ডিভাইস এবং চ্যানেল ব্যবহার করতে অক্ষম। ফোনে বা ডিজিটালভাবে সমস্যার সমাধান পেতে যারা অক্ষম তারা যাতে মুখোমুখি সার্ভিস লাভের সুযোগ পান, আরও ভালো করতে পারি - সেটাই আমরা নিশ্চিত করতে চাই।"

তিনি বলেন, "আমরা কীভাবে আপনার সম্পর্কে চিন্তা করি এবং আপনার সাথে যোগাযোগ করি তার মধ্যে একটি পরিবর্তন আনতে চাই, যাতে আপনি আমাদের সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন। আমরা কীভাবে একজন কাস্টমারকে এমন অভিজ্ঞতা প্রদান করব যা আপনার প্রত্যাশা ছাড়িয়ে যাবে, সেটা নির্ধারণ করবে এই গ্রাহক অভিজ্ঞতা কৌশলপত্র।

সেজন্য আমরা হোয়াইটচ্যাপেল ভিত্তিক আমাদের ফ্ল্যাগশিপ হাবের সাথে একটি রেসিডেন্টস হাব মডেল প্রতিষ্ঠা করেছি। আপনি ফোনে, মুখোমুখি বা অনলাইনে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন না কেন, আপনার অভিজ্ঞতার কথা আমাদের শোনা দরকার, যাতে আমরা আপনাকে আপনার প্রত্যাশিত সেবা দিতে পারি।"

কাস্টমার সার্ভিসের দায়িত্বে থাকা কেবিনেট মেম্বার, কাউন্সিলর কবির আহমেদ বলেছেন: "প্রত্যেক বাসিন্দা, ব্যবসায়ি এবং বারাতে আগত লোকজন হচ্ছেন আমাদের গ্রাহক এবং আমরা আমাদের সার্ভিসকে ক্রমাগত উন্নত করতে, তাদের চাহিদাগুলি আরও ভালভাবে পূরণ করতে এবং আমরা আগে যা করেছি তার থেকে অনুগ্রহ করে এই সার্ভে বা সমীক্ষায় অংশ নিন এবং আসুন একসাথে টাওয়ার হ্যামলেটসের উন্নতি করি।"

জরিপে অংশ নিতে ভিজিট করুন - talk.towerhamlets.gov.uk/customer-survey। শুক্রবার ৭ জুলাই মধ্যরাতে এই সমীক্ষা শেষ হবে।

অনলাইনে সমীক্ষা পূরণ করতে আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হলে বা কোনো ডিভাইস বা ওয়াই-ফাই অ্যাক্সে না থাকলে আমাদের আইডিয়া স্টোর বা রেসিডেন্টস হাব-এ চলে যান যেখানে কর্মীরা সাহায্য করতে সক্ষম হবেন।

এছাড়াও আপনি আমাদের আইডিয়া স্টোর এবং রেসিডেন্টস হাব থেকে সার্ভে ফর্মের একটি হার্ড কপির জন্য অনুরোধ করতে পারেন।

FOR IMMEDIATE SALE

**Indian Restaurant for immediate Sale.
Current Owner is seeking a quick sale, due to health conditions. Owner will consider reasonable offers.**

- **Fully Licensed Fine Indian Cuisine Restaurant.**
- **(49-50) 2 Entry premises: Access to the Restaurant, separate entry to Residential Properties above.**
- **Restaurant: Dining In & Takeaway.**
- **Properties: 5 Bedrooms 1 Kitchen & Bathroom**
- **Small convenience store next door to Restaurant.**
- **Restaurant has a long lease**
- **P/A Rental is £23,600**
- **Rental Accommodation income from Properties attached: £34,800 P/A**
- **The restaurant is a current fully established business & ready to operate from.**

Please contact Mr Miah on: 07958 311 133

Property for Urgent Sale in Sylhet

A 4 bedroom independently detached house with with all modern amenities situated on a 13 decimal (629 sq yard) plot is for sale.

Location : Shaplabag - Tilagor in Sylhet,
2 mins walk from Sylhet - Tamabil Main Road

Details:
4 Bedrooms · Large Living & Dinning Room · 2 Bathrooms · 2 Kitchens · Porch · Stairs to the roof · Roof Terrace · Gated and Secure · Matured Garden with Plenty of Fruit Plants · Absolutely undisputed property.

Seeking quick sale, being sold due to managing of the property issues by the second generation.

If Interested: (only genuine parties - no time wasters please)

Contact: Lt (retd) Imran Chowdhury B.E.M
Tel: 00 44 7498 489 482
Email: imranchowdhury@icloud.com

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

UK Charity No. 1126168

NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052

MADRASHA &ORPHANAGE

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah **Sadaqah** **Zakat** **Fitra**
Fidya **Kaffara** **Qurbani**

CAN DONATE VIA :

Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324

UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05   Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS

Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00

Shops (permanent income for Orphanage)
Per Shop £2500.00

Class/Living Room for Orphanage
Per Room £3000.00

Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100

Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক চার লেন করা হবেঃ পরিকল্পনামন্ত্রী

সুনামগঞ্জ সংবাদদাতা : বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনামন্ত্রী আলহাজ্ব এম এ মান্নান এমপি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী গ্রামের মানুষকে ভালোবাসেন। গ্রামের মানুষের উন্নয়নে সুনামগঞ্জে বড়বড় প্রকল্প দিয়েছেন। বিপদে আপদে সবসময় তিনি হাওরের মানুষের পাশে আছেন। অনেকে আছে শুধু দূর থেকে গলাবাজী করে জনগণের পাশে আসেনা। শুধু গণতন্ত্রের বুলি ছুড়ে। হাওরাঞ্চলের মানুষ তাদের আর বিশ্বাস করেনা। মানুষ তাদের প্রতিহত করেছে। গ্রামের মানুষ গনতন্ত্র বুঝেনা, তারা চায় উন্নয়ন। তারা সেতু চায়, সড়ক চায়, স্কুল চায়। আর সে উন্নয়নের আলো দিয়েছে আওয়ামীলীগ সরকার।

শনিবার (১০ জুন) সকাল ১১ টায় শান্তিগঞ্জ উপজেলার সিলেট-সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের ৫০ কিলোমিটারে ৫১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দৃষ্টিনন্দন 'সদরপুর'সেতু নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ সরকার। এই সরকারের আমলে দেশের যত উন্নয়ন হয়েছে তা ইতিহাসযোগ্য। এর আগে কোন সরকার এত উন্নয়ন করতে পারেনি। এখন প্রতিটি ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, গ্রামেগঞ্জে রাস্তাঘাট, সেতু কালভার্টে ভরপুর যা একসময় মানুষ কল্পনাই করতে পারেনি। সরকার যেখানে যা প্রয়োজন সব করছে। সকল প্রকার উন্নয়ন দিয়ে গ্রামকে শহরে রুপান্তর করা হচ্ছে।

মন্ত্রী আরও বলেন, রাস্তায় যানবাহন যাতে নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে এরজন্য সুনামগঞ্জে চার লেন সড়ক হবে। ইতিমধ্যে পুরাতন সেতু ভেঙ্গে নতুন সেতু হয়েছে। আরও হবে। প্রধানমন্ত্রী আমাকে হাওরের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন। তাই হাওরের সন্তান হিসেবে যতদিন বেঁচে আছি মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাব। শেখ হাসিনার যতদিন আছেন আমিও তার সাথে আছি। আওয়ামীলীগে আছি, নৌকায় আছি। কারণ আওয়ামীলীগ গরীব দু:খী মেহনতি মানুষের জন্য কাজ করে। তাই আওয়ামীলীগের সাথেই থাকুন।

সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক দিদারে আলম মোহাম্মদ মাকসুদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও শান্তিগঞ্জ উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান প্রভাষক নূর হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সড়ক ও জনপথ বিভাগের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী(সিলেট জোন) মো: ফজলে রব্বে, তত্তাবধায়ক প্রকৌশলী(সড়ক সার্কেল সিলেট) উৎপল সামন্ত, পুলিশ সুপার মো: এহসান শাহ, সুনামগঞ্জ সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী আশরাফুল ইসলাম প্রাং, পরিকল্পনামন্ত্রীর পুত্র শাদাত মান্নান অভি, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মো: সালাহ উদ্দিন সোহাগ, শান্তিগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার উজ জামান, উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি সিতাংশু শেখর ধর সিতু, সাধারণ সম্পাদক হাসনাত হোসেন, জয়কলস ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল বাছিত সুজন, পাথারিয়া ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম ও শিমুলবাঁক ইউপি চেয়ারম্যান শাহিনুর রহমান শাহিন প্রমুখ।

মাধবপুরে তালাবদ্ধ রুমে এক্সরে মেশিন!

মাধবপুর সংবাদদাতা : মাধবপুর ৫০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এক্সরে বিভাগ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় চরম দুর্ভোগে রোগীরা। এক্সরে বিভাগের কক্ষ টি তালাবদ্ধ ১৬ বছর ধরে। এক্সরে বিভাগের সকল কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। হাসপাতাল সূত্র জানা যায় ২০০৭ সাল থেকে মাধবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এক্সরে মেশিন রুম টি তালাবদ্ধ রয়েছে।

এক্সরে বিভাগের কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ রাখায় চরম বিপাকে পড়েছে স্বাস্থ্যসেবা প্রত্যাশীরা। হাসপাতালে আসা রোগীদের হয়রানির পাশাপাশি বাইরের বেসরকারি ল্যাব থেকে বেশি টাকা খরচ করে এক্সরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হচ্ছে। এ খরচ অনেকের সাধ্যের বাইরে থাকায় তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাচ্ছেন না। চিকিৎসা না নিয়েই বাড়ি ফিরছেন তারা।

এক্সরে বিভাগটি বছরের পর বছর বন্ধ কেন। এর কারণ জানতে চাইলে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাক্তার ইসতাক মামুন জানান এক্সরে বিভাগের টেকনিশিয়ান না থাকায় এক্সরে বিভাগ টি চালু করা সম্ভব হয়নি। এখানের টেকনিশিয়ান দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার চিঠি দিয়েছি কিন্তু কোন টেকনিশিয়ান পোস্টিং না দেওয়ার কারণে চালু করতে পারছিনা।

ইন্টারভিউ দিয়ে বাড়ি ফেরা হলো না আতিকের

সিলেট অফিস : সিলেটের বালাগঞ্জে সোমবার (১২ জুন) বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আতিকুর রহমান (২৫) কে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়। নিহত আতিকুর রহমান বালাগঞ্জ উপজেলার দেওয়ান বাজার ইউনিয়নের বনগাঁও গ্রামের এখলাছুর রহমানের ছেলে ও সিলেটের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নর্থ ইস্ট ইউনিভার্সিটির সিএসই দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন।

এ ঘটনায় দুইজনকে আটক করা হলেও এখনো কোন মামলা হয়নি। পুলিশ বলছে, প্রতিবেশীর বাড়ির রাস্তা ব্যবহার করার কারণে প্রাণ হারাতে হয় তাকে।

বালাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী জানান, সোমবার (১২ জুন) সকালে সিলেটের একটি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার বিষয়ে ইন্টারভিউ শেষ করে বিকেলে বাড়ি গিয়েছিলেন তিনি। এসময় বাড়ির সামনে মাদ্রাসার পাশে কয়েকজন যুবক তাকে ছুরিকাঘাত করে। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সন্ধ্যা ছয়টার দিকে তার মৃত্যু হয়।

রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী বলেন, প্রতিবেশীর বাড়ির রাস্তা ব্যবহারকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিলো তার পরিবারের। কিছুদিন আগে সালিশের মাধ্যমে তার সমাধান হয়েছিল। তবে ঘটনার দিন নিহত আতিকুরের ছোট ভাই প্রতিবেশী নজরুল ইসলামের বাড়ির রাস্তা ব্যবহার করায় ক্ষিপ্ত হয় তার। পরে আতিকুর রহমানকে বাড়ির সামনে মাদ্রাসার পাশে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে প্রতিবেশীর সঙ্গে পূর্ব বিরোধের জেরেই এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।

রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী আরো বলেন, এ ঘটনায় দুইজনকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্যদের আটক করতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। নিহতের ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বাদ আছর জানাজা শেষে পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করা হতে পারে।

সিলেটের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে আগ্রহী অষ্ট্রেলিয়া

সিলেট অফিস : সিলেটের সঙ্গে বাণিজ্য, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময় সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করতে চায় অষ্ট্রেলিয়া।

মঙ্গলবার (১৩ জুন) সিলেট সিটি করপোরেশনের (সিসিক) মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এ কথা জানান ঢাকাস্থ অষ্ট্রেলিয়ান দূতাবাসের ফার্ষ্ট সেক্রেটারী ড. সাচা ব্লুমেন।

এ সময় মেয়র সিলেটের সাংস্কৃতিক বিনিময় ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত সম্পর্ক উন্নয়নে অষ্ট্রেলিয়াকে স্বাগত জানান।

সৌজন্য সাক্ষাতে দুই দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মাধ্যমে সম্ভাবনাময় খাতে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সাথে অষ্ট্রেলিয়ান সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে সিস্টার সিটির সর্ম্পক উন্নয়ন বিষয়ে মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী প্রস্তাব দেন। সিসিক মেয়রের এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানান ড. সাচা ব্লুমেন।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেয়র পত্নি সামা হক চৌধুরী, মেয়রর সহকারী একান্ত সচিব মো. সোহেল আহমদ, সিসিকের আইটি কনসালটেন্ট মো. সাদাত হোসেন খান, জনসংযোগ কর্মকর্তা আব্দুল আলিম শাহ, মেয়রের ব্যক্তিগত সহকারী মো. মুহিবুল ইসলাম ইমন প্রমুখ।

মেহেদির রঙ মুছে যাওয়ার আগেই নিভলো হামিদার জীবনপ্রদীপ

সুনামগঞ্জ সংবাদদাতা : সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজারে হামিদা আক্তার (২১) নামে এক নববধূর রহস্যজনক মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। মঙ্গলবার (১২ জুন) দুপুরে নিজ শয়নকক্ষের তীরের সাথে গলায় ওড়না পেচিয়ে ফাঁস লাগানো অবস্থায় তার মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। সোমবার (১২ জুন) দিবাগত রাতের কোনো এক সময়ে উপজেলার মান্নারগাও ইউনিয়নের উলুকান্দি গ্রামের পাবেল রহমানের বাড়িতে ঘটনাটি ঘটে। পাবেলের স্ত্রী ছিলেন হামিদা আক্তার। মাত্র এক মাস আগে তাদের বিয়ে হয়। হাতের মেহেদির রং মুছে যাওয়ার আগেই হামিদার এমন অস্বাভাবিক মৃত্যুতে রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে।

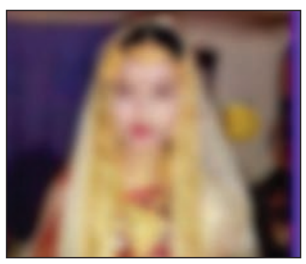

লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করে দোয়ারাবাজার থানার এস.আই মিজানুর রহমান বলেন- লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠান। ময়না তদন্তের রিপোর্ট আসার পর মৃত্যুর সঠিক কারণ বলা যাবে।

সিলেটে ইভিএম নিয়ে প্রচারণা চালাচ্ছে ইসি

সিলেট অফিস : ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) নিয়ে 'ভ্রান্ত' ধারণা দূর করতে সিলেটে ব্যাপক প্রচারণা চালাচ্ছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। প্রচারণার মধ্যদিয়ে ইভিএমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া এ প্রদর্শনী চলবে আগামী ১৫ জুন পর্যন্ত। প্রতিদিন বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে।

সিলেট আঞ্চলিক নির্বাচন কার্যালয়ের মিডিয়া সেল (সিটি নির্বাচন) কর্মকর্তা সৈয়দ কামাল হোসেন জানান, প্রচারণায় ইভিএমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে নগরীর ৪২ ওয়ার্ডের সাধারণ ভোটারদেরে অবহিত করা হচ্ছে।

নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী আগামী ২১ জুন সিলেট সিটি করপোরেশনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এবারই প্রথম হচ্ছে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের (ইভিএম) মাধ্যমে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া সিলেট সিটি করপোরেশন নির্বাচনে সকল ভোটকেন্দ্র সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হচ্ছে।

দেশে ২১ হাজার বিদেশি কাজ করছেন

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, অনুমতি (ওয়ার্ক পারমিট) নিয়ে ২০ হাজার ৯৮৮ জন বিদেশি নাগরিক বাংলাদেশে কর্মরত আছেন। বিশ্বের প্রায় ১১৫টি দেশের নাগরিক বাংলাদেশে কাজ করছেন। এর মধ্যে একক দেশ হিসেবে শীর্ষে চীন।

মঙ্গলবার (১৩ জুন) জাতীয় সংসদে নোয়াখালী-৩ আসনের সংসদ সদস্য মামুনুর রশীদ কিরনের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ তথ্য জানান। স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রশ্নোত্তর টেবিলে উত্থাপিত হয়।

বিদেশিদের মধ্যে ৬ হাজার ৭৫ জন চীনা, ৫ হাজার ৮৭৬ জন ভারতীয়, ২ হাজার ৪৬৮ জন রাশিয়ান, ১ হাজার ২৪৬ জন শ্রীলংকান, ৯২৪ জন দক্ষিণ কোরিয়ান, ৫৫৭ জন জাপানি, ৪১৬ জন পাকিস্তানি, ৪৬০ জন ফিলিপিনো, ৩৯৯ জন থাইল্যান্ডের, ৩৭৮ জন বেলারুশিয়ান, ২৬৯ জন কাজাখস্থানী, ১৬৮ জন আমেরিকান, ১৩৯ জন কোরিয়ান, ১২৩ জন মালয়েশিয়ান, ১০৮ জন ইন্দোনেশিয়ান নাগরিক রয়েছেন। তারা ওয়ার্ক পারমিট ও ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে কর্মরত রয়েছেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশিরা উন্নয়ন প্রজেক্ট, শিল্পকারখানা, এনজিও, আইএনজিও এবং বিভিন্ন সংস্থায় কর্মরত রয়েছেন।

দেশে বেড়েছে জন্মহার

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দেশে জন্মহার বেড়েই চলছে। প্রতি হাজার জনসংখ্যার বিপরীতে গত এক বছরে ১৯ দশমিক ৩টি শিশু জন্ম নিয়েছে। যা ২০২১ সালের তুলনায় কিছুটা বেশি। ওই বছর দেশে স্থুল জন্মহার ছিল ১৮ দশমিক ৮ জন। ২০২২ সালে স্থুল জন্মহার বেড়ে ১৯ দশমিক ৩ জন হয়েছে।

জন্ম নিয়ন্ত্রণে সরকারের নানা পদক্ষেপের মধ্যেও এই হার বেড়ে যাওয়ার জন্য কোভিড মহামারীকালে সবার ঘরবন্দি থাকাকে কারণ মনে করছেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শামসুল আলম।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা নিয়ে শামসুল আলম বলেন, 'গত বছর কেন জন্মহার বেড়েছে, এই বিষয়ে আর হালনাগাদ কোনও তথ্য নেই। কোনো গবেষণাও নেই।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'তবে আমার অনুমান, কোভিড মহামারীর সময় দেশের সাধারণ মানুষ বেশিরভাগ সময় ঘরে কাটিয়েছে। একই সময়ে বিদেশ থেকে বেশিহারে প্রবাসীরা দেশে এসেছে। এই দুই কারণে জন্মহার বাড়তে পারে। এই দুটি জন্মহার বৃদ্ধির যৌক্তিক কারণ হতে পারে বলে আমার মনে হয়েছে।' তবে এটা নিয়ে গবেষণা করা প্রয়োজন বলে মনে করেন প্রতিমন্ত্রী।

'বাংলাদেশ স্যাম্পল স্ট্যাটিসটিকস ২০২২' জরিপে বলা হয়, ২০২২ সালে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার (যত জন জন্মেছে তা থেকে মৃত্যুর সংখ্যা বাদ দিয়ে) প্রতি হাজারে ১ দশমিক ৩৫ জন। তার আগের বছর ২০২১ সালে এই হার ছিল ১ দশমিক ৩০ জন। গত বছর প্রতি হাজার প্রজননক্ষম নারীর বিপরীতে প্রজনন হার ছিল ৬৮ জন। ২০২১ সালে এই হার ছিল ৬৬ জন।

মঙ্গলবার (১৩ জুন) প্রকাশিত 'বাংলাদেশ স্যাম্পল স্ট্যাটিসটিকস-২০২২' প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০২২ সালে দেশে স্থুল জন্মহার বেড়ে ১৯ দশমিক ৩ জন হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি হাজার জনসংখ্যার বিপরীতে গত এক বছরে ১৯ দশমিক ৩টি শিশু জন্ম নিয়েছে। যা ২০২১ সালের তুলনায় কিছুটা বেশি। গত বছর দেশে স্থুল জন্মহার ছিল ১৮ দশমিক ৮ জন।

গত বছরের জন্মহার ছিল প্রতি হাজারে ১৮ দশমিক ৮ জন। ২০২০ ও ২০১৯ সালে জন্মহার ছিল যথাক্রমে ১৮ দশমিক ১ জন এবং ২০১৮ সালে ছিল ১৮ দশমিক ৩ জন।

ঢাকার শেরে বাংলা নগরের পরিসংখ্যান ভবন মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-বিবিএসের ডেমোগ্রাফি অ্যান্ড হেল্‌থ উইংয়ের উপ-পরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক মো. আলমগীর হোসেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান, বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শামসুল আলম।

প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহারও কিছুটা কমে ৬৩ দশমিক ৮ শতাংশে নেমেছে। আগের বছর এ হার ছিল ৬৫ দশমিক ৬ শতাংশ।

আধুনিক পদ্ধতির জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে ৬২ দশমিক ৮ শতাংশ এবং সনাতন পদ্ধতির ব্যবহার হয়েছে ১ শতাংশ। ২০২২ সালে স্থুল মৃত্যুহার ছিল (প্রতি হাজারে) ৫ দশমিক ৮ জন।

প্রতি হাজার জীবিত শিশু জন্মের বিপরীতে শিশু মৃত্যু হয়েছে ২৫ জনের। এই হার ২০২১ সালে ছিল ২২ জন এবং ২০২০ ও ১৯ সালে ছিল ২১ জন।

এক মাসের কম বয়সী শিশু মারা গেছে প্রতি হাজারে ১৭ জন। আবার ১ মাস থেকে ১১ মাস বয়সী শিশুর মৃত্যু হয়েছে ৮ জন। ১ থেকে ৪ বছর বয়সী শিশুর মৃত্যু হয়েছে প্রতি হাজার ১ দশমিক ৮ জনের।

মে মাসে সরকারের ব্যাংক ঋণ ১৩ হাজার কোটি টাকা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : অর্থবছরের শেষ সময়ে এসে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ কমিয়ে তফসিলি ব্যাংকগুলো থেকে ঋণের চাহিদা বাড়িয়েছে সরকার। শুধু মে মাসেই এসব ব্যাংক থেকে সরকার ঋণ নিয়েছে ১৩ হাজার ১৫ কোটি টাকা, যা চলতি অর্থবছরের ১০ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। যদিও একই মাসে সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ না নিয়ে উল্টো ঋণ পরিশোধ করেছে ২ হাজার ৭৮৩ কোটি টাকা। মে মাস শেষে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭১ হাজার ৬১০ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ২ হাজার ১৪৬ কোটি টাকা।

এদিকে চলতি অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে (জুলাই-মে) ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের নেয়া নিট ঋণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৯২ হাজার কোটি টাকা। এটি এক অর্থবছরের হিসাবেও অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। অর্থবছরের প্রথম ১০ মাস পর্যন্ত ব্যাংক ঋণের সিংহভাগ কেন্দ্রীয় ব্যাংক জোগান দিয়ে এলেও গত দুই মাস ধরে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকেও ঋণ নেয়া হচ্ছে।

ব্যাংকাররা বলছেন, সঞ্চয়পত্র বিক্রি নেতিবাচক ধারায় নেমেছে। বৈদেশিক ঋণ ছাড়েও গতি নেই। সরকারের রাজস্ব আদায়েও চলছে ধীরগতি। ফলে সরকার বাধ্য হয়েই ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ নেয়ার পরিমাণ বাড়িয়েছে। অন্যদিকে আমদানি ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাচ্ছে; এরইমধ্যে সরকার বাজেটের ঘাটতি মেটাতে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে ঋণের পরিমাণ বাড়ানোয় পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য মতে, চলতি অর্থবছরের (জুলাই-মে) পর্যন্ত ১১ মাসে সরকার ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে (কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও তফসিলি ব্যাংক) থেকে ঋণ নিয়েছে ৯২ হাজার ২৮৮ কোটি টাকা, যা সরকারের অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার ৮২.৬৮ শতাংশ।

যদিও আগের অর্থবছরে সরকারের ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩২ হাজার ৫১৫ কোটি টাকা। এ ছাড়া তফসিলি ব্যাংকগুলো থেকে চলতি অর্থবছরে সরকার ঋণ নিয়েছে ২০ হাজার ৬৭৮ কোটি টাকা; যদিও আগের অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ৩০ হাজার ৩৬৮ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, গত অর্থবছর শেষে ৩০শে জুন সরকারের ব্যাংক ঋণের স্থিতি ছিল ২ লাখ ৭০ হাজার ১৮৫ কোটি ৫৬ লাখ টাকা। বর্তমানে এর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ ৬৬ হাজার ৬০১ কোটি টাকা। অর্থাৎ গত ১১ মাসে নিট বেড়েছে ৯২ হাজার কোটির টাকার বেশি।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যমতে, গত অর্থবছরের একই সময়ে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকার নিট ঋণ নিয়েছিল মাত্র ৩২ হাজার ৫১৫ কোটি টাকা। এরমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে নিয়েছিল মাত্র ২ হাজার ১৪৭ কোটি টাকা। আর বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে নিয়েছিল ৩০ হাজার ৩৬৮ কোটি টাকা। এ ছাড়া গত অর্থবছরের পুরো সময়ে সরকারের নিট ঋণ নেয়ার পরিমাণ ছিল ৭২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা। এটি তার আগের তিন অর্থবছরের মধ্যে সর্বোচ্চ ছিল। তবে এবার সেই রেকর্ডও ভাঙলো সরকার।

একটি বেসরকারি ব্যাংকের শীর্ষ কর্মকর্তা বলেন, সরকারের যে উৎস থেকে রাজস্ব বাড়ানো উচিত, সেখান থেকে না বাড়ার কারণে ঘাটতি বাজেটের জন্য ব্যাংক ঋণ বাড়িয়েছে সরকার। তিনি বলেন, সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণের চেয়ে তফসিলি ব্যাংক থেকে ঋণের পরিমাণ বাড়িয়েছে।

চলতি অর্থবছরের মূল বাজেটে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ব্যাংক ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় ১ লাখ ৬ হাজার ৩৩৪ কোটি টাকা। তবে সংশোধিত বাজেটে এই লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে ১ লাখ ১৫ হাজার ৪২৫ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর বিপরীতে চলতি অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে সরকার ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে নিট ঋণ নিয়েছে প্রায় ৯২ হাজার ২৮৮ কোটি ৮৫ লাখ টাকা।

অন্যদিকে আগামী অর্থবছরেও সরকারের ব্যাংক ঋণ নির্ভরতা বাড়ছে। নতুন অর্থবছরে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ নেয়ার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১ লাখ ৩২ হাজার ৩৯৫ কোটি টাকা। এরমধ্যে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ নেয়া হবে ৮৬ হাজার ৫৮০ কোটি। আর স্বল্পমেয়াদি ঋণ নেয়া হবে ৪৫ হাজার ৮১৫ কোটি টাকা।

এদিকে চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকারের রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩ লাখ ৭০ হাজার কোটি টাকা। যদিও অর্থবছরের ১০ মাসে রাজস্ব আহরণ হয়েছে ২ লাখ ৫০ হাজার কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৬৭ শতাংশ।

ব্যাংকাররা বলেন, গত কয়েক মাসে ব্যাংকগুলোর আমানতের পরিমাণ বাড়ছে যার কারণে সরকার ব্যাংকগুলো থেকে ঋণের পরিমাণ বাড়িয়েছে। এ ছাড়া বেসরকারি খাতের ঋণের চাহিদা কমে যাওয়ায় ব্যাংকগুলোও সরকারের ট্রেজারি বিল-বন্ডে বিনিয়োগ করছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, এপ্রিল মাস শেষে ব্যাংকিং খাতের আমানত দাঁড়িয়েছে ১৫.৪৮ লাখ কোটি টাকা। মার্চ মাসে এটি ছিল ১৫.২৩ লাখ কোটি টাকা।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম বলেন, সরকারের আয় কম বলেই ব্যাংক থেকে বেশি ঋণ নিতে হচ্ছে।

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST
Sulemanpur, Sunamganj
www.shahjalalmadrasa.com
(UK Charity Reg: 1126912)

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations.

Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.

May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £19 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205
You can make donations by PayPal by logging into our website

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 674 7112
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Director
Kamruz Zaman Shuheb

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasan Muhammad Mahadi
Head of Production
Shaleh Ahmed
Sub Editor
Md Joynal Abedin
Marketing Manager
Mahfuzur Choudhury

Sylhet Bureau Chief
Hasanul Hoque Uzzal
Birmingham
H M Ashraf Ahmed

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

বৈধভাবে বিদেশ থেকে অর্থ পাঠাতে সরকারি উৎসাহ প্রয়োজন

দেশে ডলারের সংকট বা টাকার সংকট এটা এখন অরে নতুন নয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় ১ কোটি প্রবাসী থাকে। তাদের বেসর ভাগ বিদেশ থেকে টাকা পাঠায় কিন্তু সবাই বৈধ পথে পাঠায় না । বর্তমানে যে ডলার-সংকট চলছে, তার জন্য সরকারের ভুল নীতি দায়ী বললেও অত্যুক্তি হবে না। বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেনও এটিকে অর্থনীতির মৌলিক সংকট হিসেবে অভিহিত করছেন।

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের দুটি প্রধান উপায় হলো পণ্য রপ্তানি ও প্রবাসী আয়। রপ্তানি আয়ের চেয়ে আমাদের আমদানি খরচ বেশি। ফলে এই উৎস থেকে বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডার বাড়ানোর সুযোগ কম। সে ক্ষেত্রে প্রবাসী আয়ের ওপরই নির্ভর করতে হয়। বিভিন্ন সূত্র থেকে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায়, প্রবাসী আয়ের একটা বড় অংশ আসে অবৈধ চ্যানেল বা হুন্ডির মাধ্যমে। এতে বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রা থেকে বঞ্চিত হয়।

সম্প্রতি রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্ট রিসার্চ ইউনিট (রামরু) পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায়, মালদ্বীপ থেকে ৬৬ শতাংশ শ্রমিক হুন্ডিতে টাকা পাঠান। তাঁদের মধ্যে ৬৪ শতাংশের ব্যাংক হিসাবই নেই। দক্ষিণ এশিয়ার ছোট দেশ মালদ্বীপে বাংলাদেশের প্রবাসী শ্রমিক আছেন দুই লাখের মতো। বিদেশে বাংলাদেশি শ্রমিকের সংখ্যা আনুমানিক এক কোটি।

সে ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশ থেকে কী পরিমাণ প্রবাসী আয় হুন্ডির মাধ্যমে আসে, অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। এই হুন্ডি ব্যবসার পেছনে সরকারের নিয়ন্ত্রণমূলক মুদ্রানীতি ও অর্থ পাচারই মূলত দায়ী। ডলারের বিনিময়ে টাকার মূল্যমান বাজারের হাতে ছেড়ে না দিয়ে সরকার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে, যার ফল হয়েছে হিতে বিপরীত। সরকারের বেঁধে দেওয়া হারের চেয়ে কার্ব মার্কেটে ডলারের দাম বেশি। অনেক সময় সেটি ৬ থেকে ৮ টাকা পর্যন্ত ওঠে।

এই অবস্থায় প্রবাসী শ্রমিকেরা ব্যাংকিং চ্যানেলে টাকা না পাঠিয়ে হুন্ডির মাধ্যমে পাঠাতে বেশি উৎসাহী হন। সরকার আড়াই শতাংশ প্রণোদনা দিয়েও তাঁদের ব্যাংকমুখী করতে পারেনি। হুন্ডি ব্যবসা প্রসারের আরেকটি কারণ দেশ থেকে ব্যাপক হারে অর্থ পাচার হওয়া। বিশেষজ্ঞদের মতে, পাচারকারীরাই মূলত হুন্ডি ব্যবসায়ীদের অর্থের জোগানদাতা। হুন্ডি ব্যবসায়ীরা প্রবাসীদের কাছ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে পাচারকারীদের ব্যাংক হিসাবে জমা দেন। রামরুর কর্মশালায় বক্তারা বলেছেন, সরকার যতই প্রণোদনা দিক না কেন, বাইরের বাজারে তার চেয়ে বেশি দাম পেলে সেখানেই ঝুঁকবেন। বৈধ পথে প্রবাসী আয় বাড়াতে হলে হুন্ডি ব্যবসা বন্ধের বিকল্প নেই। ডলারের বিনিময় হার বাজারের হাতে ছেড়ে না দেওয়ায় দেশ মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অন্যদিকে মূল্যস্ফীতির দোহাই দিয়ে সরকার যে ৯-৬ সুদের হার বেঁধে দিয়েছিল, তা-ও কাজে লাগেনি। গত ১২ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি ঘটেছে। অন্যদিকে ডলার-সংকটের কারণে অনেক জরুরি পণ্যের আমদানিও কমেছে। এই দাবদাহে মাত্রাতিরিক্ত লোডশেডিংয়ের কারণে জনজীবনই কেবল বিপর্যস্ত হয়নি, শিল্পকারখানায় উৎপাদনও মারাত্মকভাবে কমেছে। বিশ্বব্যাংকও বলেছে, আমদানি নিয়ন্ত্রণ ও ডলার-সংকটের কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি বেশ চাপে পড়েছে।

বিভক্ত বিশ্ব, সৌদি ভিশন-২০৩০ ও চীনের বিআরআই

মোহাম্মদ আবুল হোসেন

এই সম্মেলনই বলে দিচ্ছে চীনকে কতোটা গুরুত্ব দিচ্ছে সৌদি আরব। তাদের নেতৃত্বে আরব দেশগুলো যুক্ত হয়েছে। এর মধ্যদিয়ে তারা চীনের সঙ্গে বাণিজ্য শক্তিশালী করতে চায়। চীনও নতুন নতুন দেশকে তার পাশে চাইছে। বিশেষত দক্ষিণ চীন সাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের উত্তেজনা বিরাজমান। সেখানে তাইওয়ানের সরাসরি পক্ষ নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তার সঙ্গে আছে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া। তাইওয়ানকে দখল করে নেয়ার জন্য প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগের কথা বলেছেন প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। এর ঠিক বিপরীত অবস্থান চীনের। ফলে বিশ্বের বড় দুই পরাশক্তি শুধু এখানেই যে মুখোমুখি তা নয়, তারা নানা দিক থেকে বিপরীত মেরুতে।

বিশ্ব স্পষ্টত বিভক্ত। পূর্ব আর পশ্চিম। অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় বিশ্ব এখন এই দুই মেরুতে বিভক্ত। একদিকের নেতৃত্ব যুক্তরাষ্ট্রের হাতে। অন্যদিকে চীন। যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য পূর্বদিকের অনেক দেশের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করেছে। যেমন জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, তাইওয়ানসহ আরও অনেক দেশ। আর চীন বলয়ে আছে মধ্যপ্রাচ্য, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, রাশিয়া, উত্তর কোরিয়া, মিয়ানমারসহ বেশকিছু দেশ। ক্রমাগত বিশ্বে কর্তৃত্বের লড়াই চলছে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে। যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের এক নম্বর পরাশক্তি হলেও চীন এগুচ্ছে কৌশলে। অনেকটা নীরবে। তার প্রমাণ ইরানের সঙ্গে সৌদি আরবকে মিলিয়ে দেয়া। এ বছর মার্চ মাসে ওই দুই দেশের নতুন দোস্তির ঘোষণা দেয়ার আগে কেউ এমনটা আঁচ করতে পারেননি। একে একে এশিয়া, তথা পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে ঋণ দিয়ে, একের পর এক প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে চীন তার আধিপত্য বাড়াচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান ভিন্ন। তারা দক্ষিণ এশিয়ার দেশ হওয়া সত্ত্বেও চীনের এই মাতব্বরি মেনে নিতে পারছে না। এ নিয়ে ভারতের পত্র-পত্রিকায় অনেক লেখালেখি হয়েছে। এশিয়ায়, তথা ভারতীয় উপমহাদেশে আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে চীন। এরই মধ্যে শ্রীলঙ্কায় থাবা বিস্তার করেছে। হাম্বানটোটা বন্দর চীনের নিয়ন্ত্রণে। অনেকটাই চীন ও রাশিয়ানির্ভর হয়ে পড়েছে পাকিস্তান। সম্ভবত এ কারণেই তাদেরকে ঋণ দিতে একের পর এক শর্ত আরোপ করছে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল আইএমএফ। মিয়ানমারের সঙ্গে চীনের দহরম মহরম। তাছাড়া অন্য অনেক দেশে চীন তার উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে। এমনকি বাংলাদেশেও বড় বিনিয়োগ করেছে চীন। তারা সামনে আরও বিনিয়োগের জায়গা খুঁজছে। এসব বিষয় ভারতের ইমেজের জন্য ক্ষতিকর। ভারতীয় উপমহাদেশে চীনের এই আধিপত্য ভারতের জন্য সহনীয় নয়। তাই তাদেরকে পশ্চিমাদের সঙ্গে তাল মেলাতে হচ্ছে। এরই মধ্যে মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি বদলে গেছে। পুরো মধ্যপ্রাচ্য চলে যাচ্ছে চীনের বলয়ে। এতদিন সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট যে বাশার আল আসাদ ছিলেন আন্তর্জাতিক দুনিয়ার চোখে 'অপরাধী', তিনি এখন প্রিয় হয়ে উঠেছেন। তার দেশে প্রায় এক যুগ গৃহযুদ্ধ চলছে। এ সময়ে আসাদকে প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। তাকে হত্যা করা হতে পারে এমন ভয় ছিল। এজন্যই তার অবস্থান নিয়ে ছিল নানা জল্পনা। অনেকে গুজব ছড়িয়েছিলো, তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। দুরবিন দিয়েও তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। আর এখন? এখন আন্তর্জাতিক মঞ্চে তার নতুন করে যেন অভিষেক হয়েছে। একের পর এক কনফারেন্সে তার উপস্থিতি। ফলে নতুন এক মাত্রা পেয়েছে পরিস্থিতি।

এরই মধ্যে রোববার থেকে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে শুরু হয়েছে দশম আরব-চায়না বিজনেস কনফারেন্স। শেষ হবে আজ সোমবার। কিং আবদুল আজিজ ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টারে বিশাল আয়োজন এ নিয়ে। তাতে উপস্থিত আরব দেশগুলো এবং চীন। তাদের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়ে এই সম্মেলন। চীনকে বলা হচ্ছে এশিয়ার অর্থনৈতিক জায়ান্ট বা দৈত্য। তার সঙ্গে আরব দেশগুলোর সহযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো শনাক্ত করা হবে এই সম্মেলনে। এর আয়োজক সৌদি আরবের বিনিয়োগ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তার সঙ্গে সহযোগিতায় আছে আরব লীগ, চায়না কাউন্সিল ফর দ্য প্রোমোশন অব ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এবং ইউনিয়ন অব আরব চেম্বার্স। আরব ও চীনের মধ্যে এটাকে বলা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ব্যবসা বিষয়ক সম্মেলন। এতে অংশ নিচ্ছেন কমপক্ষে দুই হাজার অতিথি। আলোচনা হচ্ছে চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, ফার্মাসিউটিক্যালস, স্টার্টআপ, ই- স্পোর্টস, পর্যটন ও খাদ্য নিরাপত্তাসহ বিবিধ প্রসঙ্গ। এতে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করার কথা সৌদি আরবের জ্বালানিমন্ত্রী প্রিন্স আবদুল আজিজ বিন সালমান, রয়েল কমিশন অব এ১ইউ১-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আমর আল মাদানি, কিং আবদুল্লাহ পেট্রোলিয়াম স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্স সেন্টারের প্রেসিডেন্ট ফাহদ আলাজলান এবং সৌদি এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিজের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফাহদ সিনডির। এর বাইরে বক্তব্য রাখার কথা হংকং এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড ক্লিয়ারিংয়ের চেয়ারপারসন লরা মে-লাং চা, লীগ অব আরব স্টেটসের সেক্রেটারি জেনারেল আহমেদ আবুল ঘেইতি এবং ব্যাংক অব চায়না ইন্টারন্যাশনাল হোল্ডিংসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা টোং লি'র। এই সম্মেলনে চলছে ২০টি প্যানেল আলোচনা। চলছে ওয়ার্কশপ। এতে শীর্ষ স্থানীয় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক, বিনিয়োগকারী এবং সরকারি কর্মকর্তারা আরব অঞ্চল এবং চীনের মধ্যে কীভাবে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাড়ানো যায় তা নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি শেয়ার করছেন। সৌদি আরব এবং এশিয়ার জায়ান্ট চীনের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কে এই কনফারেন্স অনুঘটকের মতো কাজ করবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই দু'টি দেশই এখন গুরুতর কৌশলগত খাতগুলোর দিকে দৃষ্টি দিয়েছে। হয়তো এ কারণেই যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করেছেন সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান।

জুনের শুরুতে চীনের ন্যাশনাল এনার্জি এডমিনিস্ট্রেশনের প্রশাসক ঝাং জিয়ানহুয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সৌদি আরবের জ্বালানি বিষয়ক মন্ত্রী। এবার তার প্রতিনিধিদলসহ রিয়াদের আলোচনায় দুই দেশের মধ্যে জ্বালানির বিভিন্ন খাতে সম্পর্ক শক্তিশালী করার বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত। এর উদ্দেশ্য সৌদি ভিশন-২০৩০ এবং চীনের বিআরআই। এর আগের মিটিংয়ে মার্কেটে জ্বালানি সরবরাহ নিরাপত্তা নিশ্চিতের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এটি হলো একটি যৌথ প্রকল্প, যার মধ্য দিয়ে অশোধিত তেলকে পেট্রোলিয়ামে রূপান্তর করা যায়। একই সঙ্গে হাইড্রোকার্বন ব্যবহারের উদ্ভাবনী ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা হয়।

মে মাসে চীনের বাওশান আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি ঘোষণা দেয়, সৌদি আরবের রাস আল খাইরে অর্থনৈতিক জোনে ১৫০০ কোটি সৌদি রিয়ালের একটি প্রকল্পে বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। সেখানে তৈরি কর হবে ধাতব পাত। মার্চে জ্বালানি বিষয়ক জায়ান্ট প্রতিষ্ঠান সৌদি এরাবিয়ান ওয়েল কোম্পানি চীনের নোরিনকো গ্রুপ এবং পানজিন সিনচেং ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রুপের সঙ্গে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এর উদ্দেশ্য চীনের লিয়াওনিং প্রদেশে একটি তেল পরিশোধনাগার এবং পেট্রোলিয়াম কমপ্লেক্স যৌথ উদ্যোগে নির্মাণ করা। এই প্রকল্পের নাম দেয়া হয়েছে হুজাইন আরামকো পেট্রোলিয়াম কোম্পানি। এতে সৌদি আরামকোর থাকবে শতকরা ৩০ ভাগ শেয়ার। অন্যদিকে নোরিনকো গ্রুপ এবং পানজিন সিনচেং ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রুপের থাকবে যথাক্রমে শতকরা ৫১ ভাগ এবং ১৯ ভাগ শেয়ার। সম্প্রতি সৌদি আরবের বিনিয়োগ বিষয়ক মন্ত্রী খালিদ আল ফালিহ বলেছেন, আরব দেশগুলো এবং চীনর মধ্যে বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সব সময়ই শক্তিশালী। তার ভাষায়- আরব দেশগুলো এবং চীনের মধ্যে বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক বন্ধন কমপক্ষে দুই হাজার বছরের পুরনো। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে তা আরও গভীর ও শক্তিশালী হয়েছে। এসব উদ্যোগের ভবিষ্যৎ নিয়ে আরব-চায়না বিজনেস কনফারেন্সে সরকারি এবং বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণকারীরা আলোচনা করছেন। তিনি আরও বলেন, চীনের যে কৌশলগত নির্দেশনা তার সঙ্গে মিল আছে সৌদি আরবের ভিশন-২০৩০ এর।

রিয়াদে এই সম্মেলনই বলে দিচ্ছে চীনকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে সৌদি আরব। তাদের নেতৃত্বে আরব দেশগুলো যুক্ত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে তারা চীনের সঙ্গে বাণিজ্য শক্তিশালী করতে চায়। চীনও নতুন নতুন দেশকে তার পাশে চাইছে। বিশেষত দক্ষিণ চীন সাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের উত্তেজনা বিরাজমান। সেখানে তাইওয়ানের সরাসরি পক্ষ নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তার সঙ্গে আছে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া। তাইওয়ানকে দখল করে নেয়ার জন্য প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগের কথা বলেছেন প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। এর ঠিক বিপরীত অবস্থান চীনের। ফলে বিশ্বের বড় দুই পরাশক্তি শুধু এখানেই যে মুখোমুখি তা নয়, তারা নানা দিক থেকে বিপরীত মেরুতে। তাদের রাজনীতিতে বিভক্ত হয়ে পড়ছে বিশ্ব।

সিলেটে সব ভোটকেন্দ্রে বসবে সিসি ক্যামেরা

সিলেট অফিস : আগামী ২১ জুন সিলেট সিটি কর্পোরেশন (সিসিক) নির্বাচন। সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের জন্য সিলেট আঞ্চলিক নির্বাচন অফিস ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে। এদিকে সব ভোটকেন্দ্র সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হচ্ছে।

এ ছাড়া বিশেষ করে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) নিয়ে বিভ্রান্তি দূর করতে সিলেটে ব্যাপক প্রচারণা চালাচ্ছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। প্রচারণার মধ্যদিয়ে ইভিএমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করা হচ্ছে।

আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা ও রিটার্নিং কর্মকর্তা ফয়সল কাদির বলেন, সিসিক নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মোট ৪ হাজার ২০০ কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে সিলেট ব্লু-বার্ড হাইস্কুল এন্ড কলেজে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ১২ জুন থেকে ১৭ জুন পর্যন্ত প্রশিক্ষণ চলবে।

অন্যদিকে ইভিএমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করার জন্য প্রচারণা চালানো হচ্ছে। প্রতিটি ওয়ার্ডে ইভিএম এর যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে জানানো হচ্ছে। ওয়ার্ডগুলোতে ১৩ জুন থেকে ১৬ জুন পর্যন্ত ডেমো ভোটের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এসব সেন্টারে হাতে-কলমে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে কীভাবে ইভিএম বাটনে টিপ দিতে হয়।

সিলেট সিটি কর্পোরেশনে এবারই প্রথম হচ্ছে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের (ইভিএম) মাধ্যমে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

সিটি কর্পোরেশনের সাবেক ২৭টিসহ বর্তমান ওয়ার্ড সংখ্যা ৪২টি। ৭৯ দশমিক ৫০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই মহানগরীতে ভোটার সংখ্যা ৪ লাখ ৮৭ হাজার ৭৫৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ২ লাখ ৫৪ হাজার ৩৬৩, নারী ২ লাখ ৩৩ হাজার ৩৮৪ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গ বা হিজড়া ভোটার রয়েছেন ৬ জন। সিসিক নির্বাচনে মোট কেন্দ্র ১৯০ টি যেখানে স্থায়ী ভোটকক্ষ থাকবে ১ হাজার ৩৬৭ টি এবং অস্থায়ী ভোটকক্ষ থাকবে ৯৫ টি।

ই-নামজারিঃ নিষ্পত্তিতে এগিয়ে মৌলভীবাজার- হবিগঞ্জ

সিলেট অফিস : সরকার-নির্ধারিত ২৮ দিনের মধ্যে ই-নামজারি আবেদন নিষ্পত্তি করছে না সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলা। এছাড়া নির্ধারিত সময়ে নিষ্পত্তি করছে মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলা।

জমি কিনলে বা নির্দিষ্ট কোনো উপায়ে জমির মালিক হয়ে থাকলে হালনাগাদ রেকর্ড সংশোধন করে নতুন মালিকের নামে জমি রেকর্ড করাকে নামজারি বলা হয়। এখন অনলাইনে নামজারি করা হয়। এ প্রক্রিয়াকে ইনামজারি বলা হয়।

২০১৬ সালে পাইলট আকারে ই-নামজারি কার্যক্রম শুরু হয়। ২০২১ সালের ১ জুলাই থেকে সারা দেশে একযোগে শতভাগ ই-নামজারি বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়। এখন তিনটি পার্বত্য জেলা ছাড়া বাকি ৬১ জেলার সব উপজেলা ভূমি ও সার্কেল অফিস এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিসে ই-নামজারি চালু রয়েছে।

ই-নামজারিতে সময় বেশি লাগার কারণ কী?জেলার দায়িত্বরত কালেক্টররা (মূলত ডিসি) বলছেন, লোকবল সংকটের কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ই-নামজারি আবেদন নিষ্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছে না। কয়েক মাসের মধ্যে এ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

অতিরিক্ত সময় নেয় যেসব জেলা

ঢাকা বিভাগের ৪টি জেলা ই-নামজারি আবেদন নিষ্পত্তিতে বেশি সময় নিচ্ছে। সেগুলো হলো- মুন্সীগঞ্জ (২৯ দিন), ফরিদপুর (৩০ দিন), গোপালগঞ্জ (৩২ দিন), গাজীপুর (৩৮ দিন)।

সিলেট বিভাগের সিলেট (৩৪ দিন), সুনামগঞ্জ (৩৭ দিন);

চট্টগ্রাম বিভাগের চট্টগ্রাম (২৯ দিন), লক্ষ্মীপুর (৩২ দিন), নোয়াখালী (৩৩ দিন), কক্সবাজার (৪৮ দিন); ময়মনসিংহ বিভাগের নেত্রকোণা (২৯ দিন), ময়মনসিংহ (২৯ দিন), জামালপুর (৩০ দিন); রাজশাহী বিভাগের বগুড়া (৩২ দিন), পাবনা (৩৩ দিন), জয়পুরহাট (৩৪ দিন), নওগাঁ (৩৭ দিন) ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ (৩৯ দিন) তুলনামূলক বেশি সময় নেয়।

বরিশাল বিভাগের ঝালকাঠি (৩০ দিন), পিরোজপুর (৩৩ দিন), পটুয়াখালী (৪০ দিন), বরিশাল (৪০ দিন); রংপুর বিভাগের গাইবান্ধা (৩১ দিন), কুড়িগ্রাম (৩৪ দিন), পঞ্চগড় (৩৬ দিন), দিনাজপুর (৩৭ দিন), নীলফামারী (৩৭ দিন), লালমনিরহাট (৩৯ দিন), রংপুর (৫৭ দিন);

খুলনা বিভাগের কুষ্টিয়া (২৯ দিন), চুয়াডাঙ্গা (২৯ দিন), নড়াইল (৩২ দিন), বাগেরহাট (৩৮ দিন), সাতক্ষীরা (৪১ দিন), মেহেরপুর (৪৫ দিন), মাগুরা (৪৭ দিন), যশোর (৫৫ দিন) ও খুলনা (৭০ দিন) জেলা ই-নামজারি আবেদন নিষ্পত্তিতে বেশি সময় নিচ্ছে।

নির্ধারিত সময়ে নিষ্পত্তি করছে যেসব জেলা

ঢাকা বিভাগের ঢাকা (১৪ দিন), শরীয়তপুর (২৪ দিন), মানিকগঞ্জ (২৫ দিন), নরসিংদী (২৬ দিন), টাঙ্গাইল (২৬ দিন), রাজবাড়ী (২৬ দিন), মাদারীপুর (২৮ দিন), কিশোরগঞ্জ (২৮ দিন), নারায়ণগঞ্জ (২৮ দিন); চট্টগ্রাম বিভাগের চাঁদপুর (১৮ দিন), ফেনী (২১ দিন), কুমিল্লা (২৫ দিন), ব্রাহ্মণবাড়িয়া (২৭ দিন); সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার (২৭ দিন), হবিগঞ্জ (২৮ দিন),

ময়মনসিংহ বিভাগের শেরপুর (১৮ দিন); রাজশাহী বিভাগের নাটোর (২৭ দিন), রাজশাহী (২৮ দিন), সিরাজগঞ্জ (২৮ দিন); বরিশাল বিভাগের বরগুনা (২২ দিন), ভোলা (২৩ দিন), রংপুর বিভাগের ঠাকুরগাঁও (২৫ দিন) এবং খুলনা বিভাগের ঝিনাইদহ (২৬ দিন) জেলা নির্ধারিত সময়ে ই-নামজারি আবেদন নিষ্পত্তি করছে।

বছরে ৫০ কোটি টাকার সবজি উৎপাদন সুনামগঞ্জের ১০ গ্রামে

সুনামগঞ্জ সংবাদদাতা : নানান জাতের সবজি চাষের নিরব বিপ্লব ঘটেছে হাওরের জেলা সুনামগঞ্জের জামালগঞ্জে। এরমধ্যে ১০ গ্রামে বছরে উৎপাদিত হয় ৫০ কোটি টাকার সবজি। এতে হতদ্ররিদ্র গ্রামগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে।

গ্রামগুলোর বেশীর ভাগ পরিবার সবজি চাষের সাথে যুক্ত। সবজি চাষ করে অনেক যুবকের বেকারত্ব ঘুচেছে। উপজেলার চাহিদা মিটিয়ে সবজী যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন জেলায়।

গ্রামগুলো হলো- সদর ইউনিয়নের কালাগুজা, কাশীপুর, সংবাদপুর, লালপুর, চানপুর, আবুর হাটি, ফেনারবাক ইউনিয়নে রামপুর, জামলাবাজ, সুজাতপুর, শরিফপুর, ভুতিয়ারপুর।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, জামালগঞ্জ উপজেলায় এই গ্রামগুলোতে সারা বছর বিভিন্ন জাতের সবজি উৎপাদিত হয়ে থাকে। এসব সবজি সদর ইউনিয়নের মন্নান ঘাট, সংবাদপুর বাজার ও সাচনা, জামালগঞ্জ বাজারের চাহিদা মিটিয়ে ভৈরব, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঢাকা ও সিলেট পাঠানো হয়। বছরে প্রায় ৫০ কোটি টাকার সবজি উৎপাদন হয় এই অঞ্চলে।

সরেজমিনে গ্রামগুলোতে গিয়ে দেখা যায়, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, করলা, বেগুন, কাকরুল সহ বিভিন্ন সবজি চাষ হয়েছে।

কাশিপুর গ্রামের কৃষক ইয়ার আলী বলেন, কয়েক বছর আগে এই এলাকায় মানুষ ধানের চাষ করতেন। পাহাড়ি ঢলে পলি পড়ে জমি উচু হয়ে যাওয়ায় এখন সারা বছরই আমরা সবজি চাষ করে থাকি। প্রতিটি কৃষকেই যার যতটুকু জমি আছে, বিশেষ করে উঁচু জমিতে টমেটো সহ বিভিন্ন সবজি চাষ করে থাকে। এই এলাকা টমেটোর জন্য প্রসিদ্ধ। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিদিন মিনি ট্রাক, ট্রলার ও লঞ্চে দেশের বিভিন্ন এলাকার পাইকরা এসে টমেটো নিয়ে যায়। বছরে প্রায় ২৫-৩০ কোটি টাকার টমেটো বেচাকেনা হয় মন্নান ঘাট বাজারে।

সংবাদপুর গ্রামের আব্দুস সালাম বলেন, ধান চাষের চেয়ে সবজি চাষ লাভজনক। বছরে মৌসুম ভিত্তিক নানা জাতের সবজি চাষ করে বিঘা প্রতি ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা লাভ করা যায়। যারা টমেটো করেন তারা প্রতি বিঘায় ২ থেকে ৩ লক্ষ টাকা লাভ করেন।

রামপুর গ্রামের সাইকুল ইসলাম, তাজুল ইসলাম, রজব আলী জানান, তারা প্রতি জনই ৫ থেকে ১০ বিঘা জমি টমেটো সহ অন্যান্য সবজী চাষ করেন। টমেটো বিক্রি করে বিঘা প্রতি ২ থেকে ৩ লক্ষ টাকা আয় করেন। এছাড়াও অন্যান্য সবজি চাষ করে আরো প্রায় ১ থেকে দেড় লক্ষ টাকা আয় করেন তারা।

তারা আরো জানান, এলাকায় ১ দশক আগে শুধু বোরো ধান ছাড়া আর কিছুই হতো না। পাহাড়ি ঢলে প্রতি বছর পলি পড়ায় বছরে এখন তিন ফসল করা যায়। এতে করে সারা বছরই প্রতিটি কৃষক বছরে ১০ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা সবজি বিক্রি করেন।

কালাগুজা গ্রামের সামছুল হক বলেন, ৮বিঘা জমিতে টমেটো ও অন্যান্য সবজি চাষ করে প্রতি বছর আমি ২০ থেকে ২২ লক্ষ টাকার সবজি বিক্রি করি।

মন্নান ঘাট বাজারে সবজির পাইকার আহমদ হোসেন বলেন, টমেটোর মৌসুমে এই এলাকায় প্রতিদিন ২০ থেকে ২৫ লক্ষ টাকার টমেটো বিক্রি করা হয়। বর্তমানে এই বাজার ও এলাকা থেকে ২ থেকে ৩ লক্ষ টাকার অন্যান্য সবজি প্রতিদিন বিক্রি হয়। বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন এসে জমি থেকে সবজি কিনে দেশের বিভিন্ন জায়গায় পাঠায়।

জামালগঞ্জ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. আলা উদ্দিন বলেন, সারা উপজেলায় একশত পঁয়তাল্লিশ হেক্টর জমিতে এই বছর সবজি চাষ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১০টি গ্রামে প্রায় ৮০ভাগ কৃষকেই সারা বছর সবজি চাষ করে থাকে। টমেটো, গোল আলু সহ বছরে প্রায় ৫০ কোটি টাকার উপরে সবজি বিক্রি হয়। টমেটো ও আলুর জন্য মন্নান ঘাট অথবা আশেপাশে একটি হিমাগার স্থাপন স্থাপনের দাবি জানিয়েছেন এলাকার কৃষকরা। আমি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করবো এই এলাকায় যেন সরকারি ভাবে একটি হিমাগার তৈরি হয়।

মৌলভীবাজারে ঘন ঘন লোডশেডিংয়ে চা উৎপাদন ব্যাহত

মৌলভীবাজার সংবাদদাতা : মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে কয়েকদিন ধরে ঘন ঘন লোডশেডিংয়ের কারণে বিভিন্ন বাগানে চা উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যাহত হচ্ছে। ব্যাপক লোডশেডিংয়ের কারণে চা বাগান ছাড়াও অন্যান্য কলকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে লোকসান গুনতে হচ্ছে।

জানা যায়, কমলগঞ্জ উপজেলায় ছোট-বড় মিলিয়ে ২২টি চা বাগান রয়েছে। ভর মৌসুমে প্রত্যাশিত বৃষ্টিপাত না হওয়ায় এমনিতেই চা গাছে নতুন পাতা কম হচ্ছে। তারমধ্যে কয়েকদিন ধরে ঘন ঘন লোডশেডিংয়ের কারণে চায়ের উৎপাদন আরও কমে গেছে।

উপজেলার বিভিন্ন চা বাগান কারখানায় গিয়ে জানা যায়, কয়েকদিন ধরে প্রতি ১৬ ঘণ্টায় ৪ থেকে সাড়ে ৪ ঘণ্টা এবং ২৪ ঘণ্টায় ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা লোডশেডিং করা হচ্ছে। বিকেলে ও রাতে বেশি লোডশেডিং হচ্ছে। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ না থাকায় চাহিদামতো চা উৎপাদন হচ্ছে না। বর্তমানে কারখানায় উৎপাদন ক্ষমতার ৬০ শতাংশ চা উৎপাদন হচ্ছে। বৃষ্টি কম হওয়া ও লোডশেডিংয়ের কারণে বাকি ৪০ শতাংশ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে না।

শমশেরনগর চা বাগানের সিনিয়র সহকারী ব্যবস্থাপক ইকবাল হোসেন বলেন, অনাবৃষ্টির কারণে এমনিতেই চা পাতা উৎপাদন কম হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকদিনের লোডশেডিংয়ে চা উৎপাদন আরও কমে গেছে। সবকিছু মিলিয়ে বর্তমানে ১০০ ভাগের জায়গায় ৬০ শতাংশ চা উৎপাদন হচ্ছে। এ কারণে করখানাগুলোকে লোকসান গুনতে হচ্ছে।

উপজেলার শমশেরনগর, শহীদনগর, মুন্সীবাজার ঘুরে দেখা যায়, লোডশেডিংয়ের কারণে রাইস মিলসহ অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিকভাবে উৎপাদন কার্যক্রম চালাতে পারছে না। তীব্র লোডশেডিংয়ের কারণে শ্রমিকরা বসে বসে দিন কাটাচ্ছেন।

উপজেলার ইলেকট্রিক ওয়েল্ডিংয়ের কারখানার মালিক সেলিম মিয়া বলেন, দুপুর ১২টা থেকে শুরু করে রাত ৩টা পর্যন্ত প্রতি এক ঘণ্টা পর এক ঘণ্টা লোডশেডিং করা হয়। এমনিতেই তাপদাহ চলছে। এর মাঝে বিদ্যুৎ থাকে না। দিন শেষে ৫/৬ জন কর্মচারীর বেতন দিতে হয়। অথচ বিদ্যুৎ না থাকায় কাজ কিছুই হচ্ছে না।

এ ব্যাপারে মৌলভীবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কমলগঞ্জ জোনাল অফিসের ডিজিএম মীর গোলাম ফারুক বলেন, অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এই অঞ্চলের মানুষেরা অনেক বেশি বিদ্যুৎ পাচ্ছে। বৃষ্টি হলে বা তাপমাত্রা কমে এলে এই সমস্যা দূর হবে।

কৃত্রিম চিনি গ্রহণের আগে যা জানবেন

পুষ্টিবিদ নাহিদা আহমেদ

কিছু খাবার এবং পানীয়তে মিষ্টি স্বাদ তৈরির জন্য কৃত্রিমভাবে প্রস্তুতকৃত রাসায়নিক পদার্থ হলো কৃত্রিম চিনি। একে চিনির বিকল্পও বলা হয়ে থাকে। এগুলোকে 'তীব্র মিষ্টিকারী' হিসেবে উল্লেখ করা হয়, কারণ এটা আসল চিনির মতো স্বাদ দেয়। তবে মিষ্টতা অনেক ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক চিনির চেয়ে বেশি হয়।

বিভিন্ন সময় গবেষকরা জানিয়েছেন, কৃত্রিম চিনি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও কৃত্রিম মিষ্টি ব্যবহারের বিরুদ্ধে নতুন নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে। কৃত্রিম চিনির কয়েকটি ক্ষতিকর দিক হলোড়

কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকি বাড়ায়

একটি বড় গবেষণায় দেখা গেছে, উচ্চতর কৃত্রিম সুইটনার সেবন হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোকসহ কার্ডিওভাসকুলার বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। কৃত্রিম সুইটনার সেরিব্রোভাসকুলার রোগেরও ঝুঁকি বাড়ায়।

শর্করার পরিমাণ না বাড়িয়ে মিষ্টি স্বাদ বজায় রাখার উদ্দেশ্য নিয়েই আমাদের খাবার-দাবারে কৃত্রিম চিনির ব্যবহার চালু করা হয়েছে। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে, আসলে যে মহামারি রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এটা চালু করা হয়েছে, বাস্তবে সেই রোগের ঝুঁকিই বাড়িয়ে দিতে পারে এসব কৃত্রিম চিনি।

ক্ষুধা বৃদ্ধি

যদিও অনেক লোক ওজন কমানোর জন্য কৃত্রিম মিষ্টির দিকে ঝুঁকছেন, এতে আসলে বিপরীত প্রতিক্রিয়া ফেলতে পারে। কারণ গবেষণায় দেখা গেছে, কৃত্রিমভাবে মিষ্টি করা খাবার ও পানীয় মানুষের ক্ষুধা এবং চিনি গ্রহণের ইচ্ছা বৃদ্ধি করতে পারে। ক্ষুধা বৃদ্ধি একটি স্বাস্থ্য ঝুঁকি।

কারণ, এটি অতিরিক্ত খাওয়ার প্রতি মনোযোগী করে তুলতে পারে, যার ফলে অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধি হতে পারে, অন্য স্বাস্থ্য সমস্যাগুলোর মধ্যে

কৃত্রিম চিনিতে থাকা 'এরিথ্রিটল' নামের একটি যৌগ রক্ত জমাট বাঁধা, স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে।

ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ে

'টাইপ-টু' ডায়াবেটিস মহামারির আকার ধারণ করা রোগ। গ্লুকোজ-অসহিষ্ণুতায় আক্রান্ত হয়ে রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যাওয়া বা 'প্রি-ডায়াবেটিক কন্ডিশন'-এর ক্ষেত্রেও কৃত্রিম চিনি খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। এ ছাড়া বিশ্বজুড়েই ডায়েট সোডা, বিভিন্ন ধরনের খাবার এবং দই-মিষ্টি-কেকসহ ডেজার্ট জাতীয় খাবারে এই কৃত্রিম চিনির ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে।

ক্যালরি গ্রহণ কমানো এবং রক্তে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়তে পারে।

ক্যান্সারের ঝুঁকি

কৃত্রিম সুইটনার আপনার ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বাড়াতে পারে কি না তা নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা রয়েছে। একটি গবেষণায় মূত্রাশয় ক্যান্সারের সঙ্গে স্যাকারিনের সম্পর্ক পাওয়া গেছে।

বিষণ্নতা

গবেষণায় দেখা গেছে, কিছু কৃত্রিম মিষ্টি লোকের মধ্যে বিষণ্নতা সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ করে যাদের পূর্ববিদ্যমান শর্ট টেমপার রয়েছে।

মাথা ব্যথা

বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, এই কৃত্রিম চিনি কিছু মানুষের মাথা ব্যথার কারণ হতে পারে, যাঁরা মাইগ্রেনে ভুগছেন তাঁরা বেশি সংবেদনশীল।

ইম্পোস্টার সিনড্রোম কী

তামান্না তাবাসসুম ত্রেয়া

আপনি কি নিজের সব অর্জনকে সন্দেহের চোখে দেখছেন? নিজেকে এর অযোগ্য বলে মনে করছেন? আপনার অর্জনের পেছনে পরিশ্রম, মেধাকে বড় করে না দেখে সর্বদা ভাগ্যেরই জয়গান গাইতে থাকেন? আর এই কারণেই নিজেকে একজন প্রতারক বা ছলনাকারী বলে মনে হয়? কিংবা আপনার কি সর্বদা মনে হয়ড় কেউ আপনার মুখোশটা খুলে দেবে, আপনার আসল পরিচয়টা সবার সামনে বের করে আনবে? যদি সর্বদা এই অনুভূতিগুলো আপনাকে ঘিরে রাখে, তাহলে আশঙ্কা রয়েছে আপনি ইম্পোস্টার সিনড্রোমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন।

নানা কারণে পিছিয়ে পড়া নারীদের মধ্যে এই বিষয়টির প্রভাব দেখা দেয়। যেমন কৃষ্ণাঙ্গ, ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠীর নারী। তাদের সফল হওয়ার জন্য সাধারণ কোনো পুরুষের চেয়ে বেশি বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, অনুসরণ করার মতো সফল নারী তারা খুঁজে পান না। তখনই তাদের আত্মবিশ্বাসে টান পড়ে। করপোরেট দুনিয়ায় এটি বেশি হয়ে থাকে। কারণ সেখানে যখন কোনো নারী সফল হতে শুরু করেন, তখন তিনি তার সহযোদ্ধা হিসেবে নারীদের খুব কম পেয়ে থাকেন। তখনই এমন ধারণার তৈরি হয়, হয়তো তিনি দৈববলে সব পেয়ে যাচ্ছেন। তার মধ্যে এত সফলতা অর্জনের যোগ্যতা নেই।

দাঁতের সঙ্গে ব্রাশের মিল থাকা জরুরি

দাঁতের সঙ্গে ব্রাশের মিল থাকা জরুরি

নারীরা নিজেদের শারীরিক সৌন্দর্যের জন্য সব ক্ষেত্রেই প্রশংসনীয়। এ কারণে অনেক সময় তাদের সফলতার জন্য এমনটা শুনতে হয় যে, শুধু নারী বলে বা নিজের সৌন্দর্য দেখিয়ে সফল হচ্ছেন। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে সমতা রক্ষার জন্য নারীদের নিয়োগ দেওয়া হয়। তখন নারীদেরকে কটুক্তি শুনতে হয় যে সিস্টেমের কারণে তারা এই অবস্থান পেয়েছে, তা যোগ্যতা দিয়ে নয়। যা তার ইমপোস্টার হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এই সমস্যাটি বেশির ভাগ নারীকে ভোগ করতে হলেও এর থেকে নিরাময়ের তেমন কোনো সুনির্দিষ্ট উপায় এখনো জানা যায়নি। তবে মনোবিজ্ঞানীদের পরামর্শ এক্ষেত্রে নিজের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে। কাছের মানুষের সঙ্গে নিজের অনুভূতির সবটা শেয়ার করলে, তার থেকে মানসিক জোর পেলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে। যা ইমপোস্টার সিনড্রোম নিরাময়ে কিছুটা সহায়ক হতে পারে।

সিনড্রোম

ইম্পোস্টার সিনড্রোম কী?

ইম্পোস্টার (Imposter) হল ছদ্মবেশী, ভণ্ড ও প্রতারক। আর সিনড্রোম (Szndrome) মানে হলো লক্ষণ। অর্থাৎ ইম্পোস্টার সিনড্রোম হলোড় এমন এক ধরনের মানসিক অবস্থা, যেখানে মানুষ তার নিজের অর্জন, সাফল্য, যোগ্যতা ও খ্যাতিকে সন্দেহের চোখে দেখে। নিজেকে অযোগ্য বলে মনে করে। তার মনে হতে থাকে নিছকই ভাগ্যগুণে সে

এখানে অবস্থান করছে। সে যে যোগ্য নয়, এই বিষয়টি সবার সামনে ক্রমশ প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে বা যাবে। এই মানসিক অবস্থার নাম ইম্পোস্টার সিনড্রোম।

১৯৭৮ সালে Dr. Pauline R. Clance Ges Dr. Suzanne A. Imes তাদের প্রবন্ধে ইম্পোস্টার সিনড্রোম নিয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা করেন। তাঁরা বলেন, অনেক সাফল্য পাওয়া নারীর মধ্যে এটি দেখা যায়। তাঁরা মূলত সেসব নারীদের নিয়েই গবেষণা করেন। পরে অবশ্য, বিভিন্ন রিসার্চ থেকে জানা যায় যে, শুধু নারী নয়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এই ইম্পোস্টার সিনড্রোমের মধ্যে দিয়ে যায়।

'দ্য সিক্রেট থটস অব সাক্সেফুল উইমেন' বইয়ের লেখক ভ্যালেরি ইয়াং একজন ইম্পোস্টার সিনড্রোম বিশেষজ্ঞ। ইম্পোস্টার সিনড্রোমে আক্রান্ত ব্যক্তিদের আচরণে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য তিনি খুঁজে পেয়েছেন:

পারফেকশনিস্ট (The Perfectionist)

পারফেকশনিস্ট মানুষজন তাদের কাজেকর্মে সবকিছুতেই নিখুঁত হতে চেষ্টা করেন। ৯৯% শতাংশ সফল হলেও তারা নিজেকে ব্যর্থ মনে করেন। নিজেদের দোষারোপ করে তাদের কর্মদক্ষতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকেন। কারণ ১০০% পারফেকশন না থাকলে সেই সাফল্যকে তারা সাফল্য হিসেবে মানতে চান না।

ভিটামিনের অভাব যেভাবে বুঝবেন

ভিটামিনের অভাব যেভাবে বুঝবেন

সহজাত প্রতিভাবান (The Natural Genius)

কিছু মানুষ আছে, যারা জন্ম থেকেই প্রতিভাবান। এমন ন্যাচারালি জিনিয়াস মানুষজনের মধ্যে মাঝে মাঝে একটা ধারণা জন্মায় যে, কোনো কাজ তারা একবারের চেষ্টাতেই পারবেন। কোনো কাজে তাদের বেশি পরিশ্রম দিতে হবে না। কিন্তু কোনো কাজে তারা যদি সেটা করতে না পারেন বা অন্য কথায়, যদি তারা কোনো কিছু আয়ত্ত করতে দীর্ঘ সময় নেন, তবে তারা লজ্জা বোধ করেন। তখন তাদের মধ্যে ইম্পোস্টার সিনড্রোম দেখা দেয়।

সুপারম্যান বা সুপারওম্যান (The Superman/Superwoman)

এই ধরনের ব্যক্তিরা নিজেদের জীবনের সব ক্ষেত্রেই সাফল্য দেখতে বদ্ধপরিকর। আশেপাশের মানুষের চেয়ে তারা সর্বদা একধাপ বেশি পরিশ্রম করতে চান, শুধু এ কারণে যে, তাদের প্রমাণ করতেই হবে, তারা অযোগ্য নন। একজন ইম্পোস্টার নই আমিড়শুধু এ ধারণাটি প্রতীয়মান করার জন্য তারা সবসময় নিজেদের ওপর চাপ তৈরি করতে থাকেন।

একাকী মননের ব্যক্তি (The Soloist)

'আমার কারও সাহায্যের দরকার নেই আমি সব নিজেই করতে পারবো'ড়এই ধরনের স্বাধীনচিন্তা থাকা ভালো। পরনির্ভর না হয়ে নিজের প্রতি দায়িত্ব নেওয়া। কিন্তু যদি কেউ সর্বদা অন্যের সাহায্যকে প্রত্যাখ্যান করে সর্বদা একলা চলো নীতিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকেন এইভেবে যে, কারও কাছে সাহায্য চাইলে তাকে অন্যেরা প্রতারক বা ব্যর্থ মনে করতে পারে। এই ভয়ে সে নিজেকে সাহায্য চাওয়া থেকে বঞ্চিত রাখেন তবে বিষয়টি ইম্পোস্টার সিনড্রোম এর ইঙ্গিত দেয়।

সিনড্রোম

বিশেষজ্ঞ (The Expert)

বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা যেকোনো কাজে হাত দেওয়ার আগে সে সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। আর তারা মনে করেন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে তাদের সব তথ্য ও জ্ঞান অর্জন করতেই হবে। কর্মক্ষেত্রে বা কোনো মিটিং চলাকালীন তারা কোনো রকম প্রশ্ন করেন না। কারণ তাদের ভেতর ভয় কাজ করে, তারা ভাবে যদি ওই প্রশ্ন তাকে অন্যদের সামনে অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলে দেয় বা সবাই তাকে বোকা মনে করেন, গবেষণায় জানা যায় ৭০ শতাংশ মানুষ কোনো না কোনো সময় ইম্পোস্টার সিনড্রোমে ভোগেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বা নানান পেশার মানুষ যেমন মায়া অ্যাঞ্জেলো, মিশেল ওবামা, অস্কার জয়ী অভিনেতা টম হাংকস বা পেনেলোপ এই বিখ্যাত মানুষগুলোও এই ইম্পোস্টার সিনড্রোমে ভুগেছেন।

যেভাবে কাটিয়ে উঠবেন

নিজের প্রতি সহানুভূতিশীল হন। আপনি একা নন। আপনার অনুভুতিগুলো প্রিয়জনদের সঙ্গে শেয়ার করুন। আমাদের মধ্যে অনেকেই এই সমস্যার সম্মুখীন। নিজের কাজকে নিজে স্বীকৃতি দিন। তাহলে নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস বাড়বে। নিজের অর্জন ও যোগ্যতার একটি তালিকা তৈরি করুন। ভাগ্যই আপনার সব অর্জনের মূলে কিন্তু যখন কাগজে আপনার অর্জনগুলো লিখবেন তখন মনে হবে এ চিন্তা হাস্যকর।

যারা পারফেকশনিস্ট তাদের একটা ভালো দিক হলোড়তারা কোনো কাজ অতি যত্ন সহকারে করতে চান। নিখুঁত করে তুলতে নিয়মিত পরিশ্রম করেন। কিন্তু তাদের মনে রাখতে হবে যে , এই কাজের জন্য একেবারে যন্ত্রের মতো অমানবিক ভাবে খাটলে চলবে না। রুটিনের বাঁধাধরা নিয়মের বাইরে একটু রিলাক্স ভাবে কাজ করবে হবে । আর কাজে কোনো ভুল হলে নিজেকে ক্ষমা করতে হবে।

আচমকা চোখে ব্যথা করলেআচমকা চোখে ব্যথা করলে

সাফল্যের সঙ্গে ব্যর্থতাকেও মেনে নিতে শিখুন। কারণ সাফল্যের সিঁড়িই হল ব্যর্থতা। নিজেকে নিজে মূল্যায়নের আগে অন্যের ফিডব্যাক গ্রহণ করুন। কারণ অন্যের চোখে দেখা নিজেকে বেশি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। সবারই আলাদা আলাদা ক্ষমতা সম্পন্ন । তাই অন্যের সঙ্গে তুলনা না করে নিজের পূর্বের কাজের সঙ্গে বর্তমান কাজের দক্ষতার তুলনা করুন ।

মনে রাখবেন, আপনার জীবনের একটি মহান উদ্দেশ্য রয়েছে। আপনার জীবনে আপনিই সেরা। আর আপনি নিজেকে যতটা ভাবেন, তার চেয়েও বেশি ক্ষমতা আপনার আছে । নিজেকে আপনি যতটুকু স্মার্ট মনে করেন, তার চেয়ে অনেক বেশি স্মার্ট আপনি। আর যতটুকু কৃতিত্ব নিজেকে দিয়ে থাকেন তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি কৃতিত্ব ধারণের অধিকার আপনার রয়েছে। তাই এই কথাগুলো আপনি নিজেকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলবেন না। মনে রাখবেন আপনার চেয়ে আপন কেউ নেই আপনার, যে আপনাকে উজ্জীবিত করে তুলতে পারে।

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

স্পেশাল ইকোনোমিক জোন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

ড. ফজলে এলাহী মোহাম্মদ ফয়সাল

বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমান্বয়ে উন্নতি লাভ করছে। এ উন্নতির পেছনে রেডিমেইড গার্মেন্টস সেক্টরের বিকাশ এবং প্রবাসীগণের প্রেরিত রেমিটেন্স বিরাট ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে মাথা পিছু আয়ের পরিমাণ ছিলো মাত্র ১২৮ ডলার। ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১, ২০১১ এবং ২০২১ সালে বাংলাদেশের মাথা পিছু আয়ের পরিমাণ ছিলো যথাক্রমে ২৩৫ ডলার, ২৮৩ ডলার, ৪১০ ডলার, ৮৫৬ ডলার এবং ২,৪৫৮ ডলার। ১৯৭১ সালে দেশের মোট জনসংখ্যার ৮০% জনগন দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করলেও বর্তমানে দেশে প্রায় ৩.৫ কোটি জনগণ অর্থাৎ প্রায় ২০% জনগণ দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করছে। তবে এখনো দেশের বেশ কয়েকটি জেলায় প্রচুর সংখ্যাক দরিদ্র জনগোষ্ঠী রয়েছে। বর্তমানে কুড়িগ্রাম জেলার দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থান করছেন প্রায় ৭১% জনগণ। কুড়িগ্রাম জেলায় প্রায় ২০টির মতো নদী রয়েছে এবং এ জেলার চিলমারী উপজেলায় দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থান করছে প্রায় ৭৭% জনগণ। বেকারত্ব, কৃষিতে ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি এ অঞ্চলের দারিদ্রতার অন্যাতম কারণ। দিনাজপুর জেলায় দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থান করছে প্রায় ৬৫% জনগণ। ছাড়া এই গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও, নিলফামারী, লালমনিরহাট জেলা দেশের দরিদ্রতম অঞ্চল। মাগুরা জেলা এবং শরিয়তপুর জেলায় বেকারত্বের হার এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেশী। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাগুলোতে দরিদ্রসীমার নীচে বসবাস করছে বিপুল সংখ্যাক জনগণ। প্রখ্যান্তরে, নারায়নগঞ্জ জেলা, গাজীপুর জেলা এবং ঢাকা জেলার জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো। এ তিন জেলায় দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থান করছেন যথাক্রমে ২.৬%, ৬.৭% এবং ৭% জনগণ। দেশের যে সকল জেলাগুলোতে দারিদ্রসীমার নীচে বেশী সংখ্যক জনগণ রয়েছে এবং যে সকল জেলাগুলোতে দারিদ্রসীমার নীচে কমসংখ্যক জনগণ রয়েছে সেগুলো বিশ্লেষন করলে দেখা যায়, যে সকর জেলাগুলোর জনগণ অর্থনৈতিক অবস্থা তুলনামূলক ভাবে ভালো, সে জেলাগুলোতে কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকার ফলে বেকারত্ব কম এবং শিল্পকারখানা থাকার ফলে উৎপাদন বেশী। প্রখ্যান্তরে, দারিদ্র জেলাগুলোতে মিল্ককারখানার কম থাকার ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ কম এবং বেকারত্ব বেশী এবং উৎপাদন তুলনামূলকভাবে কম।

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধির বিকল্প নেই। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ মালেশিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম প্রভূতি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পেছনে দেশীয় উদ্যোগণের বিনিয়োগ, বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং প্রবাসীগনের বিনিয়োগের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। বিনিয়োগ বৃদ্ধিরও জন্য প্রয়োজন বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ। অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বৈদেশিক বিনিয়োগকারীগণের সাথে কানেকটিভিটি বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ, গ্যাসের পর্যাপ্ত সরবরাহ, স্পেশাল ইকোনোমিক জোন, এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন ইত্যাদি বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। কোন পণ্যের চাহিদা অনুধাবন করে বৈদিশিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আকৃষ্ঠ করানোর মাধ্যমে দেশে বিনিয়োগে আগ্রহী করে তোলা এবং বাস্তবিক পক্ষে বিনিয়োগ করানো- এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত। দেশে প্রায় ১৫ থেকে ১৮ লাখ স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর উর্ত্তীণ শিক্ষিত বেকার রয়েছেন। বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং বৃদ্ধি করা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জোন কর্তৃপক্ষ (বেজা) এবং বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন কর্তৃপক্ষ-এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে মোট ৮টি ই.পি.জেড রয়েছে এবং এ সকল ই.পি.জেড গুলোতে মোট ইন্ডাস্ট্রি সমূহের ৫৮ শতাংশ বিদেশ নাগরিকগণের মালিকানাধীন। এ সকল ই.পি.জেড সমূহের

> ইন্ডাষ্ট্রিল পার্ক তৈরী হবার ফলে শায়েস্তাগঞ্জ, মাধবপুর প্রভৃতি এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবার ফলে দারিদ্রতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। এলাকার জনগণের জীবন যাত্রার মানের পরিবর্তন ঘটেছে। ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পার্কের পার্শ্ববর্তী ওলিপুর বাজারের পরিধী বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রপ্তানী বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে বিরাট অবদান রয়েছে। বাংলাদেশে মোট ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার জন্য কাজ করছে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ। এর অংশ হিসেবে ১১টি অর্থনৈতিক অঞ্চল ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক অঞ্চল। বেজা এপ্রিল ২০২২ সাল পর্যন্ত সরকারি ৫৪টি, বেসরকারি ২৩টি এবং চীন, জাপান ও ভারতের জন্য চারটি অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনুমোদন দিয়েছে। ভারতের স্পেশাল ইকোনোমিক জোনের জন্য প্রস্তাবিত স্থান হচ্ছে চট্রগ্রাম এবং মংলা। চীনের জন্য প্রস্তাবিত স্থান হলো চট্টগ্রাম এবং জাপানের জন্য অর্থনৈতিক অঞ্চলের কাজ নারায়নগঞ্জের আড়াইহাজারে ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। তাছাড়াও কোরিয়ান ইকোনোমিক জোনের বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে। স্পেশাল ইকোনোকিত জোনে চীনের দুটি পাওয়ার সেক্টর কোম্পানীর মাধ্যমে প্রায় ২৮ হাজার ৩ শত কোটি টাকা মূল্যের বিনিয়োগর প্রস্তাব পাওয়া গেছে। এছাড়াও দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর প্রভূতি দেশ সমূহ বাংলাদেশের স্পেশাল ইকোনোমিক জোনগুলোতে প্রচুর পরিমান অর্থ বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিষয়গুলো অবশ্যই ইতিবাচক বিয়ষ। বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ ইকোনোমিক জোন হলো বাংলাদেশ স্পেশাল ইকোনোমিক জোন। একটি জাপানি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ২০১৯ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশের প্রথম ই.পি.জেড হলো চট্টগ্রাম এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন।

২০১৪ সালে শুরু হয় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মূল কাজ। উদ্দেশ্য ছিলো ৭৫ হাজার একর জমিতে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরী করা। এর পরবর্তীতে লক্ষ্যমাত্রা ১ লক্ষ একর জমি নির্ধারণ করা হয়। ইকোনোমিক জোনগুলো প্রতিষ্ঠিত হলে ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং প্রায় ৪ লক্ষ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানী করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। স্পেশাল ইকোনোমিক জোনগুলো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বিরাট অবদান রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে। মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলের মাধ্যমে আগামী ১৫ বছরে প্রায় ১৫ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান এবং ১ লাখ ৫০ হাজার কোটি টাকা মূল্যের পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানী করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ভূটান, উজবেকিস্তান ও দক্ষিণ কোরিয়াকে অর্থনৈতিক জোন প্রতিষ্ঠা করার আমন্ত্রন জানানো হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশে এনার্জি সেক্টও, জাহাজ নির্মাণ, অটোমোবাইল, ঔষধ তৈরী প্রভূতি খাতে বিনিয়োগের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ভূটানের জন্য কুড়িগ্রামে অর্থনৈতিক জোন দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে এবং ভূটানকে বাংলাদেশের বন্দর ব্যবহার এবং সৈয়দপুর আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট ব্যবহারের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। স্পেশাল ইকোনোমিক জোনগুলো কার্যকর করার জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন, পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির সরবরাহ বৃদ্ধি এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করা প্রয়োজন।

কিছু দিন পূর্বে সুযোগ হলো শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যায়ের ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের ছাত্রদের সাথে "ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ট্যুর" এর অংশ হিসেবে হবিগঞ্জ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পার্কে ভ্রমন করার। ২০১৪ সালে হবিগঞ্জ জেলার শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলার ওলিপুরে ২২০ একর এলাকা জুড়ে প্রাণ-আর.এফ.এল গ্রুপের মাধ্যমে হবিগঞ্জ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পার্ক গড়ে উঠেছে। এ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পার্কটিতে প্রায় ২২ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে এবং এর মাঝে ৮০% স্থানীয় অধিবাসী। এ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পার্কটির উৎপাদিত পণ্য বিশ্বের ১৪১টি দেশে রপ্তানী হচ্ছে। বিশাল এলাকা জুড়ে পরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠা পার্কটি দেখে সত্যিই মুগ্ধ হলাম। শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলার উন্নত শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রাণ-আর.এফ.এল গ্রুপ একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেছে যেখানে প্রায় ৬০০ ছাত্র ছাত্রী উন্নত পড়ালেখা সুযোগ পাচ্ছে। তাছাড়া প্রাণ-আর. এফ. এল গ্রুপের উদ্যোগে "সান- হেলফ কেয়ার" নামক একটি হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়েছে। এলাকার অবকাঠামোগত উন্নয়ন, কৃতী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান ইত্যাদিতে গ্রুপটির অবদান রয়েছে। ইন্ডাষ্ট্রিল পার্কটিতে ৪৫ লাখ লিটার তরল বর্জের মাধ্যমে জৈব সার তৈরী করা হয়। বর্তমানে হবিগঞ্জ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পার্কে ফ্রুটি ড্রিংক, বেভারেজ, ক্যান্ডি, বিস্কুট, কনফেকশনারী, পাইপ, ইলেক্ট্রিকপণ্য সহ বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদিত হচ্ছে।

বর্তমানে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের হবিগঞ্জ আংশের ৫০ কি: মি: এলাকা জুড়ে প্রায় ১০০টি কারখানা গড়ে উঠেছে। হবিগঞ্জ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পার্ক হবার ফলে শায়েস্তাগঞ্জ, মাধবপুর প্রভৃতি এলাকার জমির মূল্য বহুগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৫ সালের দিকে প্রতি ডে.সি জমির মূল্য ছিলো মাত্র ৩,২০০ টাকা এবং বর্তমানে ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পার্কের পার্শ্ববর্তী এলাকার জমির মূল্য প্রতি ডে.সি প্রায় ৫ লাখ থেকে ৮ লাখ টাকা। ইন্ডাষ্ট্রিল পার্ক তৈরী হবার ফলে শায়েস্তাগঞ্জ, মাধবপুর প্রভৃতি এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবার ফলে দারিদ্রতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। এলাকার জনগণের জীবন যাত্রার মানের পরিবর্তন ঘটেছে। ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পার্কের পার্শ্ববর্তী ওলিপুর বাজারের পরিধী বৃদ্ধি পেয়েছে। বাজারে দোকানগুলোতে বিলাসী সামগ্রী বিক্রি হচ্ছে। ব্যাংক, বিভিন্ন ব্যাংকের বুথ স্থাপিত হয়েছে এবং রাস্তাঘাটের উন্নয়ন ঘটেছে। বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশ্ববর্তী বাজারে উন্নতমানে সেলুন, ফার্নিচারের দোকান, বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রনিঙ পণ্যের দোকান, রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। এলাকার জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবার ফলে বিভিন্ন দোকানসমূহের বিক্রয় ও মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফ্যাক্টরীকে কেন্দ্র করে সু-উচ্চ দারান কোঠা গড়ে উঠেছে। হবিগঞ্জ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পার্ক হবার ফলে এলাকার স্থানীয় জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়ান ঘটেছে এবং দারিদ্রতা দূর হয়েছে এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পার্কের সাথে জড়িত লোকজন ছাড়াও সাধারণ জনগণ ও ব্যবসায়ীদের আয় বেড়েছে। কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন বিনিয়োগ ও উপাদান। বাংলাদেশের উপরাঞ্চলসহ মাগুরা, শরিয়তপুর প্রভৃতি অঞ্চলগুলোতে যদি বিনিয়োগের গোত্রগুলো পর্যালোচনা করে ইন্ডাষ্ট্রিয়ান পার্ক অথবা স্পেশাল ইকোনোমিক জোন প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং উক্ত ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পার্ক অথবা স্পেশাল ইকোনোমিক জোন গুলোতে দেশী অথবা বৈদশিক অথবা প্রবাসীগণের বিনিয়োগের মাধ্যমে উপযুক্ত শিল্পকারখানা গড়ে তুলে যদি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় তবে নি:সন্দেহে জেলাগুলোর নিতান্ত দরিদ্র জনগণের অর্থ-সামাজিক উন্নয়নের এবং অকাঠামোগত উন্নয়নে বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম হবে। একটা সময় ছিলো যখন উত্তরাঞ্চলের কিছু দরিদ্র জনগণ শুধু মাত্র খাদ্যের বিনিময়ে কাজ করতে সম্মত থাকতো। যদিও এখন অনেকাংশে অবস্থার উন্নতি হয়েছে তথাপি কিছু কিছু জেলার বেশীর ভাগ জনগোষ্ঠী দারিদ্রসীমার নীচে এখনও অবস্থান করছে। ইন্ডাষ্ট্রিল পার্ক প্রতিষ্ঠা এবং এর মাধ্যমে বেকার জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করতে পারলে তবে সেটি পারে দারিদ্র দূরীকরনের একটি কার্যকর উপায়। হবিগঞ্জ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পার্ক হতে পারে সেক্ষেত্রে একটি রোল মডেল।

ড. ফজলে এলাহী মোহাম্মদ ফয়সাল
অধ্যাপক, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

দেশে সংগঠিত হচ্ছে রোহিঙ্গারা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ২০২১ সালের ২৯ অক্টোবর কক্সবাজারে রোহিঙ্গা নেতা মুহিবুল্লাহকে গুলি করে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। ২০১৯ সাল থেকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে ৫ দফা দাবি সামনে রেখে রোহিঙ্গাদের সংগঠিত করছিলেন তিনি। চার বছর পর আবারও প্রত্যাবাসন ইস্যুতে নতুন করে সংগঠিত হতে শুরু করেছে রোহিঙ্গারা। তবে তাদের কণ্ঠে মুহিবুল্লাহর ঘোষিত সেই দাবিগুলোই প্রাধান্য পাচ্ছে।

২০১৯ সালে আরাকান রোহিঙ্গা সোসাইটি ফর পিস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটসের (এআরএসপিএইচ) চেয়ারম্যান মাস্টার মুহিবুল্লাহ বলেছিলেন, 'আমরা বাংলাদেশের পূর্ণ সমর্থন নিয়ে নিজ দেশ মিয়ানমারে ফিরতে চাই। রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব, মিয়ানমারে স্বাধীন ও মর্যাদার সঙ্গে নিজ নিজ ঘর বাড়িতে বসবাসের নিশ্চয়তা নিয়ে ফিরে যেতে প্রস্তুত।' ওই সমাবেশে রোহিঙ্গা নেতা মুহিবুল্লাহ আরও বলেছিলেন, 'রোহিঙ্গাদের নির্যাতনের বিচারসহ মিয়ানমারে তাদের নাগরিকত্ব নিশ্চিত, ভিটেবাড়ি পুনরুদ্ধার, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা জোরদার ও নিরাপদ প্রত্যাবাসনের নিশ্চয়তা দেওয়া হলে তারা মিয়ানমারে ফেরত যাবে।'

ছয় বছরের ক্যাম্প জীবন পার করে এখন আসলেই প্রত্যাবাসনে আগ্রহী রোহিঙ্গারা? নেতারা বলছেন, মিয়ানমারে যখন নির্যাতন-নিপীড়ন, হত্যা ও ধর্ষণ করা হচ্ছিল, তখন প্রাণভয়ে পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছি। বাংলাদেশ সরকার মানবিক কারণে আশ্রয় দিয়েছে। এখানে ছয় বছরের ক্যাম্প জীবনে রয়েছি। আমরা দ্রুত মিয়ানমারে ফিরতে চাই। তবে অবশ্যই অন্য কোথাও নয়, নিজ বসত ভিটায় ফিরতে চাই।

রোহিঙ্গা এফডিএমএন রিপ্রেজেন্টেটিভ কমিটির মুখপাত্র কামাল হোসেন বলেন, 'আমাদের নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকার আছে। আমরা মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের চুক্তির মাধ্যমে প্রত্যাবাসনের ক্ষেত্রে সেই নাগরিকত্ব এবং আমাদের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাই। ইউএনএইচসিআর ও বাংলাদেশ সরকারের তালিকা নিয়ে ভ্যারিফিকেশনের নামে যা করছে মিয়ানমার, সেটা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করবে। আমাদের নিজেদের নিরাপত্তা ও সম্মান নিশ্চিত করে নিজের ঘরে নিজে ফিরবো, এমন একটা ব্যবস্থা করতে হবে।'

বর্তমান প্রজন্মের সংগঠক রোহিঙ্গা স্টুডেন্টস নেটওয়ার্কের প্রধান সৈয়দুল্লাহ বলেন, ''প্রত্যাবাসনের কোনও বিকল্প নেই। তবে সেটা হতে হবে 'সঠিকভাবে'। আমরা জন্মসূত্রে মিয়ানমারের নাগরিক, আমাদের সেই নাগরিকত্ব নিশ্চিত করে ভিটেবাড়ি ফিরিয়ে দিলে, আমরা অবশ্যই চলে যাবো। কিন্তু আমাদেরকে এখান থেকে সরিয়ে আবারও কোনও ক্যাম্পে নেওয়ার কথা বলা হলে, আমরা সেটার সঙ্গে একমত নই। প্রত্যাবাসনের প্রক্রিয়ার প্রতিটা ধাপে রোহিঙ্গাদের অংশগ্রহণ থাকতে হবে।''

কী চান সাধারণ রোহিঙ্গারা?

সাধারণ রোহিঙ্গাদের মধ্যে দেশে ফেরার বিষয়ে নানা ধরনের মতামত পাওয়া যায়। বর্তমানে তাদের সবার মনে প্রশ্নড় রেশন কমিয়ে দেওয়া নিয়ে। ১২শ' টাকার রেশন থেকে ৮শ' টাকায় নামিয়ে আনার কারণে তারা বেশ শঙ্কিতও। ফলে দেশে ফিরতে চাই বা চাই না, সেটার বিষয়ে সরাসরি বলতে দ্বিধা বোধ করেন তারা। কুতুপালংয়ের এক নম্বর ক্যাম্পে বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কথা হয়। চায়ের দোকানি ৪৫ বছরের এক রোহিঙ্গা পুরুষ নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'আমাদের ভিটা ফেরত দেবে না, এটা আমরা বুঝতে পারি। ফলে এখানে কতটা ভালো থাকা যায়, সে ব্যবস্থাটাই আমাদের কাম্য।' তবে তরুণদের মধ্যে ফেরার বিষয়ে মতামত ভিন্ন। গেলো ৮ জুন অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে অংশ নিতে আসা ২৬ বছর বয়সী এক রোহিঙ্গা বলেন, 'আমরা আরাকানের আদি বাসিন্দা। আমরা সেখানকার নাগরিক। বিশেষ পরিস্থিতিতে এখানে আশ্রয় নিয়েছি। আমাকে ফিরিয়ে দিতে হলে, যেখান থেকে এসেছিড়সেখানেই ফেরত পাঠাতে হবে। আমরা ফিরে যেতে চাই না, এমনটা নয়।'

গত ৮ জুনের সমাবেশের পরে প্রত্যাবাসন নিয়ে রোহিঙ্গাদের অনিচ্ছা প্রকট হলো কিনা প্রশ্নে অতিরিক্ত শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার সামসুদ্দৌজা বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, 'প্রত্যাবাসন নিয়ে তাদের কিছু দাবি আছে, সেসব নিয়ে কথা হচ্ছে। ক্যাম্পের ভেতরে আমাদের কাজ অব্যাহত আছে। ফলে প্রক্রিয়া স্থবির হওয়ার সুযোগ নেই। সরকারের পক্ষ থেকে যা সিদ্ধান্ত হবে, সেটা এখানে বাস্তবায়ন করা আমাদের কাজ।' তিনি আরও বলেন, 'তারা তাদের দাবি আদায় করতে চাইবে, এটাই স্বাভাবিক। প্রতিটা রিফিউজি ক্রাইসিসে প্রত্যাবাসন শুরু করাটা কঠিন কাজ। প্রথম ব্যাচ পাঠানো খুব কঠিন। শুরু হয়ে গেলে বাকি কাজটা সহজ হবে।'

খুলনায় খালেক ও বরিশালে মেয়র খোকন জয়ী

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সঙ্গে ভোটের বড় ব্যবধান গড়ে খুলনা ও বরিশাল সিটি করপোরেশনে নগরপিতা নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকার দুই প্রার্থী। খুলনায় মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন তালুকদার আব্দুল খালেক অন্যদিকে বরিশালে মেয়র হয়েছেন আবুল খায়ের আব্দুল্লাহ ওরফে খোকন সেরনিয়াবাত। তারা দুজনই বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। বিএনপিবিহীন দুই সিটি করপোরেশন নির্বাচনে সহজেই জয় পেলেন নবনির্বাচিত দুই মেয়র। সোমবার রাতে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তারা ফল ঘোষণার পর উভয় সিটিতেই আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা উৎসব-উল্লাসে মেতে ওঠেন। তারা ফুল দিয়ে বরণ করেন নবনির্বাচিত দুই মেয়রকে।

খুলনা সিটি করপোরেশনে তালুকদার আব্দুল খালেক (নৌকা) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর চেয়ে ৯৪৭৬১ ভোট বেশি পেয়ে বেসরকারিভাবে মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি পেয়েছেন এক লাখ ৫৪ হাজার ৮২৫ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. আব্দুল আউয়াল (হাতপাখা) পেয়েছেন ৬০০৬৪ ভোট। এ সিটির ২৮৯টি কেন্দ্রে ৫ লাখ ৩৫ হাজার ৫২৯ জন ভোটারের মধ্যে ভোট পড়েছে দুই লাখ ৫৭ হাজার ৯৩৬টি। ভোট পড়ার হার ৪৮.১৭ শতাংশ।

অন্যদিকে প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে ৫৩ হাজার ৯৮০ ভোট বেশি পেয়ে বরিশালে মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন নৌকার প্রার্থী আবুল খায়ের আব্দুল্লাহ ওরফে খোকন সেরনিয়াবাত। প্রথমবার মেয়র প্রার্থী হয়েই এ চমক দেখালেন তিনি। এ নির্বাচনে তিনি পেয়েছেন ৮৭ হাজার ৮০৮ ভোট। অন্যদিকে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মুফতি সৈয়দ মো. ফয়জুল করীম (হাতপাখা) পেয়েছেন ৩৩ হাজার ৮২৮ ভোট।

বরিশালের ১২৬টি কেন্দ্রে দুই লাখ ৭৬ হাজার ২৯৭ জন ভোটারের মধ্যে ভোট পড়েছে এক লাখ ৪২ হাজার ১৭৭টি। ভোট পড়ার হার ৫১.৪৬ শতাংশ। যদিও এই দুই সিটি করপোরেশন নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থীরা। তারা এই ফল বর্জন করেছেন। সোমবার কড়া নিরাপত্তার মধ্যে সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত দুই সিটি করপোরেশনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

ভোট চলাবস্থায় খুলনায় কোনো ধরনের সহিংস ঘটনা ঘটেনি। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট দেন নগরবাসী। তবে কেন্দ্রে কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি ছিল কম। অন্যদিকে বরিশালে কিছুটা ভিন্নচিত্র ছিল। ভোটকেন্দ্রের বাইরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অভিযোগ করেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, জাতীয় পার্টি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। তবে ভোটকেন্দ্রের পরিবেশ ভালো ছিল।

এ সিটি করপোরেশনে মুফতি সৈয়দ মো. ফয়জুল করীমের ওপর হামলার ঘটনায় পরিস্থিতি কিছুটা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তা নিয়ন্ত্রণে আনেন। হামলাকারী স্বপনকে রাত পৌনে নয়টায় আটক করা হয়।

সোমবারের এ নির্বাচনের ফলাফলের মধ্য দিয়ে বরিশাল সিটি করপোরেশনে নতুন অধ্যায় শুরু হলো। রাজনীতি এবং বরিশাল সিটি করপোরেশন-দুজায়গাতেই নতুন খোকনকে নিয়ে শুরু থেকেই একটা সংশয় ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে। তার ওপর ছিল মনোনয়নবঞ্চিত পক্ষের অসহযোগিতা। বিষয়টি আঁচ করতে পেরে নিজের মতো করে ভোটের মাঠে প্রচার-প্রচারণা চালান খোকন।

তাকে সহযোগিতা দেন বরিশালে আওয়ামী রাজনীতিতে মেয়র সাদিকবিরোধী হিসাবে পরিচিত নেতাকর্মীরা। বরিশালের উন্নয়ন আর শান্তির নগর স্থাপনে বিএনপির ভোটাররাও ভোট দেবে তাকে এই বিশ্বাস ছিল তার। গতকাল রাতে ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর যেন তার সেই কথারই মেলে বাস্তব প্রতিফলন। রেকর্ড গড়া ভোট নিয়ে মেয়র হলেন খোকন সেরনিয়াবাত।

অন্যদিকে খুলনায় বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়ে তৃতীয়বার মেয়র হলেন তালুকদার আব্দুল খালেক। এর আগে ২০০৮ সালে প্রথম খুলনা সিটি করপোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন তিনি। ২০১৩ সালের নির্বাচনে বিএনপির মহানগর কমিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনির কাছে হেরে যান। এরপর ২০১৮ সালে বিএনপির নজরুল ইসলাম মঞ্জুকে ৬৫ হাজার ৬০০ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে মেয়র হন। এবার আবারও জয়ী হলেন।

খুলনা ও বরিশালে ভোটের চিত্র : খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মোট পাঁচজন মেয়র প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাদের মধ্যে নৌকা প্রতীকে তালুকদার আব্দুল খালেক পেয়েছেন এক লাখ ৫৪ হাজার ৮২৫ ভোট। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. আব্দুল আউয়াল (হাতপাখা) পেয়েছেন ৬০ হাজার ৬৪ ভোট।

জাতীয় পার্টির মো. শফিকুল ইসলাম মধু (লাঙ্গল) পেয়েছেন ১৮ হাজার ৭৪ ভোট। জাকের পার্টির এসএম সাব্বির হোসেন (গোলাপ ফুল) পেয়েছেন ৬০৯৬ ভোট। স্বতন্ত্র প্রার্থী এমএম শফিকুর রহমান (টেবিল ঘড়ি) পেয়েছেন ১৭ হাজার ২১৮ ভোট। এ সিটি করপোরেশনে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা দুই লাখ ৫৭ হাজার ৯৩৬ ভোট। ভোট বাতিল হয়েছে ১৬৫৯টি। বৈধ ভোটের সংখ্যা দুই লাখ ৫৬ হাজার ২৭৭টি। ভোট পড়ার হার ৪৮.১৭ শতাংশ।

মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তালুকদার আব্দুল খালেক এ বিজয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার প্রতি কৃ তজ্ঞতা জানান। তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার অঙ্গীকার করেন। এমনকি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এবং যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি তাদের সবাইকে নিয়েও কাজ করার কথা জানান।

অন্যদিকে বরিশাল সিটি করপোরেশনে সাতজন মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাদের মধ্যে নৌকা প্রতীকের আবুল খায়ের আব্দুল্লাহ ওরফে খোকন সেরনিয়াবাত পেয়েছেন ৮৭ হাজার ৮০৮ ভোট। ইসলামী আন্দোলনের মুফতি সৈয়দ মো. ফয়জুল করীম (হাতপাখা) পেয়েছেন ৩৩ হাজার ৮২৮ ভোট। জাতীয় পার্টির মো. ইকবাল হোসেন তাপস (লাঙ্গল) পেয়েছেন ৬৬৬৫ ভোট। স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. কামরুল আহসান রুপন (টেবিল ঘড়ি) পেয়েছেন ৭৯৯৯ ভোট। জাকের পার্টির মিজানুর রহমান বাচ্চু (গোলাপ ফুল) পেয়েছেন ২৫৪৬ ভোট। স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. আলী হোসেন হাওলাদার (হরিণ) ২৩৮১ ও মো. আসাদুজ্জামান (হাতি) ৫২৯ ভোট পেয়েছেন। এ সিটিতে দুই লাখ ৭৬ হাজার ২৯৭টি ভোটের মধ্যে পড়েছে এক লাখ ৪২ হাজার ১৭৭ ভোট। এর মধ্যে বৈধ ভোট এক লাখ ৪১ হাজার ৭৫৬টি ও বাতিল ভোট ৪২১টি। ভোট পড়ার হার ৫১.৪৬ শতাংশ।

বিকাল ৪টায় ভোট শেষ হওয়ার কিছুক্ষণ পর থেকেই আসতে শুরু করে বিভিন্ন কেন্দ্রের ফলাফল। প্রথম কেন্দ্রের ফলাফলেই দেখা যায় অন্যদের তুলনায় বেশ খানিকটা এগিয়ে আছে নৌকা। এরপর একদিকে যেমন বাড়তে থাকে ফলাফল আসা কেন্দ্রের সংখ্যা, তেমনি বাড়তে থাকে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হাতপাখার সঙ্গে নৌকার ভোটের ব্যবধান।

চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা যায় অর্ধলক্ষাধিক ভোটের ব্যবধানে জিতেছে নৌকা। এর পরপরই নগরের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিজয় মিছিল নিয়ে বের হয় নৌকার কর্মী-সমর্থকরা। অসংখ্য মানুষের ভিড় জমে খোকন সেরনিয়াবাতের আলেকান্দার বাসভবনে। সেখানে সমবেত হয়ে উল্লাসে ফেটে পড়ে সবাই। নগরজুড়ে চলে মিষ্টি বিতরণ।

খোকন সেরনিয়াবাতের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির অন্যতম সদস্য বরিশাল আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি অ্যাড. নূরুল হক বলেন, 'শঙ্কা-সংশয় দুটিই ছিল। শুরু থেকেই ঘরের বিরোধিতা আর ষড়যন্ত্রও ছিল নৌকার বিরুদ্ধে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হলো যে, নতুন হলেও রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ নন খোকন সেরনিয়াবাত। তার পরামর্শমতো চলেছি আমরা। প্রচার-প্রচারণা থেকে শুরু করে নির্বাচন আর ভোটযুদ্ধের কৌশল, সবই নির্ধারণ করেছেন আমাদের প্রার্থী। সবমিলিয়ে শেষ পর্যন্ত বিপুল ভোটে বিজয় হলো নৌকার।'

দেশে বেড়েছে তালাকের হার

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : এক বছরের ব্যবধানে তালাকের হার বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। ২০২১ সালে জাতীয়ভাবে তালাকের হার ছিল প্রতি হাজারে ০.৭ জন। ২০২২ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১.৪ জন। অর্থাৎ বছর ঘুরতেই তালাকের হার ০.৭ শতাংশ বেড়েছে।

এর মধ্যে গ্রামে তালাকের প্রবণতা বেশি বেড়েছে। গত বছর গ্রামাঞ্চলে প্রতি হাজারে ১ দশমিক ৪টি আর শহরে হাজারে একটি বিয়ে বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটেছে। বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস ২০২২-এর প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়। মঙ্গলবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে এ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান। এ ছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম এবং পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা সচিব ড. শাহনাজ আরেফিন উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে প্রকল্প পরিচালক আলমগীর হোসেন জানান, ২০২১ সালের তুলনায় ২০২২ সালে তালাকের হার বেড়েছে। শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে স্থূল তালাকের হার বেড়েছে। পল্লী এলাকায় তালাকের হার ০.৮ শতাংশ থেকে প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১.৪ শতাংশ। আর শহর এলাকায়ও তালাকের হার দ্বিগুণ বেড়ে ০.৫ শতাংশ থেকে ১ শতাংশে পৌঁছেছে।

প্রতিবেদনে জানানো হয়, তালাকের পাশাপাশি ২০২১ সালের তুলনায় ২০২২ সালে বিয়ের হারও বেড়েছে। ২০২১ সালে প্রতি হাজারে ১৩.৫ জন বিয়ে করেন। ২০২২ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৮.১ জন।

প্রতিবেদনে বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিয়ের হারও শহরের চেয়ে গ্রামে বেশি। ২০২১ সালে গ্রামে বিয়ের হার ছিল ১৪.৭ জন, যা ২০২২ সালে হয়েছে ১৯.৫ জন। গত বছর অবশ্য শহরেও বিয়ের হার বেশ বেড়েছে। ২০২২ সালে শহরাঞ্চলে বিয়ের হার ছিল ১৩.৮ জন। এর আগের বছর তা ছিল ৯.৬ জন।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, পুরুষের বিয়ের গড় বয়স বর্তমানে ২৫ দশমিক ৩ বছর। আর নারীদের ক্ষেত্রে তা ১৮ দশমিক ৮ বছর।

আল-আকসাকে দুই ভাগ করার চক্রান্ত

পোস্ট ডেস্ক : আল-আকসা মসজিদকে দুই ভাগ করতে নতুন একটি প্রস্তাব নিয়ে ইসরাইলি পার্লামেন্টে আলোচনা চলছে। এ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ফিলিস্তিন। পাশাপাশি তুরস্ক, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও মিশরের কাছে বিষয়টি নিয়ে বিচার দিয়েছে তারা। ইসরাইল যাতে এই বিল পাশ করতে না পারে সে জন্য মুসলিম বিশ্বের সমর্থন চাচ্ছে ফিলিস্তিনিরা। এ খবর দিয়েছে আরব নিউজ।

খবরে জানানো হয়, কূটনৈতিক প্রচেষ্টার পাশাপাশি ইসরাইলকে সতর্ক বার্তা দিয়েও থামানোর চেষ্টা করছে ফিলিস্তিন। ফিলিস্তিনি প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ শতায়েহ ইসরাইলি কর্তৃপক্ষকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, এমন কিছু বাস্তবায়ন করা হলে যে পরিণতি হবে তা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নেই ইসরাইলের। লিকুদ পার্টির সদস্য আমিত হালেভি এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। শিগগিরই ইসরাইলি পার্লামেন্ট নেসেটে এই বিল তোলা হবে বলেও জানা গেছে।

রামাল্লায় মন্ত্রিসভার বৈঠকে ইসরাইলের এমন পরিকল্পনার তীব্র নিন্দা জানান ফিলিস্তিনি প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এই পদক্ষেপ এমন ক্ষোভের সৃষ্টি করবে এবং এর যা পরিণতি হবে তা আগে থেকে ধারণা করার কোনো সুযোগ নেই। ফিলিস্তিনিদের কাছে আল-আকসা মসজিদের যে ধর্মীয় গুরুত্ব রয়েছে তার কোনো তুলনা হয় না।

তিনি আরব, ইসলামিক ও আন্তর্জাতিক বিশ্বকে ইসরাইলের এমন প্রচেষ্টার নিন্দা জানানোর আহবান জানান। পাশাপাশি ইসরাইলকে যেনো নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনা হয় সেই আবেদনও করেন তিনি।

ইহুদি, খ্রিস্টান এবং মুসলমান তিন ধর্মের মানুষের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ আল-আকসা মসজিদ এলাকা। তবে ইসরাইল এই এলাকার ধর্মীয় পবিত্রতা নষ্ট করছে বলে বারবার অভিযোগ তুলেছে ফিলিস্তিন। তাই ইসরাইলকে থামাতে বিশ্বের কাছে সাহায্য চেয়েছেন ফিলিস্তিনি প্রধানমন্ত্রী। খসড়া বিলে বলা হয়েছে, আল-আকসা মসজিদ এলাকা ইহুদি ও মুসলিমদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। ডোম অব রক থেকে উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত ইহুদিদের জন্য চান হালেভি। আর বাকি অংশ ফিলিস্তিনিদের অধীনে থাকবে।

তবে ফিলিস্তিনিরা এমন পরিকল্পনায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে। তারা মনে করছেন, এটি আসলে ইসরাইলের বড় পরিকল্পনার সামান্য অংশ। ইসরাইল আল-আকসাকে ঘিরে একটি ধর্মযুদ্ধ সৃষ্টির চেষ্টা করছে। এই যুদ্ধের নাম করে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ব্যাপক মাত্রার সহিংসতা সৃষ্টি করবে ইসরাইল। ফিলিস্তিনিরা বলছেন, আল-আকসাকে বিভক্ত করা হলে এর ইসলামিক পরিচয় বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাছাড়া ইসরাইল তখন একতরফাভাবে এই এলাকায় নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে পারবে।

বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে পদক্ষেপ নিতে ইইউ ভাইস-প্রেসিডেন্টকে চিঠি

পোস্ট ডেস্ক : বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতিতে উদ্বেগ জানিয়ে ইউরোপীয় কমিশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট জোসেপ বোরেলকে চিঠি দিয়েছেন ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ছয় সদস্য। চিঠিতে তারা আসন্ন সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন পুনরুদ্ধারে পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানান।

চিঠিতে বলা হয়, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বর্তমান সরকার ২০০৯ সাল থেকে ক্ষমতায় রয়েছে। এই সময়ে বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য গণতান্ত্রিক স্থান সংকুচিত হয়েছে এবং এই সরকার মানুষের মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। ক্ষমতা সুসংহত করার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে বিচারবহির্ভূত হত্যা, অপহরণ, নির্যাতন ও মিথ্যা মামলার আশ্রয় নিচ্ছে সরকার। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, বিশেষ করে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রণয়নের পর থেকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ মত প্রকাশের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্যরা দাবি করেন, বাংলাদেশের র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব) হেফাজতে নির্যাতন এবং অন্যান্য দুর্ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। নির্যাতন শুধুমাত্র সরকারের রাজনৈতিক বিরোধীদের ওপরেই হয় না, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু খ্রিস্টান জনসংখ্যা সহ জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুরাও আক্রান্ত হচ্ছেন। বাংলাদেশে গত এক দশকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং জোরপূর্বক গুমের উচ্চ হার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

ওই চিঠিতে আরও বলা হয়, আমরা বাংলাদেশের আসন্ন ১২তম সাধারণ নির্বাচনের উপর ফোকাস রাখার বিষয়ে জোর দিতে চাই। ২০২৩ সালের শেষের দিকে বা ২০২৪ সালের শুরুতে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। চিঠিতে দাবি করা হয়, কারচুপি, কারসাজি এবং ভোটারদের অনুপস্থিতির কারণে বাংলাদেশের দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দশম সাধারণ নির্বাচন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সহ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি বর্জন করেছিল। অপরদিকে ১১ তম 'মধ্যরাতের নির্বাচন' হিসাবে পরিচিত।

চিঠিতে জোসেপ বোরেলের প্রতি আবেদন জানিয়ে বলা হয়, আমরা আপনাকে বাংলাদেশে একটি নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অবসান ঘটাতে পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। এছাড়া চিঠিতে বিরোধী নেতা বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির কথাও বলা হয়।

ওই ছয় ইউরোপীয় পার্লামেন্ট সদস্য বলেন, আমরা বিশ্বাস করি যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাংলাদেশের জনগণের পাশে দাঁড়ানোর শক্তিশালী যুক্তি রয়েছে কারণ বাংলাদেশ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সহযোগিতায় আমাদের দীর্ঘ সময়ের অংশীদার।

ওই চিঠিতে স্বাক্ষর করা ইউরোপীয় পার্লামেন্ট সদস্যরা হচ্ছেন, ইভান স্টেফানেক (ইপিপি, স্লোভাকিয়া), মাইকেলা সোজড্রোভা (ইপিপি, চেক প্রজাতন্ত্র), আন্দ্রে কোভাতচেভ (ইপিপি, বুলগেরিয়া), কারেন মেলচিওর (রিনিউ, ডেনমার্ক), জাভিয়ের নার্ট (রিনিউ, স্পেন) এবং হেইডি হাউটালা (গ্রিনস/ইএফএ, ফিনল্যান্ড)।

চীনের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে যা বললো আমেরিকা

পোস্ট ডেস্ক : চীনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক যে এখন বেশ খারাপ তা স্বীকার করলো আমেরিকা। কিউবায় চীনের গুপ্তচর ঘাঁটির খবরে সম্পর্ক আরো খারাপ হয়েছে। এক প্রতিবেদনে এমনটি জানিয়েছে জার্মানি সংবাদমাধ্যম ডয়চে ভেলে।

হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জন করবি বলেছেন, চীনের সঙ্গে সম্পর্ক এখন বেশ উত্তেজক। তবে প্রেসিডেন্ট বাইডেন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, চীনের সঙ্গে আলোচনার রাস্তা বন্ধ করবেন না। তাই কিউবায় চীনা গুপ্তচর ঘাঁটি তৈরির খবরের পরেও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিংকেনের চীন সফর বাতিল হচ্ছে না।

কিরবি জানিয়েছেন, চীনের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ। অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। তা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট চীনের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখতে চান।

গত সপ্তাহে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা হয়েছে, কিউবায় চীন একটি গুপ্তচর ঘাঁটি তৈরি করতে চাইছে। কিউবা এবং চীন অবশ্য এই খবর অস্বীকার করেছে।

সোমবার ব্লিংকেন সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, চীন এখন গোটা বিশ্বে নিজেদের প্রভাব বাড়াতে চাইছে। কিউবায় তাদের গুপ্তচর ঘাঁটির বিষয়টি এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে। তবে বাইডেন ২০২১ সালে প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকে বেশ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছেন। ফলে চীন যে দ্রুত প্রভাব বিস্তার করতে চাইছিল, তা আর এখন সম্ভব হচ্ছে না।

বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের ওপর পর্যবেক্ষণ বাড়ানোর দাবি ব্রুনো স্ট্যাগনোর

পোস্ট ডেস্ক : জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি-জেনারেল জিন-পিয়েরে ল্যাক্রোইএক্সকের আসন্ন বাংলাদেশ সফরে সরকারি নিরাপত্তা বাহিনীর বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা উচিত বলে মনে করেন হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রধান অ্যাডভোকেসি অফিসার ব্রুনো স্ট্যাগনো উগার্তে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এক প্রতিবেদনে এমনটি জানানো হয়েছে।

খুব শিগগিরই জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি-জেনারেলের বাংলাদেশ সফরে আসার কথা রয়েছে।

ব্রুনো স্ট্যাগনো তার প্রতিবেদনে বলেন, বাংলাদেশ যদি শান্তিরক্ষা মিশনে তার ভূমিকা অব্যাহত রাখতে চায়, তবে তাদের যথাযথভাবে জাতিসংঘের মানবাধিকার স্ক্রিনিং নীতি প্রয়োগ করা উচিত। জাতিসংঘের পাশাপাশি সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে যে তাদের শান্তিরক্ষীরা জাতিসংঘের সঙ্গে কাজ করছেন। তারা যেনো এমন কোনো কাজ না করে যাতে মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়।

২০১৯ সালে বাংলাদেশের রেকর্ড পর্যালোচনা করার সময় জাতিসংঘের পক্ষ থেকে বলা হয়, র‌্যাবের কর্মীরা প্রায়শই জাতিসংঘের শান্তি মিশনে কাজ করায় তারা উদ্বিগ্ন। এমনটাই জানানো হয় এই প্রতিবেদনে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয় জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে কাউকে নিয়োগ দেওয়ার আগে একটি যাচাই পদ্ধতি চালু করা উচিত, যেখানে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, নির্যাতনের অভিযোগও তদন্ত করে দেখা উচিত।

এর আগে গত ১০ ডিসেম্বরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‌্যাব) সাবেক ও বর্তমান সাত কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে পৃথকভাবে এ নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট (রাজস্ব বিভাগ) ও পররাষ্ট্র দপ্তর।

ইতালির সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেরলুসকোনি আর নেই

পোস্ট ডেস্ক : ইতালির সাবেক প্রধানমন্ত্রী সিলভিও বেরলুসকোনি মারা গেছেন। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে নানা ধরনের অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি। গত শুক্রবার বিলিয়নর এই ব্যবসায়ীকে মিলান হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

আল-জাজিরা জানিয়েছে, লিউকেমিয়া সংক্রান্ত পরীক্ষার জন্য বেরলুসকোনিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। টুইটারে ইতালির প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, সিলভিও বেরলুসকোনির মৃত্যুতে বিশাল শূন্যতা তৈরি হয়েছে কারণ তিনি একজন মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। আমি তাকে অনেক ভালোবাসি।

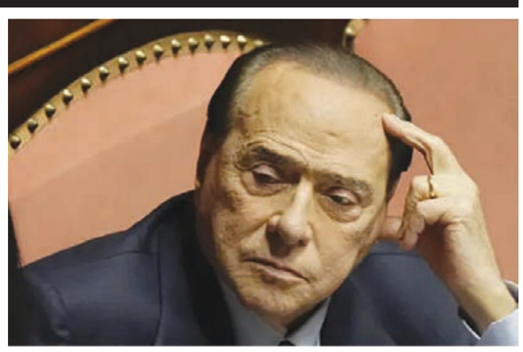

দুই স্তরের এসাইলাম পদ্ধতি বাতিল

"প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র সচিব প্রীতি প্যাটেলের 'ল্যান্ডমার্ক' জাতীয়তা ও সীমান্ত আইন ২০২২-এর শেষ নিদর্শনগুলির মধ্যে একটিকে বিহিত করে" যা মাত্র এক বছরেরও কম সময় আগে চালু করা হয়েছিল। ইয়েও বলেছিলেন যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে প্রতিবন্ধক দ্বি-স্তরীয় ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে এবং হোম অফিসের জন্য আরও অনেক কাজ তৈরি করেছে।

রবার্ট জেনরিক ঘোষণা করেছেন যে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে ঘোষিত এসাইলাম প্রক্রিয়াকরণ মডেল (আফগানিস্তান, ইরিত্রিয়া, লিবিয়া, সিরিয়া এবং ইয়েমেনের লোকদের জন্য) ২৮ জুন ২০২২ এবং ৭ মার্চ ২০২৩ তারিখে র মধ্যে করা আবেদন গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হবে । জাতীয়তা ও সীমানা আইন ২০২২ , যা ২৮ জুন ২০২২-এ কার্যকর হয়েছিল, এর মধ্যে বিধানগুলি শরণার্থীদের দুটি গ্রুপের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য কাঠামো নির্ধারণ করেছে যারা শেষ পর্যন্ত যুক্তরাজ্যে থেকে যায় তা হচ্ছে : "গ্রুপ ১" এবং "গ্রুপ ২"।

গোষ্ঠীগুলিকে আলাদা করার প্রাথমিক ভাবে থাকার অনুমতি দেওয়া: গ্রুপ ১ শরণার্থীদের সাধারণত পাঁচ বছর থাকার জন্য শরণার্থী অনুমতি দেওয়া হয়, তারপরে তারা ইনডেফিনিট লিভের জন্য আবেদন করতে পারে, যেখানে গ্রুপ ২ শরণার্থীদের সাধারণত অস্থায়ী শরণার্থী অনুমতি দেওয়া হয় বন্দোবস্তের জন্য ১০ বছরের পথে ৩০ মাস থাকার অনুমতি দেয়া হয় ।

ভিন্ন নীতির উদ্দেশ্য ছিল অভিবাসীদের অপরাধমূলক চোরাচালানকারীদের ব্যবহার থেকে নিরুৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে যুক্তরাজ্যে অবৈধ ভ্রমণ বন্ধ করা । এই সঠিক পদ্ধতি ছিল. তারপর থেকে, অন্যান্য দেশের মতো যুক্তরাজ্যের সামনে চ্যালেঞ্জের মাত্রা বেড়েছে - এবং সেই কারণেই সরকার অবৈধ অভিবাসন বিল চালু করেছে। বিলটি যুক্তরাজ্যে অবৈধ প্রবেশ রোধ করার জন্য আগের চেয়ে আরও এগিয়ে যায়, যাতে ইউকেতে একমাত্র মানবিক পথ একটি নিরাপদ এবং আইনি মাধ্যমে হয়। নিরাপদ দেশগুলির মাধ্যমে অবৈধভাবে যুক্তরাজ্যে আসা লোকেদের সাথে আমরা কীভাবে আচরণ করি, তাদের আশ্রয় এবং মানবাধিকারের দাবিগুলি (তাদের স্বদেশের ক্ষেত্রে) অগ্রহণযোগ্য করে এবং তাদের অপসারণের জন্য স্বরাষ্ট্র সচিবের উপর দায়িত্ব আরোপ করে বিলটি আমূল সংশোধন করবে। এই পদ্ধতিটি একই সমস্যা মোকাবেলা করার একটি যথেষ্ট শক্তিশালী উপায় প্রতিনিধিত্ব করে যেটি ডিফারেন্সিয়েশন পলিসি মোকাবেলা করতে চেয়েছিল: লোকেরা যুক্তরাজ্যে এসাইলাম দাবি করার জন্য নিরাপদ দেশগুলির মধ্য দিয়ে বিপজ্জনক এবং অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ করে।

লন্ডন মেয়র পদে শর্ট লিস্টেড হলেন

বাকি দু'জন হলেন কনজারভেটিভ পার্টির সুসান হল এবং ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর সাবেক উপদেষ্টা ও প্রযুক্তি ব্যবসায়ী ড্যানিয়েল করস্কি।

আগামী ১৯ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়ান্ত প্রার্থীর নাম জানা যাবে।

বরিশালে জন্ম নেওয়া মোজাম্মেল হোসেন ১৯৯৫ সালে ২১ বছর বয়সে ব্রিটেনে আসেন। আইন বিষয়ে লেখাপড়া করেন লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ে। ২০০১ সালে বার এট ল ডিগ্রি অর্জন করা এই পেশাদার আইনজীবী ২০১৯ সালে ব্রিটেনের কুইনস কনসাল নিযুক্ত হন।বাংলাদেশের বরিশালে জন্ম নেওয়া মোজাম্মেল হোসেন যুক্তরাজ্যে পাড়ি জমান গত শতকের নব্বইয়ের দশকের শুরুতে। ১৯৯৬ সালে যুক্তরাজ্যের নাগরিকত্ব অর্জন করেন তিনি। লন্ডনের লিঙ্কনস' ইন থেকে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া মোজাম্মেল হোসেন বর্তমানে যুক্তরাজ্যের অন্যতম শীর্ষ অপরাধ বিষয়ক আইনজীবী এবং ব্রিটেনের রাজপরিবারের আইনজীবী প্যানেলের সদস্য। তিনি রাজপরিবারের আইনজীবী প্যানেলেরও সদস্যপদ পেয়েছেন।গতকাল মঙ্গলবার (১৩ জুন) ডেইলি সানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে লন্ডনে আলোচিত এই আইনজীবী বলেছেন তার শৈশবের পারিবারিক অসচ্ছল জীবনযাপন আর আর্থিক দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামের কথা। আত্মপ্রত্যয়ী এ রাজনীতিবিদ বলেন, ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত তার নিজের এক জোড়া জুতা ছিল না।

মোজাম্মেল হোসেন বলেন, লন্ডন শহর আমাকে তৈরি করেছে, প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। আমার যা কিছু আছে, সব এই লন্ডন শহর থেকে পেয়েছি। লন্ডনের মেয়র নির্বাচিত হলে লন্ডনকে নিরাপদ ও জনবান্ধব নগরী হিসেবে বিনির্মাণ করতে চাই।তিনি বলেন, মোজাম্মেলের বেড়ে ওঠা আর সংগ্রামী জীবন লন্ডনের তরুণ প্রজন্মকে নিঃসন্দেহে অনুপ্রাণিত করার মতো। বাংলাদেশিদের উচিত দল-মতনির্বিশেষে তাকে সমর্থন করা।

৪ দশকে বৈরী আবহাওয়ায় ইউরোপে

ইউরোপকে তার বয়স্ক জনসংখ্যা রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে, বিশেষ করে প্রবীণরা চরম তাপের প্রতি সংবেদনশীল।

সংস্থাটি বলেছে, 'বেশিরভাগ জাতীয় অভিযোজন নীতি এবং স্বাস্থ্য কৌশলগুলো কার্ডিওভাসকুলার এবং শ্বাসযন্ত্রের সিস্টেমে তাপের প্রভাবগুলোকে গুরুত্ব দেয়, তবে অর্ধেকেরও কম ডিহাইড্রেশন বা হিট স্ট্রোকের মতো তাপের প্রত্যক্ষ প্রভাবগুলোকে কভার করে।'

২০২২ সালের গ্রীষ্মে বারবার তাপপ্রবাহের কারণে ইউরোপে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মৃত্যু দেখা গেছে, তবে ২০২২ সালের মৃত্যুর তথ্য বুধবার প্রকাশিত ডেটাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

ইইএ বলেছে, ২০১৬-২০১৯ সালের মাসিক গড় তুলনায় ২০২২ সালের জুলাই মাসে ৫৩,০০০ বেশি মৃত্যু হয়েছে, যা ১৬ শতাংশ বেশি। যদিও এই সব মৃত্যু সরাসরি তাপের জন্য দায়ী নয়।

জুন, জুলাই এবং আগস্ট মাসে প্রচন্ড গরমের কারণে স্পেনে ৪,৬০০ জনের বেশী লোকের মৃত্যুর রেকর্ড করা হয়েছে।

ইইএ বলেছে, মানুষের দ্বারা সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন ২০২২ সালে খরার ঝুঁকি পাঁচ বা ছয়গুণ বাড়িয়েছে, এ বছরে সাম্প্রতিক বছরগুলোর তুলনায় দাবানল দ্বিগুণ বেশি অঞ্চলকে ধ্বংস করেছে। খরার জন্য আমাদের আরো চরম মূল্য দিতে হতে পারে। শতাব্দীর শেষ প্রান্তে যদি এই গ্রহটিতে তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যায় তাহলে অর্থনৈতিক ক্ষতি প্রতি বছর বর্তমান নয় বিলিয়ন ইউরো থেকে বেড়ে শতাব্দীর শেষে ২৫ বিলিয়ন ইউরো হতে পারে।

পদ্মা সেতুতে ৭৫৮ কোটি টাকা টোল

আলী ফরাজীর প্রশ্নের জবাবে সড়ক পরিবহন মন্ত্রী বলেন, দেশের প্রথম বিআরটি ব্যবস্থা দ্রুত চালুর জন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে। গত ৩১ মে পর্যন্ত পূর্ত কাজের অগ্রগতি ৮৯ দশমিক ৭৭ শতাংশ। আগামী অক্টোবর মাসের মধ্যে বিআরটি সিস্টেমের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরুর পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে।

হাজী মো. সেলিমের এক প্রশ্নের জবাবে বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী জানান, বিশ্বের ১৩৫টি দেশে প্রতিবছর ৭ লাখ ৫০ মেট্রিক টন পাট ও পাটজাত পণ্য রফতানি হয়ে থাকে। রফতানিকারক দেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্যড় ভারতে প্রতি বছর প্রায় ৮০ হাজার, ইরানে ৬০ হাজার, চীনে ৮০ হাজার, মিশরে ৪০ হাজার, ইন্দোনেশিয়ায় ৩০ হাজার, উজবেকিস্তানে ৫ হাজার মেট্রিক টন পাট ও পাটজাত পণ্য রফতানি হয়ে থাকে।

যুক্তরাজ্যকে ধন্যবাদ জেলেনস্কির

আগেই কিয়েভে হামলা করেছে রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র। এতে শিশুসহ ১১ জনের প্রাণ গেছে।

পদত্যাগ করলেন বরিস জনসন

হলেন সেলবি অ্যান্ড আইনস্টির এমপি নাইজেল এডামস। কেন পদত্যাগ করেছেন সে বিষয়ে কিছু বলেননি। তিনি ছিলেন জনসনের সরকারে দপ্তরবিহীন মন্ত্রী। এর ফলে কনজার্ভেটিভ দলের জন্য একটি তৃতীয় উপনির্বাচন ঘটিয়ে আসছে। ওদিকে শুক্রবার পদত্যাগ করেছেন নাদিন ডোরিস। এ কথা লিখেছে অনলাইন বিবিসি। কোভিড -১৯ মহামারীকালে পার্টি করার অভিযোগ আছে জনসনের বিরুদ্ধে। তা নিয়ে কমন্স প্রিভিলেজেস কমিটি তদন্ত করছে।

তারা তদন্ত করে দেখছে ডাউনিং স্ট্রিটে তিনি লকডাউন লংঘন করে কমন্সকে বিভ্রান্ত করেছেন কিনা। ওই কমিটির রিপোর্ট আগেই দেখেছেন বরিস জনসন। তারপর পদত্যাগের ঘোষণা দিলেন। তিনি অবশ্য বলেছেন, পার্টিগেট কেলেংকারিতে তাকে জোরপূর্বক পার্লামেন্টের বাইরে রাখা হলো। পার্লামেন্ট ত্যাগ করা খুবই দুঃখজনক বলে তিনি দাবি করেন। দিয়েছেন একটি দীর্ঘ বিবৃতি। তাতে জনসনবিরোধীদের তাকে তাড়ানোর চেষ্টা করার জন্য অভিযুক্ত করেছেন এবং ইঙ্গিত দিয়েছেন, তার 'রোলারকোস্টার' রাজনৈতিক ক্যারিয়ার এখনও শেষ হয়নি। এ খবর দিয়েছে অনলাইন ইন্ডিয়া টুডে, বিবিসি।

৫৮ বছরের জনসন বলেন, তিনি কমিটির কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছেন, যা স্পষ্ট করে দিয়েছে সংসদ থেকে বের করে দেয়ার জন্য তার বিরুদ্ধে মামলা সাজানো হচ্ছে। তিনি বলেন, সত্য যাই-ই হোক না কেন, শুরু থেকেই ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আমাকে দোষী প্রমাণ করা।

সরকার ও বিরোধী দলের সদস্যদের নিয়ে যে কমিটি গঠন করা হয়েছে, তাকে 'ক্যাঙারু কোর্ট' বলেও উল্লেখ করেন তিনি। এই পদত্যাগ হাউজ অফ কমন্সে একটি শহরতলির লন্ডন আসনের আইন প্রণেতা হিসাবে জনসনকে প্রতিস্থাপন করার জন্য বিশেষ নির্বাচনের সূত্রপাত করবে।

জনসন, যার ক্যারিয়ারে একাধিক কেলেঙ্কারি রয়েছে, ২০১৯ সালে কনজারভেটিভদের হয়ে জয় এনে দেবার পর তিন বছরেরও কম সময় পরে তার নিজের দল তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। তিনি ২০২০ এবং ২০২১ সালে সরকারি ভবনগুলিতে মহামারী লকডাউন নিয়ম লঙ্ঘনকারী বেশ কয়েকটি জমায়েত সম্পর্কে সংসদে বিভ্রান্তিকর বিবৃতি দিয়ে হাউজ অব কমন্স স্ট্যান্ডার্ড কমিটির তদন্তের মুখে পড়েন। জনসন সংসদকে বিভ্রান্ত করার কথা স্বীকার করেছেন, যদিও তার দাবি তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে তা করেননি।

কমিটি আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তার রিপোর্ট প্রকাশ করবে বলে আশা করা হয়েছিল, এবং জনসন ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হলে তাকে হাউজ অব কমন্স থেকে বরখাস্ত করা হতে পারে এমনটাও শোনা গিয়েছিলো। পদত্যাগ করার মাধ্যমে, তিনি একটি স্থগিতাদেশ এড়াতে পারেন, যা তাকে তার ভোটারদের দ্বারা কমন্স আসন থেকে অপসারিত করে ভবিষ্যতে আবার সংসদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ এনে দেবে। তার পদত্যাগের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তিনি সেই বিকল্প নিয়ে চিন্তা করছেন। ২০২২ সালের জুলাই মাসে জনসন সরকারের ট্রেজারি প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন ঋষি সুনাক। এর মধ্য দিয়েই ঋষি সুনাক নজরে আসেন, যা জনসনকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। জনসন দাবি করেছেন, গত বছর যখন আমি অফিস ছেড়েছিলাম তখন সরকার নির্বাচনে মাত্র কয়েক পয়েন্ট পিছিয়ে ছিল। সেই ব্যবধান এখন ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে। জনসনের মেয়াদের শেষ মাসগুলিতে কনজারভেটিভদের পোল রেটিংগুলি হ্রাস পেয়েছে এবং পুনরুদ্ধার হয়নি। তবে শেষে একটি কথা বলা যায় বরিসের বিরুদ্ধে এই তদন্ত শুরু হওয়ায়, চরম অস্বস্তিতে পড়েছে তার দল কনজারভেটিভ পার্টি। এদিকে বিরোধী লেবার পার্টির উপনেতা অ্যাঞ্জেলা রেনার, জনসনের পদত্যাগের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বলেছেন- যথেষ্ট হয়েছে। এই অন্তহীন 'টরি সোপ অপেরা'র সমাপ্তি হোক।

ব্রিটেনের হাউজিং মার্কেটে অশনি

পড়তে পারেন। কিন্তু ভিন্নমত ও মৌলিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে ব্যাংক শুধুমাত্র একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র। ক্রমবর্ধমান ঐকমত্যের মধ্যে যে মুদ্রাস্ফীতি অন্যান্য প্রধান অর্থনীতির তুলনায় যুক্তরাজ্যে আরও জেঁকে বসেছে তার মধ্যে অন্তত আরও একটি হার বৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনা রয়েছে বলে অনুমান করছেন বিশেষজ্ঞরা ।

যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে বড় হাউসবিল্ডাররা বলছেন যে, নতুন বাসার বিক্রয় উচ্চ খরচ এবং কম বন্ধকী হিসাবে কমছে কারণ জীবনযাত্রার ব্যয় সংকট গ্রাহকদের নিরুৎসাহিত করছে। আসলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে লড়াই করায় সুদের হার বাড়ছে।

ওঘএ-এর বিশ্লেষকরা যেমন বলেছেন: গত মাসের শক ইনফ্লেশন রিডিং সুদের হারের প্রত্যাশাকে বাড়িয়ে দিয়েছে, যদিও তারা মনে করেন ইউকে বাজারের তুলনায় সুদের হার অনেক বেশি। বিদ্যমান ল্যান্ড ব্যাংকের শক্তি প্রতিফলিত করে, বিক্রয় বাজারে বর্ধিত অনিশ্চয়তা এবং বর্তমানে জমির বাজারের অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক প্রকৃতি যেখানে সরবরাহ সীমিত রয়েছে।

পুলিৎজার বিজয়ী লেখক ম্যাকার্থির

ম্যাকার্থির জন্ম ১৯৩৩ সালে রোড আইল্যান্ডের প্রভিডেন্সে একটি আইরিশ ক্যাথলিক পরিবারে। তার শৈশব কেটেছে টেনেসির নর্ভিলে। সেখানে তার বাবা আইনজীবী হিসেবে কাজ করতেন, ম্যাকার্থিরা ছয় ভাইবোন ছিলেন।

২০০৭ সালে ম্যাকার্থির দশম উপন্যাস 'দ্য রোড' মর্যাদাপূর্ণ পুলিৎজার পুরস্কার পায়। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৬ সালে। আর ২০০৫ সালে প্রকাশিত 'নো কান্ট্রি ফর ওল্ড মেন' উপন্যাস চলচ্চিত্রে রূপ দেন জোয়েল এবং ইথান কোয়েন। হাভিয়ের বারদেম এবং টমি লি জোন্স অভিনীত সিনেমাটি ছিল একটি ব্যবসা সফল থ্রিলার। সেরা চলচ্চিত্রসহ মোট চারটি বিভাগে অস্কারও জিতেছিল সিনেমাটি।

যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সেরা লেখক ম্যাকার্থির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আরেক মার্কিন লেখক স্টিফেন কিং টুইটারে লিখেছেন- (ম্যাকার্থি) সম্ভবত আমার দেখা আমেরিকার সেরা ঔপন্যাসিক।

ম্যাকার্থিকে 'বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী এবং খ্যাতিমান লেখক' হিসেবে উল্লেখ করেছে তার ব্রিটিশ প্রকাশক প্যান ম্যাকমিলান। মার্কিন এই লেখকের 'দ্য রোড' এবং 'নো কান্ট্রি ফর ওল্ড ম্যান' উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে ব্যবসা চলচ্চিত্রও।

ম্যাকার্থির প্রথম উপন্যাস 'দ্য অর্চার্ড কিপার' ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়। ম্যাকার্থির শেষ দুটি বই 'দ্য প্যাসেঞ্জার' এবং 'স্টেলা মারিস' গত বছরের শেষদিকে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের পাশাপাশি তিনি চিত্রনাট্য ও ছোটগল্পও লিখেছেন।

গ্রিস উপকূলে নৌকা ডুবে ৭৮

হয়েছে। ছয়টি কোস্টগার্ড জাহাজ, একটি নৌবাহিনীর ফ্রিগেট, একটি সামরিক যান ও একটি বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টারসহ বেশ কয়েকটি বেসরকারি জাহাজ নিখোঁজদের সন্ধানে অংশ নেয়।

ইতালিগামী নৌকাটি পূর্ব লিবিয়ার টোব্রুক এলাকা থেকে যাত্রা করেছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, লিবিয়া থেকে ইউরোপ পাড়ি দেওয়ার একটি সাধারণ রুট হচ্ছে ভূমধ্যসাগর। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রায়ই এ পথে ইউরোপ পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করেন অভিবাসন প্রত্যাশীরা। সেখানে প্রায়ই শোনা যায় এমন দুর্ঘটনার খবর। সাম্প্রতিক দুর্ঘটনাগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম।

আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বহু মানুষ নানা সংকটের মধ্যে পড়ে অবৈধভাবে ইউরোপে পাড়ি জমাচ্ছেন। কয়েক বছর ধরে সেই সংখ্যা বহুগুণ বেড়েছে।

আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর সমর্থনে ১৯নং ওয়ার্ডে মহিলা সমাবেশ

সিলেট সিটি করপোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর সমর্থনে ১৯নং ওয়ার্ডে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার রাত ৯টায় রায়নগর সোনারপাড়া আব্দুর রহমান জামিলের বাসভবনের সামনে জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহ সভাপতি সালমা বাসিত এর সভাপতিত্বে ও ১৯নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি আব্দুর রব সায়েম এর সঞ্চালনায় মহিলা সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর সহধর্মিণী হলি চৌধুরী।

বক্তব্যে তিনি বলেন, আমার স্বামী আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী একজন সাধারণ মানুষ। আপনারা যদি ভালবেসে তাকে ভোট দেন তাহলে শুধু নগর ভবনই নয়, আমাদের বাসার দরজা আপনাদের জন্য সব সময় খোলা থাকবে। তিনি নির্বাচিত হলে এই সিলেটে পরিবর্তন আসবে ইনশাআল্লাহ।

সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জাকির হোসেন, সাবেক মেয়র কামরান পত্নী মহানগর মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আসমা কামরান, মহানগর আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক মোঃ আব্দুর রহমান জামিল, হবিগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা নাজরা বেগম, সিলেট জেলা পরিষদের সদস্য ও যুবলীগ নেত্রী সুষমা সুলতানা রুহী, অরুণ পাল ঝলক, যুক্তরাজ্য যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জামাল আহমদ খান, জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য আব্দাল মিয়া, হুরায়রা ইফতার হোসেন, মহানগর আওয়ামী লীগের সদস্য খলিল আহমদ প্রমুখ।

বাংলাদেশ ও সুইজারল্যান্ডের মধ্যে

লক্ষ্য হচ্ছে-গবেষণা ও উদ্ভাবনে সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য জুরিখের এই ইনস্টিটিউটের সাথে বাংলাদেশের নতুন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংযুক্ত করা।

দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়টি যুক্ত করা হয়েছে, কারণ, তারা (সুইজারল্যান্ড) বাংলাদেশ থেকে দক্ষ জনশক্তি- বিশেষ করে মেডিকেল ও আইটি খাত থেকে জনশক্তি আমদানি করতে চায়।

সেই লক্ষ্যে সুইজারল্যান্ড বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানের অধীনে বাংলাদেশে প্রাথমিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেবে ও পরবর্তীতে এই দক্ষ জনশক্তি সেদেশে নিয়োগ দেবে।

হুমকীর মুখে বিশ্বব্যাপী খাদ্যনিরাপত্তা

পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন স্থানীয় কর্মকর্তারা। দেশটির কৃষি মন্ত্রণালয় সতর্ক করেছে যে, দক্ষিণ ইউক্রেনের মাঠগুলো আগামী বছরের শুরুর দিকেই 'মরুভূমিতে পরিণত হতে পারে'। কারণ কাখোভকা জলাধারের ওপর নির্ভরশীল সেচ ব্যবস্থাগুলো আর কাজ করছে না। ইউক্রেনীয় কৃষি মন্ত্রণালয় আরো জানিয়েছে, যুদ্ধের আগে ওই এলাকার ৩১টি সেচব্যবস্থার মাধ্যমে ৫ লাখ ৮৪ হাজার হেক্টর কৃষিজমিতে পানি সরবরাহ করা হতো। এই পানির একমাত্র উৎস ছিল কাখোভকা জলাধার। তবে স্যাটেলাইটের বেশ কিছু ছবি থেকে বাঁধে বিস্ফোরণের মতো কিছু একটা হতে দেখা গেছে। কিন্তু সেখানে আসলে কী ঘটেছে তা এখনো জানা সম্ভব হয়নি। জাতিসংঘের সহায়তা বিষয়ক প্রধান মার্টিন গ্রিফিথস বলেন, এই বাঁধ ধসে পড়ার কারণে খাদ্য নিরাপত্তার ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়তে পারে। তিনি বলেন, এটা শুধু ইউক্রেনের জন্য নয় বরং, পুরো বিশ্বের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ইতিমধ্যেই খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে সংকটে আছি। আমি নিশ্চিত খাদ্যের দাম এখন আরো বাড়বে।

তিনি বলেন, এটা প্রায় অনিবার্য যে আমরা পরবর্তী ফসল বপন, উৎপাদন এবং ফসল কাটার ক্ষেত্রে বড় ধরনের সমস্যা দেখতে যাচ্ছি। তাই আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তাতে বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তার ওপর একটি বড় প্রভাব পড়তে যাচ্ছে এবং এটাই ঘটতে চলেছে। বিশ্বের দুটি প্রধান খাদ্য উৎপাদনকারী দেশ হচ্ছে ইউক্রেন এবং রাশিয়া। গম, বার্লি, ভুট্টা, সরিষা, সরিষার তেল, সূর্যমুখীর বীজ এবং সূর্যমুখী তেলের বাজারে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী এই দুই দেশ।

গ্রিফিথ বলেন, প্রায় ৭ লাখ মানুষ পানির জন্য এই বাঁধের পেছনের জলাধারের ওপর নির্ভরশীল। তিনি বলেন, বিশুদ্ধ পানি ছাড়া মানুষ রোগে আক্রান্ত হবে এবং শিশুরা এমন পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। তিনি আরো বলেন, বেসামরিক অবকাঠামোতে এ ধরনের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি জেনেভা কনভেনশনসহ আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। যে বা যারা এটা করেছে, তারা জেনেভা কনভেনশন লঙ্ঘন করেছে।

বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত

গোবাল টাইমসের প্রশ্ন এবং তার জবাবে ওয়েনবিনের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে।

গোবাল টাইমসের প্রশ্নে বলা হয়, সম্প্রতি আমরা লক্ষ করেছি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে বলেছেন, র‍্যাবের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা বিভ্রান্তিকর এবং এই নিষেধাজ্ঞা একটি খেলার মতো। তিনি বলেছেন, যে কোনো দেশের সরকার পতনের ক্ষমতা তাদের রয়েছে। বাংলাদেশ নিষেধাজ্ঞাকে ভয় পায় না এবং তিনি অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দিয়েছেন যেন বাংলাদেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রদানকারী দেশ থেকে কিছু কেনা না হয়।

জবাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক মন্তব্যগুলো আমাদেরও নজরে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে একটি দেশ নিজেদের বর্ণবৈষম্য, বন্দুক সহিংসতা ও মাদকের বিস্তারের সমস্যার দিকে চোখ বন্ধ রেখে দীর্ঘ দিন ধরে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের অজুহাতে বাংলাদেশসহ অনেক উন্নয়নশীল দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুধু বাংলাদেশের জনগণেরই বলিষ্ঠ অবস্থানের কথা বলেননি, তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশের বিশেষত উন্নয়নশীল বিশ্বের মনের কথা বলেছেন।

ওয়াং ওয়েনবিন আরও বলেন, চীন ও বাংলাদেশ ঐতিহ্যগতভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী দেশ। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা, ভৌগোলিক অখণ্ডতা, স্বাধীন অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতি বজায় রাখা এবং জাতীয় বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়নের পথ অবলম্বনে আমরা দৃঢ়ভাবে দেশটিকে সমর্থন করি। সব ধরনের আধিপত্যবাদ ও ক্ষমতার রাজনীতির বিরোধিতা, জাতিসংঘকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সমুন্নত রাখা (জাতিসংঘ সনদের লক্ষ্য ও নীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মৌলিক রীতি নীতি এবং আন্তর্জাতিক আইনের নিরিখে তৈরি হওয়া আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা) এবং মানবজাতির জন্য অভিন্ন ভবিষ্যতের একটি কমিউনিটি গড়ে তুলতে বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে একত্রে কাজ করতে আমরা প্রস্তুত রয়েছি।

বিশ্বে ১১ কোটি লোক বাস্তুচ্যুত

ইউএনএইচসিআর তার গোবাল ট্রেন্ডস ইন ফোর্সড ডিসপ্লেসমেন্ট নামক বার্ষিক রিপোর্টে বলেছে, গত বছরের শেষ নাগাদ ১০ কোটি ৮৪ লাখ লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছে। ২০২১ সালের তুলনায় এ সংখ্যা ১ কোটি ৯১ লাখ বেশি।

এর পর সুদানে সংঘাত শুরুর কারনে নতুন করে বাস্তুচ্যুতি ঘটায় মে মাস নাগাদ এ সংখ্যা দাঁড়ায় ১১ কোটিতে।

জেনেভায় এক সংবাদ সম্মেলনে ইউএনএইচসিআরের প্রধান ফিলিপ্পো গ্রান্ডি বলেছেন, সংঘাত, নিপীড়ন, দ্বন্দ্ব ও বৈষম্যের কারনে বিশ্বের ১১ কোটি লোক বাস্তু-চ্যুত হয়েছে। এটি আমাদের বিশ্ব পরিস্থিতির একটি নিন্দনীয় অবস্থা বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বিশ্বে ২০২২ সালে ৩ কোটি ৫৩ লাখ লোক নিজ দেশ ছেড়ে বিদেশে পালিয়েছে। এছাড়া ৬ কোটি ২৫ লাখ আভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

ফিলিপ্পো গ্রান্ডি আশংকা করে বলেন, এ সংখ্যা আরো বাড়তে পারে।

খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার উন্নতি

ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন।

জাহিদ হোসেন জানান, খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রতিবেদন পর্যালোচনা করেছেন চিকিৎসকরা। অধ্যাপক সাহাবুদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বাধীন মেডিকেল বোর্ডের সদস্যরা বিভিন্ন পরীক্ষার প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে তাকে ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন।

চিকিৎসক আরও জানান, খালেদা জিয়া যেদিন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন সেদিনের তুলনায় এখন ভালো আছেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থার ওপর সার্বক্ষণিক নজর রাখছেন চিকিৎসকরা।

হঠাৎ জ্বর ও পেটব্যথায় অসুস্থ বোধ করলে বিএনপি নেত্রীকে গত সোমবার রাত দেড়টার দিকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এর আগে গত ২৯ এপ্রিল নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি।

খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, কিডনি, ফুসফুস, চোখের সমস্যাসহ নানা জটিলতায় ভুগছেন।

নটিংহামের রাস্তা থেকে তিনজনের

স্থানীয় সময় মঙ্গলবার ভোর চারটার দিকে এসব ঘটনার খবর পায় পুলিশ। এরপর সতর্কবার্তা জারি করা হয় এবং এমন গাড়িচাপার ঘটনা এড়াতে নটিংহাম শহর লকডাউন করা হয়।

পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তারা ভোর চারটার দিকে খবর পায়, একটি রাস্তায় দুজনের মরদেহ পাওয়া গেছে। ঠিক এর কাছাকাছি সময় আরেকটি স্থান থেকে খবর পায়, এক ব্যক্তি গাড়ি চাপা দিয়ে তিনজনকে হত্যার চেষ্টা করেছেন। প্রথম ঘটনাস্থল থেকে দ্বিতীয় ঘটনাস্থল খুব দূরে ছিল না। এ ছাড়া নটিংহাম সিটি সেন্টারের পাশে আরেকজনের মরদেহ পাওয়া যায়।

নটিংহাম পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় আহত তিনজনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

দুর্ঘটনার পর সেখানকার চিফ কনস্টেবল কেট মেনেল বলেন, এটা ভয়ংকর এবং বেদনাদায়ক ঘটনা। তিনি বলেন, 'আমরা ধারণা করছি, তিনটি ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে। আমরা একজনকে আটক করেছি। তদন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। ঠিক কী ঘটেছে, তা জানতে চেষ্টা করছে গোয়েন্দা দল।'

এদিকে সন্দেহভাজন যাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁর বয়স ৩১ বছর। পুলিশ বলছে, এর সঙ্গে কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের যোগসূত্র নেই।

টাওয়ার হ্যামলেটস সিমেট্রি পার্কের

এরিককে কমপক্ষে ২৮ বছর কারাগারে থাকতে হবে।

এই দন্ড ঘোষণার পর এক বিবৃতিতে টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "আমি আশা করি আজকের এই দণ্ডাদেশ ঘোষণা রঞ্জিত কঙ্কনামালাগের পরিবার-পরিজন ও বন্ধুদের জন্য কিছুটা হলেও স্বস্তি ও ন্যায়বিচার নিয়ে আসবে। রঞ্জিতের নৃশংস হত্যাকাণ্ড টাওয়ার হ্যামলেটস সহ বৃহত্তর কমিউনিটিতে গভীর প্রভাব ফেলেছিলো।

তিনি বলেন, "টাওয়ার হ্যামলেটসে ঘৃণার কোন স্থান নেই এবং যেকোন ধরনের উগ্রবাদ ও বর্ণবাদকে আমরা সম্মিলিতভাবে মোকাবেলা করে যাবো। কমিউনিটির সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, সকল ধরনের ঘৃণা ও বৈষম্য মোকাবেলা করতে এবং এলজিবিটিকিউ+ লোকজন সহ সকল কমিউনিটির ন্যায্যতা, বৈচিত্রতা অন্তর্ভূক্তির চেতনাকে সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠায় আমরা পুলিশ সহ সকল অংশীদারদের সাথে কাজ করে যাচ্ছি।

যে কোন ধরনের ঘৃণামূলক অপরাধের শিকার হলে, সাথে সাথে তা রিপোর্ট করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

টেনশন মনিটরিং গ্রুপে টাওয়ার হ্যামলেটস ইন্টারফেইথ ফোরামের প্রতিনিধি লিওন সিলভার বলেন, "শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বাস করার, অপব্যবহার, বৈষম্য ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত থাকার অধিকার রয়েছে প্রতিটি মানুষের। আমি রঞ্জিত কঙ্কনামালাগে-এর ভয়ঙ্কর সমকামী হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানাই, এবং আন্তরিকভাবে আশা করি যে এই দণ্ডাদেশ রঞ্জিতের পরিবার এবং বন্ধুদের অন্তত কিছুটা ব্যথা কমাতে সাহায্য করবে।"

টাওয়ার হ্যামলেটস ক্রাইম রিডাকশন টিম জিতেছে ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ড

লোকাল গভর্নমেন্ট ক্রনিকল (এলজিসি) ইউকে অ্যাওয়ার্ড ২০২৩-এর উদ্ভাবন বিভাগে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ক্রাইম রিডাকশন টিম জয়লাভ করেছে। উদ্ভাবনের পাশাপাশি, এই পুরস্কারটি এমন কাজের স্বীকৃতি দেয় যা বাসিন্দাদের এবং বৃহত্তর কমিউনিটির জন্য আরও ভাল ফলাফল প্রদানের জন্য এই সার্ভিসের গুরুত্বকেই তুলে ধরে।

বারার তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের, যারা প্রায়ই সহিংসতা ও মাদক সংক্রান্ত ক্ষতির শিকার হয় এবং কমিউনিটির সবচেয়ে প্রান্তিক ব্যক্তিদের সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করায় কাউন্সিলের ক্রাইম রিডাকশন টিম এই জাতীয়ভিত্তিক এওয়ার্ড লাভ করেছে।

'সহিংসতা অনিবার্য নয় প্রতিরোধযোগ্য' এই বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ক্রাইম রিডাকশন টিম সদস্যরা সহায়তা সার্ভিস এবং কমিউনিটির হস্তক্ষেপের মাধ্যমে যুবকদের নেভিগেট বা সঠিক পথে পরিচালনা করে এবং তাদের অপরাধ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। কমিউনিটির সম্পৃক্ততার মত অনন্য সুযোগ বা গোল্ডেন থ্রেডকে কাজে লাগিয়ে এই টিম জীবন বাঁচানো, আরও ভাল জীবনের সুযোগ প্রদান এবং অংশীদারিত্বের হস্তক্ষেপ দ্বারা প্রদত্ত সুযোগগুলিকে সর্বাধিক করা থেকে বিস্তৃত করে থাকে।

এই দলের কাজের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে সহিংসতার শিকার দুর্বলদের রক্ষা করা। তারা সহিংসতা, মাদকজাতীয় পণ্যের অপব্যবহার, অপরাধমূলক কাজ থেকে রক্ষা করা এবং মানসিক স্বাস্থ্যের চাহিদা পূরণে সহায়তা করে থাকে।

উদ্ভাবনী সার্ভিসটি সহিংসতার ঝুঁকিতে থাকা তরুণদেরকে রয়্যাল লন্ডন হাসপাতাল, সোশ্যাল কেয়ার সার্ভিসেস, ভলান্টারি এন্ড কমিউনিটি সেক্টর (ভিসিএস) এবং স্থানীয় কমিউনিটির সাথেও সংযুক্ত করে।

টিম থেকে নিযুক্ত হাসপাতালের নেভিগেটরকে রয়্যাল লন্ডন হাসপাতালের জরুরী বিভাগের মধ্যে এমবেড করা হয়েছে, যা হাসপাতালটিকে স্থানীয় কমিউনিটির সাথে সংযুক্ত করেছে। তারা মাদকের ওভারডোজ এবং অপব্যবহার, আত্ম-ক্ষতি বা মাদকের সংঘাতের সাথে যুক্ত সহিংসতার ফলে ভর্তি হওয়া তরুণদের সহায়তা দিতে কাজ করে থাকে।

দলের কমিউনিটি নেভিগেটররা বাংলা এবং সিলেটি ভাষায় কথা বলে থাকেন এবং তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের ও তাদের অপরাধী পরিচালকদের সাথে কমিউনিটির বাইরেও কাজ করেন। এই তরুণদেরকে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা ও অপরাধের ঘূর্ণায়মান দরজা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়াটা নিশ্চিত করতে তারা সাহায্য করেন। তাদের কাজ পরিষেবাগুলির সাথে যুক্ততা বাড়ায় এবং ইতিবাচক বিশ্বস্ত সম্পর্ক এবং আরও ভাল জীবন সম্ভাবনার বিকাশে সহায়তা করে।

কমিউনিটি এবং হসপিটাল নেভিগেটর এবং ইন্টিগ্রেটেড অফেন্ডার ম্যানেজমেন্ট টিমের মধ্যে অংশীদারিত্ব ড্রাগ চিকিৎসা সেবাগুলির ব্যবহারকারী ঝুঁকিপূর্ণ তরুণদের সংখ্যা বাড়িয়েছে। আগে এই সংখ্যা ছিলো ৫৮ শতাংশ, যা এখন ৭৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। উপরন্তু, যারা শিক্ষা প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান সার্ভিসগুলোর সাথে জড়িত তাদের সংখ্যা ৩৭ শতাংশ থেকে ৫৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

ক্রাইম রিডাকশন টিমের সাফল্য তাদের উদ্ভাবনী হওয়ার এবং সম্পূর্ণ সিস্টেম পদ্ধতি গ্রহণের কার্যকারিতা প্রদর্শন করে।

২৪ জুন 'প্ল্যানিং বাই শেখস'র আয়োজনে মে ফেয়ার ভেন্যুতে ঈদ গালা ২০২৩

লণ্ডন, ৯ জুন: আগামী ২৪ জুন শনিবার পূর্ব লন্ডনের মে ফেয়ার ভেন্যুতে ঈদুল আযহা উপলক্ষে ঈদ গালা ২০২৩ নামে ঈদ মেলার আয়োজন করেছে 'প্ল্যানিং বাই শেখস'। ঈদ মেলা উপলক্ষে গত ৮ জুন বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে 'প্ল্যানিং বাই শেখস' এর ডিরেক্টরস ও কর্মকর্তারা।

"প্ল্যানিং বাই শেখস" এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ব্যারিস্টার শেখ মাহারিন শওকত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পেশ করেন। এ সময় পাশে উপস্থিত ছিলেন 'প্ল্যানিং বাই শেখস' এর হেড অব মিডিয়া এন্ড মার্কেটিং কিশোয়ার মুনিয়া এবং হেড অবপ্রমোশন শাহনাজ শিমুল।

লিখিত বক্তব্যে শেখ মাহারিন শওকত বলেন, আইন পেশা এবং আইন বিষয়ক পড়াশোনার পাশাপাশি ছোটবেলা থেকেই জনসামাজিক এবং জনকল্যাণমূলক কাজের পরিবেশে আমার বেড়ে ওঠা। সেখান থেকে মূলত বিভিন্ন সামাজিক কাজে জড়িত থাকা এবং সক্রিয়ভাবে ভূমিকা রাখার ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা থেকেই যারা স্বল্প পরিসরে ব্যবসা করেন বা করতে চান এবং সামাজিক এবং পারিবারিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে চান তাদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করি ২০১৯ সালে। আর সেই প্ল্যাটফর্মটির নাম দেই 'প্ল্যানিং বাই শেখস'। এই 'প্ল্যানিং বাই শেখস' এর আয়োজনে ২০১৯ সালে আমরা 'ঈদ গালা' এবং 'বসন্ত বিলাস' নামে দু'টি বড় ইভেন্টের আয়োজন করি। এছাড়া বাংলাদেশের বিজয় দিবস উপলক্ষে ভিক্টোরিয়া কার্নিভাল নামে ২০২০ ও ২০২১ সালে দু'টি ইভেন্টের আয়োজন করি। ওই ইভেন্টগুলোতে প্রায় ৭০ থেকে ৮০ টি স্টলের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন শ্রেনীর মানুষ আয়ের নতুন মাধ্যমে ভীষন উদ্দীপনা পায়। শুরু থেকেই আমাদের যাত্রার মূল লক্ষ্য ছিল সমাজে নারীদেরকে প্রতিষ্ঠা করতে কিছুটা অবদান রাখা। অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের ওই ফ্ল্যাটফর্ম সমাজের অনেক মানুষের ব্যবসায়িক উন্নয়ন এবং আয়ের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়।

তিনি আরও বলেন, "প্লানিং বাই শেখস" মূলত ছোট-বড় অনলাইন উদ্যোক্তাদের জন্য তিনদিন ব্যাপী ইনডোর মেলার আয়োজন করে, যা বাংলাদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। বাংলাদেশের প্রায় ২০টিরও বেশি সফল মেলার মাধ্যমে "প্ল্যানিং বাই শেখস" অর্জন করেছে মানুষের আস্থা, ভালোবাসা এবং খ্যাতি। তারই ধারাবাহিকতায় দেশের সীমানা পেরিয়ে "প্ল্যানিং বাই শেখস" প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মেলার আয়োজন করেছে। বাংলাদেশের আস্থাকে পুঁজি করে 'প্ল্যানিং বাই শেখস' ব্রিটেনের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে আগামী ২৪ শে জুন শনিবার চেডওয়েল হিথের মে-ফেয়ার ভ্যানুতে (পোস্ট কোড: জগ৬ ৪ইউ) আয়োজন করেছে 'ঈদগালা ২০২৩'। মেলা চলবে দুপুর বারোটা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত। মেলায় প্রবেশ একদম ফ্রি, সারাদিনব্যাপী উৎসবমুখর পরিবেশে চলবে ঈদের কেনাকাটা। মেলায় থাকবে শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ, গয়না, কসমেটিক, সুগন্ধি, ইসলামিক পোশাক, খাবার, মেহেদিসহ বাচ্চাদের বিভিন্ন বিনোদনের ব্যবস্থা। এছাড়া যে কোন ব্যবসায়ি দোকান বরাদ্দ করতে পারবেন। মেলার ভ্যানুর আশেপাশে প্রায় ৭৫০ টি ফ্রি গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা আছে। পাবলিক ট্রান্সপোর্টেরও রয়েছে সুব্যবস্থা। যারা স্টল বরাদ্দ করবে তাদের জন্য রয়েছে বিভিন্ন আকর্ষণীয় সুযোগ। তাদের ব্যবসাকে আরও বড় করার সুযোগ পাবে তাদের প্রতিষ্ঠানের পরিচয় তুলে ধরে এবং এক্সক্লুসিভ ফটোশুট করতে পারবে তারা। আর মেলায় আগত ব্যবসায়ী, দর্শক ও ক্রেতাদের জন্য থাকবে সবচেয়ে আকর্ষনীয় র‍্যাফেল ড্র এবং পুরস্কার।

তিনি আশা করেন, এবার মেলাতেও অংশগ্রহণকারী সকল বিক্রেতা নারী উদ্যোক্তা এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো উপকৃত হবেন। অনলাইনে গড়ে ওঠা ব্যবসাগুলোকে তাদের কাছে একটি মজবুত আস্থার স্থান গড়ে নিবে এবং মেলায় আগত দর্শনার্থীরাও পরিবার পরিজন নিয়ে ঈদের উৎসবের মেতে উঠবেন। ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের এই আয়োজন সফল করতে তিনি গণমাধ্যমের কর্মীদের সহযোগিতা কামনা করেন।

জমজম কূপ ও কাবাঘরের পূর্বাপর ঘটনা

মাওলানা সাখাওয়াত উল্লাহ

ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, ইবরাহিম (আ.) (আল্লাহর নির্দেশে নির্বাসিত করার লক্ষ্যে) ইসমাঈল এবং তাঁর মাকে নিয়ে বের হলেন। তাঁদের সঙ্গে একটি থলে ছিল, যাতে পানি ছিল। ইসমাঈল (আ.)-এর মা মশক থেকে পানি পান করতেন। ফলে শিশুর জন্য তাঁর স্তনে দুধ বাড়তে থাকে। অবশেষে ইবরাহিম (আ.) মক্কায় পৌঁছে হাজেরাকে একটি বিরাট গাছের নিচে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। অতঃপর ইবরাহিম (আ.) আপন পরিবারের (সারার) কাছে ফিরে চললেন। তখন ইসমাঈল (আ.)-এর মা কিছু দূর পর্যন্ত তাঁর অনুসরণ করলেন। অবশেষে যখন কাদা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন তিনি পেছন থেকে ডেকে বলেন, হে ইবরাহিম! আপনি আমাদের কার কাছে রেখে যাচ্ছেন? ইবরাহিম (আ.) বলেন, আল্লাহর কাছে।

হাজেরা (আ.) বলেন, আমি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর হাজেরা (আ.) ফিরে এলেন, তিনি মশক থেকে পানি পান করতেন আর শিশুর জন্য দুধ বাড়ত। অবশেষে যখন পানি শেষ হয়ে গেল। তখন ইসমাঈল (আ.)-এর মা বললেন, আমি যদি গিয়ে এদিক-সেদিকে তাকাতাম! তাহলে হয়তো কোনো মানুষ দেখতে পেতাম।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর ইসমাঈল (আ.)-এর মা গেলেন এবং সাফা পাহাড়ে উঠলেন আর এদিকে ওদিকে তাকালেন এবং কাউকে দেখেন কি না এ জন্য বিশেষভাবে তাকিয়ে দেখলেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। তখন দ্রুতবেগে মারওয়া পাহাড়ে এসে গেলেন এবং এভাবে তিনি কয়েক চক্কর দিলেন। পুনরায় তিনি বললেন, যদি গিয়ে দেখতাম যে, শিশুটি কী করছে। অতঃপত তিনি গেলেন এবং দেখতে পেলেন যে, সে তার অবস্থায়ই আছে।

সে যেন মরণাপন্ন হয়ে গেছে। এতে তাঁর মন স্বস্তি পাচ্ছিল না। তখন তিনি বলেন, যদি সেখানে যেতাম এবং এদিক-সেদিকে তাকিয়ে দেখতাম। সম্ভবত কাউকে দেখতে পেতাম। অতঃপর তিনি গেলেন, সাফা পাহাড়ের ওপর উঠলেন এবং এদিক-সেদিক দেখলেন এবং গভীরভাবে তাকিয়ে দেখলেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। এমনকি তিনি সাতটি চক্কর পূর্ণ করলেন।

তখন তিনি বলেন, যদি যেতাম তখন দেখতাম যে সে কী করছে। হঠাৎ তিনি একটি শব্দ শুনতে পেলেন। অতঃপর তিনি মনে মনে বললেন, যদি আপনার কোনো সাহায্য করার থাকে তবে আমাকে সাহায্য করুন। হঠাৎ তিনি জিবরাঈল (আ.)-কে দেখতে পেলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি (জিবরাঈল) তাঁর পায়ের গোড়ালি দ্বারা এরূপ করলেন অর্থাৎ গোড়ালি দ্বারা জমিনের ওপর আঘাত করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখনই পানি বেরিয়ে এলো। এ দেখে ইসমাঈল (আ.)-এর মা অস্থির হয়ে গেলেন এবং গর্ত খুঁড়তে লাগলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এ প্রসঙ্গে আবুল কাসিম [রাসুলুল্লাহ (সা.)] বলেছেন, হাজেরা (আ.) যদি একে তার অবস্থার ওপর ছেড়ে দিতেন তাহলে পানি বিস্তৃত হয়ে যেত। বর্ণনাকারী বলেন, তখন হাজেরা (আ.) পানি পান করতে লাগলেন এবং তাঁর সন্তানের জন্য তাঁর দুধ বাড়তে থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর জুরহুম গোত্রের একদল উপত্যকার নিচু ভূমি দিয়ে অতিক্রম করছিল। হঠাৎ তারা দেখল কিছু পাখি উড়ছে। তারা যেন তা বিশ্বাসই করতে পারছিল না আর তারা বলতে লাগল এসব পাখি তো পানি ব্যতীত কোথাও থাকতে পারে না। তখন তারা সেখানে তাদের একজন দূত পাঠাল। সে সেখানে গিয়ে দেখল, সেখানে পানি মজুদ আছে। তখন সে তার দলের লোকদের কাছে ফিরে এলো এবং তাদের সংবাদ দিল। অতঃপর তারা হাজেরা (আ.)-এর কাছে এসে বলল, হে ইসমাঈলের মা। আপনি কি আমাদের আপনার নিকট থাকা অথবা (বর্ণনাকারী বলেছেন), আপনার নিকট বসবাস করার অনুমতি দেবেন? [হাজেরা (আ.) তাদের বসবাসের অনুমতি দিলেন এবং এভাবে অনেক দিন কেটে গেল]। অতঃপর তাঁর ছেলে বয়ঃপ্রাপ্ত হলো। তখন তিনি (ইসমাঈল) জুরহুম গোত্রেরই একটি মেয়েকে বিয়ে করলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, পুনরায় ইবরাহিম (আ.)-এর মনে জাগল তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে (সারাহ) বলেন, আমি আমার পরিত্যক্ত পরিজনের অবস্থা সম্পর্কে খবর নিতে চাই। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি এলেন এবং সালাম দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইসমাঈল কোথায়? ইসমাঈল (আ.)-এর স্ত্রী বলল, তিনি শিকারে গিয়েছেন। ইবরাহিম (আ.) বললেন, সে যখন আসবে তখন তুমি তাকে আমার এ নির্দেশের কথা বলবে, 'তুমি তোমার ঘরের চৌকাঠখানা বদলিয়ে ফেলবে।' ইসমাঈল (আ.) যখন এলেন, তখন স্ত্রী তাঁকে খবরটি জানালেন, তখন তিনি স্ত্রীকে বলেন, তুমি সেই চৌকাঠ। অতএব তুমি তোমার পিতামাতার কাছে চলে যাও।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর ইবরাহিম (আ.)-এর আবার মনে পড়ল। তখন তিনি তাঁর অন্য স্ত্রী (সারাহ)-কে বলেন, আমি আমার নির্বাসিত পরিবারের খবর নিতে চাই। অতঃপর তিনি সেখানে এলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, ইসমাঈল কোথায়? ইসমাঈল (আ.)-এর স্ত্রী বলল, তিনি শিকারে গিয়েছেন। পুত্রবধূ তাঁকে বলেন, আপনি কি আমাদের এখানে অবস্থান করবেন না? কিছু পানাহার করবেন না? তখন ইবরাহিম (আ.) বললেন, তোমাদের খাদ্য ও পানীয় কী? স্ত্রী বলল, আমাদের খাদ্য হলো গোশত আর পানীয় হলো পানি। তখন ইবরাহিম (আ.) দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! তাদের খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের মধ্যে বরকত দিন।'

বর্ণনাকারী বলেন, আবুল কাসিম রাসুল (সা.) বলেছেন, ইবরাহিম (আ.)-এর দোয়ার কারণেই বরকত হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, আবার কিছুদিন পর ইবরাহিম (আ.)-এর মনে তাঁর নির্বাসিত পরিজনের কথা জাগল। তখন তিনি তাঁর স্ত্রী (সারাহ)-কে বললেন, আমি আমার পরিত্যক্ত পরিজনের খবর নিতে চাই। অতঃপর তিনি এলেন এবং ইসমাঈলের দেখা পেলেন, তিনি জমজম কূপের পেছনে বসে তাঁর একটি তীর মেরামত করছেন। তখন ইবরাহিম (আ.) ডেকে বলেন, হে ইসমাঈল! তোমার রব তাঁর জন্য একখানা ঘর নির্মাণ করতে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। ইসমাঈল (আ.) বলেন, আপনার রবের নির্দেশ পালন করুন। ইবরাহিম (আ.) বলেন, তিনি আমাকে এ-ও নির্দেশ দিয়েছেন যে তুমি যেন আমাকে এ বিষয়ে সহায়তা করো। ইসমাঈল (আ.) বলেন, তাহলে আমি তা করব অথবা তিনি অনুরূপ কিছু বলেছিলেন। অতঃপর উভয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ইবরাহিম (আ.) ইমারত (ঘর) বানাতে লাগলেন আর ইসমাঈল (আ.) তাঁকে পাথর এনে দিতে লাগলেন আর তাঁরা উভয়ে এ দোয়া করছিলেন, হে আমাদের রব! আপনি আমাদের এ কাজ কবুল করুন। আপনি তো সব কিছু শোনেন ও জানেন।

বর্ণনাকারী বলেন, এর মধ্যে প্রাচীর উঁচু হয়ে গেল আর বৃদ্ধ ইবরাহিম (আ.) এতটা উঠতে দুর্বল হয়ে পড়লেন। তখন তিনি (মাকামে ইবরাহিম) পাথরের ওপর দাঁড়ালেন। ইসমাঈল তাঁকে পাথর এগিয়ে দিতে লাগলেন আর উভয়ে এ দোয়া পড়তে লাগলেন, হে আমাদের রব! আপনি আমাদের এ কাজটুকু কবুল করুন। নিঃসন্দেহে আপনি সব কিছু শোনেন ও জানেন। (সুরা : আল-বাকারা, আয়াত : ১২৭; বুখারি, হাদিস : ৩৩৬৫)

শিক্ষা

আল্লাহর নির্দেশকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। তাঁর সন্তুষ্টির জন্য প্রয়োজনে স্ত্রী-পুত্রসহ সব কিছু ত্যাগ করতে হবে। সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং তাঁর ওপর ভরসা করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই ধৈর্যহারা হওয়া চলবে না। পরিবার ও সন্তান-সন্ততির জন্য দোয়া করতে হবে। একক নয়; বরং যৌথ উদ্যোগে সামাজিক কাজ সম্পাদন করতে হবে। হাজেরার মতো সুদৃঢ় ঈমানের অধিকারিণী হওয়ার জন্য মা-বোনদের সচেষ্ট হতে হবে। আল্লাহর আনুগত্য ও ধৈর্যের পরিণাম সর্বদা কল্যাণকরই হয়।

পবিত্র কাবা তাওয়াফ করার ফজিলত

মুফতি মুহাম্মদ মর্তুজা

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম আমল হলো পবিত্র কাবাঘরের তাওয়াফ। পবিত্র কোরআনের একাধিক আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের এই পবিত্র ঘরের তাওয়াফ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমনড়সুরা হজের একটি আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, 'তারপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাদের মানত পূর্ণ করে ও তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের।' (সুরা : হজ, আয়াত : ২৯)

এখানে প্রাচীন ঘর বলতে পবিত্র কাবাঘরের কথা বলা হয়েছে।

কাবাঘরের তাওয়াফ এতটাই ফজিলতপূর্ণ ইবাদত যে পবিত্র কোরআনে এর তাওয়াফকে সেখানে নামাজের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, মহান আল্লাহ বলেন, 'আর আমি ইবরাহিম ও ইসমাঈলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম যে তোমারা আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকু-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র করো।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১২৫)

এই আয়াতে মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম তাওয়াফকারীদের কথা উল্লেখ করেছেন। একইভাবে সুরা হজেও মহান আল্লাহ তাওয়াফকারীদের কথা সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'আর আমার ঘরকে পবিত্র রাখবে তাওয়াফকারী, নামাজ কায়েমকারী ও রুকু-সিজদাকারীদের জন্য।' (সুরা : হজ, আয়াত : ২৬)

এগুলো দ্বারা বোঝা যায়, পবিত্র কাবাঘরের তাওয়াফ করা নফল নামাজের চেয়েও ফজিলতপূর্ণ ইবাদত। পবিত্র কাবাঘরের তাওয়াফ ছাড়া হজ-ওমরাহ শুদ্ধ হয় না। কোনো কোনো হাদিসে পবিত্র কাবাঘরের তাওয়াফকে নামাজের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, বাইতুল্লাহর চারদিকে তাওয়াফ করা নামাজ আদায়ের অনুরূপ। তবে তোমরা এতে (তাওয়াফকালে) কথা বলতে পারো। সুতরাং তাওয়াফকালে যে ব্যক্তি কথা বলে সে যেন ভালো কথা বলে। (তিরমিজি, হাদিস : ৯৬০)

অর্থাৎ পবিত্র বাইতুল্লাহর তাওয়াফ নামাজের মতোই মর্যাদাপূর্ণ। তাওয়াফরত অবস্থায় কোনো অনর্থক কথা বলা যাবে না।

একান্ত বলতেই হলে ভালো কথা বলার সুযোগ রয়েছে, অর্থাৎ দোয়া ইত্যাদির বাক্য বলার সুযোগ রয়েছে। এ জন্যই অন্য বর্ণনায় তাওয়াফ অবস্থায় কম কথা বলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তাউস (রহ.) থেকে বর্ণিত, এমন এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যিনি নবী (সা.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, তিনি বলেন, বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করাও সালাতের মতো। অতএব কথা কমই বলবে। (নাসায়ি, হাদিস : ২৯২২)

সঠিকভাবে পবিত্র বাইতুল্লাহর তাওয়াফে দাস মুক্ত করার সমতুল্য সওয়াব পাওয়া যায়। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, আবদুল্লাহ বিন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি রাসুল (সা.) কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করল এবং দুই রাকাত নামাজ পড়ল, তা একটি ক্রীতদাসকে দাসত্বমুক্ত করার সমতুল্য।' (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২৯৫৬)

অন্য হাদিসে তাওয়াফকারীর প্রতিটি কদমে কদমে গুনাহ মাফ ও সওয়াব লেখার কথা বলা হয়েছে। উমাইর (রহ.) থেকে বর্ণিত, ভিড় ঠেলে হলেও ইবনে উমার (রা.) হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানির কাছে যেতেন (তা স্পর্শ করার জন্য)। রাসুল (সা.)-এর অন্য কোনো সাহাবিকে আমি এরূপ করতে দেখি নাই। আমি বললাম, হে আবু আব্দুর রহমান! আপনি ভিড় ঠেলে হলেও এই দুই রুকনে গিয়ে পৌঁছেন, কিন্তু আমি তো ভিড় ঠেলে রাসুল (সা.)-এর অন্য কোনো সাহাবিকে সেখানে যেতে দেখিনি। তিনি বলেন, আমি এরূপ কেন করব না? রাসুল (সা.)-কে আমি বলতে শুনেছি, এই দুটি রুকন স্পর্শ করলে গুনাহসমূহের কাফফারা হয়ে যায়। (সহিহ, তালিকুল রাগিব : ২/১২০)

আমি তাঁকে আরো বলতে শুনেছি, সঠিকভাবে যদি কোনো লোক বাইতুল্লাহ সাতবার তাওয়াফ করে তাহলে তার একটি দাস আজাদ করার সমান সওয়াব হয়। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২৯৫৬)

তাঁকে আমি আরো বলতে শুনেছি, যখনই কোনো ব্যক্তি তাওয়াফ করতে গিয়ে এক পা রাখে এবং অপর পা তোলে আল্লাহ তখন তার একটি করে গুনাহ মাফ করে দেন এবং একটি করে সওয়াব লিখে দেন। (তিরমিজি, হাদিস : ৯৫৯)

তাই মহান আল্লাহ যাদের বাইতুল্লাহর মেহমান হিসেবে কবুল করেন, তাদের উচিত যত বেশি বেশি সম্ভব তাওয়াফের মাধ্যমে এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার চেষ্টা করা। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে বারবার পবিত্র মক্কা-মদিনা জিয়ারতের তাওফিক দান করুন। আমিন।

জায়নামাজে বিড়াল শুয়ে-বসে থাকলে নামাজের কোনো ক্ষতি হবে কি?

প্রশ্ন : আমি একটি বিড়াল লালান-পালন করি। আমি নামাজে দাঁড়ালে প্রায়ই বিড়ালটি জায়নামাজের ওপর দিয়ে হাঁটাচলা করে। কখনো শুয়ে-বসে থাকে। এতে কি আমার নামাজের কোনো ক্ষতি হবে?

উত্তর : রাসূল (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনাচার থেকে যতটুক জানা যায় তাতে বোঝা যায় বিড়াল পবিত্র প্রাণী। তাই বিড়াল জায়নামাজের ওপর হাঁটাহাঁটি করলে বা শুয়ে-বসে থাকলে নামাজের কোনো ক্ষতি হবে না। তবে সতর্ক থাকতে হবে বিড়াল অনেক সময় নাপাক বস্তুর ওপর দিয়ে চলাফেরা করে। ফলে তার পায়ে নাপাক কোনো কিছু লেগে থাকতে পারে। পায়ে নাপাক বস্তু নিয়ে জায়নামাজে চলাফেরা করলে তাতে নাপাকি লেগে তা নাপাক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া নামাজের সামনে দিয়ে বিড়াল চলাফেরা করলে সালাতে মনোযোগ বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই সম্ভব হলে বিড়ালকে ঘর থেকে বের করে দরজা লাগিয়ে নামাজ আদায় করা উচিত।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সুর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
১৬.০৬.২৩ শুক্রবার	2:59	4:40	01:45	6:39	9:23	10:55
১৭.০৬.২৩ শনিবার	2:59	4:40	01:30	6:39	9:23	10:55
১৮.০৬.২৩ রবিবার	2:59	4:40	01:30	6:40	9:24	10:55
১৯.০৬.২৩ সোমবার	2:59	4:40	01:30	6:40	9:24	10:55
২০.০৬.২৩ মঙ্গলবার	3:00	4:40	01:30	6:40	9:24	10:55
২১.০৬.২৩ বুধবার	3:00	4:40	01:30	6:40	9:25	10:55
২২.০৬.২৩ বৃহস্পতিবার	3:00	4:40	01:30	6:40	9:25	10:55

নামায শুরুর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

বেইজিং বিমানবন্দরে আটক মেসি, অতঃপর...

পোস্ট ডেস্ক : এশিয়া সফর করছে আর্জেন্টিনা ফুটবল জাতীয় দল। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলতে চীনে গিয়েছে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। তবে বেইজিংয়ের বিমানবন্দরে নেমে বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার লিওনেল মেসি। বিশ্বজয়ী অধিনায়ককে আটক করে বিমানবন্দরের পুলিশ।

আগামী ১৬ই জুন বেইজিংয়ের ওয়ার্কার্স স্পোর্টস কমপ্লেক্সে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। ম্যাচ খেলতে গত ১০ই জুন বেইজিংয়ে পৌঁছেন লিওনেল মেসি। ইমিগ্রেশনের সময় সংশ্লিষ্টরা দেখতে পান যে ভিসা অনুমোদন ছাড়াই চীনের রাজধানীতে আসেন আর্জেন্টিনা অধিনায়ক। ঘটনার জেরে মেসিকে কিছুক্ষণ আটক করে রাখে বিমানবন্দরের পুলিশ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, মেসিকে অবরুদ্ধ করে আছেন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বেশ কয়েকজন সদস্য।

ইংলিশ দৈনিক বিজনেস টুডে জানিয়েছে, চীনা প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত দেশ তাইওয়ান সফর করতে কোনো ভিসার প্রয়োজন হয় না লিওনেল মেসির। দেশটির সরকার এই সুবিধা দিয়ে রেখেছে আর্জেন্টাইন সুপারস্টারকে। বিজনেস টুডের প্রতিবেদনে বলা হয়, তাইওয়ান চীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ভিসার জন্য আবেদন করার প্রয়োজন বোধ করেননি মেসি। সেকারণেই আর্জেন্টাইন সুপারস্টারকে আটক করে বিমানবন্দরের পুলিশ। এরপর অবশ্য কর্তব্যরত কর্মকর্তারা দ্রুতই মেসির ভিসা অনুমোদন দিয়ে দেয়।

এমবাপ্পেকে বিক্রি করতে চায় পিএসজি!

পোস্ট ডেস্ক : রেকর্ডগড়া পারিশ্রমিক পেলেন। চুক্তি নবায়নে ক্লাবের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপেরও সুযোগ পেলেন। তবুও নাকি প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ে (পিএসজি) মন টিকছে না কিলিয়ান এমবাপ্পের। চুক্তির মেয়াদ শেষেই প্যারিস ছাড়তে চান ফরাসি স্টার। এদিকে ফ্রি এজেন্ট বানিয়ে এমবাপ্পেকে ছাড়তে নারাজ পিএসজি। চুক্তি শেষ হওয়ার আগেই এমবাপ্পেকে বিক্রি করে দিতে চায় লা প্যারিসিয়ানরা। ফরাসি গণমাধ্যম লেকিপের খবর, এমবাপ্পের রিলিজ ক্লজ প্রায় ১৮০০ কোটি টাকা ধরেছে পিএসজি।

গত বছর কিলিয়ান এমবাপ্পের রিয়াল মাদ্রিদে যাওয়ার জোর সম্ভাবনা জেগেছিল। তবে শেষ মুহূর্তে মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে ফরাসি তারকার সঙ্গে ২০২৫ সাল পর্যন্ত চুক্তি বাড়ায় পিএসজি। সেখানে একটি শর্তও ছিল। এমবাপ্পে চাইলে চুক্তিটা আরও এক বছরের জন্য বাড়াতে পারবেন।

তবে সেই সিদ্ধান্ত এই বছরের জুলাইয়ের মধ্যেই নিতে হবে এমবাপ্পেকে। তবে ফরাসি গণমাধ্যমগুলোর খবর, এমবাপ্পে পিএসজির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়াতে রাজি নন। নিজের ইচ্ছার কথা ক্লাবকে জানিয়ে একটা আনুষ্ঠানিক চিঠিও দিয়েছেন তিনি। চুক্তি না বাড়ালে আগামী মৌসুমের পরই ফ্রি এজেন্ট হয়ে যাবেন এমবাপ্পে। লেকিপ জানিয়েছে, এমবাপ্পেকে ফ্রি এজেন্ট হিসেবে ছাড়তে রাজি নন পিএসজি চেয়ারম্যান নাসের আল খেলাইফি। এমবাপ্পের রিলিজ ক্লজ হিসেবে পিএসজির চাওয়া ১৫ কোটি ইউরো, বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ১ হাজার ৭৫৩ কোটি ৬২ লাখ টাকারও বেশি।

এমবাপ্পের পিএসজি অধ্যায় শেষ হলে পরবর্তী গন্তব্য কোথায়? সম্ভাবনার তালিকায় শুরুর নামটিই হতে পারে রিয়াল মাদ্রিদ। ২০১৭ সাল থেকে ফরাসি ফরোয়ার্ডকে ভেড়ানোর চেষ্টায় রয়েছে স্প্যানিশ জায়ান্ট ক্লাবটি। প্রায় প্রত্যেক ট্রান্সফার উইন্ডোতেই পিএসজির সঙ্গে দরকষাকষি করেছে রিয়াল।

চ্যাম্পিয়নস লিগের নতুন চ্যাম্পিয়ন সিটি

মৃত্যুকূপে প্রথম ম্যাচ হেরেও ফাইনাল- ইন্টার মিলানের এবারের চ্যাম্পিয়নস লিগ যাত্রাটা দুঃসাহসী ইতালিয়ান অভিযাত্রী মার্কো পোলোর চেয়েও কম রোমাঞ্চকর ছিল না। রোমাঞ্চের শেষটা রাঙানোর জন্য দরকার ছিল শিরোপা। কিন্তু 'আনলাকি থার্টিন' নামের যে অপবাদ সেটি আর খণ্ডানো হলো না নেরাজ্জুরিদের।

রদ্রির একমাত্র গোলে ইন্টারকে ১-০ গোলে হারিয়ে প্রথমবার চ্যাম্পিয়নস লিগের শিরোপা জিতল ম্যানচেস্টার সিটি। একের পর এক গোল হাতছাড়া করার মাশুল দেওয়ায় সিমোনে ইনজাগির শিষ্যরা ১৩ বছরের অপেক্ষার ইতি টানতে পারল না। তবে সিটির যে এই অপেক্ষাটা আরও অনেক বছরের! একবার ইউরোপের সিংহাসনে বসার জন্য নিজেদের ঢেলে সাজিয়েছে তারা। চেষ্টারও কী কম ছিল!

অবশেষে সিটিজেনদের অপেক্ষার ইতি। দুই বছর আগে পর্তুগালে চেলসির বিপক্ষে ১-০ গোলে হেরে শিরোপা স্বপ্ন বিসর্জন দিয়েছিল পেপ গার্দিওলার দল। এবার তারা স্বপ্নটা পূরণ করল ইস্তাম্বুলের আতাতুর্ক অলিম্পিক স্টেডিয়ামে। ১৮ বছর পর ইস্তাম্বুলে হলো চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল। তবে ফিরল না 'মিরাকল অব ইস্তাম্বুল'।

চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের সঙ্গে আরেকটি কীর্তিও গড়ল সিটি। নগরপ্রতিদ্বন্দ্বী ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের পর দ্বিতীয় ইংলিশ ক্লাব হিসেবে ট্রেবল জিতল তারা। ২০২২-২৩ মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগ, এফএ কাপ ও চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতল সিটি। ইউনাইটেড এই কীর্তি গড়েছিল ১৯৯৮-৯৯ মৌসুমে। সেই সঙ্গে দ্বিতীয় কোচ হিসেবে দুটি ট্রেবল জিতলেন গার্দিওলা। এর আগে বার্সেলোনার হয়ে প্রথম ট্রেবল জিতেছিলেন তিনি।

তবে সিটির স্বপ্নের নায়ক রদ্রি। ১৬ গজ দূর থেকে তাঁর ৬৮ মিনিটে নেওয়া শটেই সিটির ঘরে এলো বহুল আকাঙ্ক্ষিত শিরোপা। এর দুই মিনিট পর দিমার্কোর হেড গোলপোস্টে না লাগলে সমতায় ফিরতে পারত ইন্টার। ৮৮ মিনিটে হেড থেকে গোলের সহজ সুযোগ হাতছাড়া করেন রোমেলু লুকাকুও। পুরো ম্যাচে দুর্দান্ত কয়েকটি সেভ দিয়ে সিটিকে বাঁচিয়েছেন গোলরক্ষক এডারসন।

এবার নেইমারের ওপর নজর আল হিলালের

পোস্ট ডেস্ক : লিওনেল মেসিকে দলে ভেড়াতে লোভনীয় প্রস্তাব দিয়েছিল সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলাল। তবে সেই লোভনীয় প্রস্তাব ফিরিয়ে

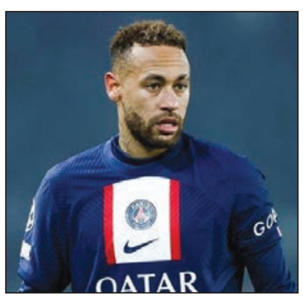

দিয়ে আমেরিকার ক্লাব ইন্টার মায়ামিকে বেছে নিয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী এই ফুটবলার। মেসিকে না পেয়ে এবার তার সাবেক সতীর্থ নেইমারকে পেতে চায় আল হিলাল। এক প্রতিবেদনে এমনটায় জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম সিবিএস স্পোর্টস।

প্রতিবেদনে বলা হয়, নেইমারের ঘনিষ্ঠজনদের সঙ্গে আলোচনা করতে প্যারিসে গেছে আল হিলালের প্রতিনিধিদের একটি সিনিয়র দল। অনেক দিন ধরেই গুঞ্জন রয়েছে নেইমারের পিএসজি ছাড়ার।

তবে সৌদি ক্লাব থেকে এখনো আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাননি নেইমার। ধারণা করা হচ্ছে বার্ষিক ২০০ মিলিয়ন ইউরোর প্রস্তাব পেতে পারেন এই ব্রাজিলিয়ান। করিম বেনজেমাকেও এই পরিমাণ অর্থে দলে টেনেছে আল-ইত্তেহাদ। ৩১ বছর বয়সী নেইমার এখনই ইউরোপ ছাড়বে কিনা তা নির্ভর করছে তার ওপর।

নেইমারের পিএসজির সঙ্গে চুক্তি রয়েছে ২০২৫ সাল পর্যন্ত। আর তাই ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও বেনজেমার মতো নেইমারকে পাওয়া যাবে না। ফ্রি এজেন্ট হিসেবে এই দুই তারকাকে দলে টেনেছিল আল ইত্তিহাদ ও আল নাসর। নেইমারকে পেতে হলে দিতে হবে ট্রান্সফার ফি।

আবারও সেই সিওনতেক

পোস্ট ডেস্ক : নোভাক জোকোভিচের অবিশ্বাস্য কীর্তির আলোকোজ্জ্বল রোশনাইয়ের কারণেই হয়তো তিনি খানিকটা আড়ালে পড়ে গেছেন। নয়তো ইগা সিওনতেকের অর্জন-প্রাপ্তিটাও কম নয়। বয়স মাত্র ২২ বছর। এরই মধ্যে নিজের নামের পাশে ৪টি গ্র্যান্ডস্লাম এককের শিরোপা লিপিবদ্ধ করে ফেললেন পোলিশ এই মেয়ে। ২০২০ সালে এই ফ্রেঞ্চ ওপেন দিয়েই গ্র্যান্ডস্লাম শিরোপার খাতা খোলেন তিনি। মাঝে এক বছর বিরতি দিয়ে ২০২২ সালে আবার রোঁলা গারোর লাল দুর্গে শিরোপা উৎসবে মাতেন পোলিশ তরুণী। এবার সেখানেই শিরোপা উদযাপন করলেন তৃতীয় বারের মতো।

মেয়েদের এককের ফাইনালে চেকপ্রজাতন্ত্রের ক্যারোলিনা মুচোভাকে হারিয়েছেন ৬-২, ৫-৭, ৬-৪ গেমে সিওনতেক। ক্যারোলিনা মুচোভা গ্র্যান্ডস্লামের ফাইনালে উঠেছিলেন এবারই প্রথম। স্বাভাবিকভাবেই ফাইনালে ফেভারিট ছিলেন সিওনতেক। সেই মর্যাদা রেখে প্রথম সেটটি অনায়াসেই জিতে নেন পোলিশ

তরুণী। এমনকি দ্বিতীয় সেটেও সিওনতেক এগিয়েছিলেন ৩-০ ব্যবধানে। তখন মনে হচ্ছিল একতরফাভাবেই জিততে যাচ্ছেন সিওনতেক।

কিন্তু সেই ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করে ঠিক এখান থেকেই ঘুরে দাঁড়ান ক্যারোলিনা মুচোভা। ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় সেটটা জিততে নেন তিনি। সেই দাপট ধরে রেখে ফাইনালে নির্ধারণী তৃতীয় সেটেও ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যান মুচোভা। তখন আবার বাতাস তার দিকেই বইতে শুরু করে। কিন্তু এরপরই আবার সিওনতেকের নাটকীয় প্রত্যাবর্তন। সেই দাপটে শেষ পর্যন্ত সেটটাও তিনি ৬-৪ গেমে জিতে মেতে উঠেন শিরোপা জয়ের উল্লাসে।

সমাজ, সাংবাদিকতা এবং আমাদের দায়বদ্ধতা

অধ্যাপক নজরুল ইসলাম হাবিবী

আমাদের কলম:
আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করে তাকে প্রকাশ করার ক্ষমতা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ, এবং তাকে ভাব প্রকাশের শিক্ষা দিয়েছেন'। (সূরা আর রহমান ৩-৪)। কোন কিছু প্রকাশের জন্য প্রয়োজন ভাষার। দুনিয়ার সকল ভাষাও আল্লাহর সৃষ্টি।

তিনি বলেন, 'আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে'- (সূরা রুম, আয়াত ৩০/৩২)।

ভাষার মাধ্যমে ভাবকে ধরে রাখার জন্যে লেখার গুরুত্ব অপরিসীম। পৃথিবীর মানুষ লেখার ধারণা লাভ করে আসমানী কিতাব ও সহিফা থেকে। লেখার মাধ্যম হচ্ছে কলম। কলম দিয়েই লেখা হয় বই-পুস্তক। এই কলমও পরম স্রষ্টার সৃষ্টি। তিনি বলেছেন, 'নুন- শপথ কলমের এবং তারা যা লিপিবদ্ধ করে তার'- (সুরা ক্বালাম, ৬৮/১)। তিনি আরো বলেন, 'তিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন- শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা তারা জানতো না' (সূরা আলাক, ৯৬/৪-৫)। এই না জানা বিষয় পৃথিবীকে জানাবার জন্য আল্লাহ মানুষের কাছে আসমানী সংবাদ পাঠান। ইসলামী পরিভাষায় রিসালাত বা ওহী। নবীরা এ সংবাদ পেতেন। এঁরা রাসুল। বহুবচনে রুসূল। সাংবাদিক বা লেখকগণ আল্লাহ এবং রাসূলের প্রতিনিধি।

মজার তথ্য হলো, আরবিতে আসমানী পুস্তিকাকে বলা হয় 'সাহিফা', আর সাংবাদিককে বলা হয় সাহাফি। এই নামকরণ থেকে লেখক এবং সাংবাদিকদের মর্যাদা উচ্চতায় সমাসীন হল। সাংবাদিকের উচিত এই নাম নিয়ে গর্ব করা। এই নামের মর্যাদা রক্ষা করা। সাংবাদিকের কলম শেষ বিচারে তার পক্ষে বা বিপক্ষে দাঁড়াবে।

আমার সাংবাদিকতা :
ব্যাপক অর্থে আমি বড় কোনো সাংবাদিক নই। সাংবাদিকতা আমার পেশা ছিল না। নেশা ছিল। এর জন্য আমি অনেক সময় দিতাম। এখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ করতাম। প্রশাসন এবং পলিটিশিয়ান থেকে লাঞ্ছনাও পেয়েছি কিছুটা। আমি ছোট বড় কিছু দৈনিকে সাংবাদিকতা করেছি। সাহিত্যপাতা দেখাশোনা করছি। গ্রামগঞ্জ/ উপজেলা থেকে জাতির স্বার্থে অনেক সংবাদ দিয়েছি। চট্টগ্রামের বাইরে পত্রিকাতেও কাজ করেছি। লেখালেখি করেছি। এলাকায় সাংবাদিক হিসেবেও কিছুরা পরিচয় আছে। লন্ডনে বিভিন্ন পত্রিকা ও মেগাজিনে লেখালেখি করি এবং করছি। 'কলম একাডেমি লন্ডন' এর ব্যানারে বিশ্বময় সংগঠন করে লেখকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ১৯ দাবি এবং সংগঠনের ১৯ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছি। এই বিষয়গুলির সাথে আমার সম্পর্ক প্রতি মিনিটের। যার কারণে লেখক ও সাংবাদিকতার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ জানার বুঝার ও শেখার সুযোগ হয়। 'কলম একাডেমি লন্ডন' এর ব্যানারে 'কলম সাংবাদিক ইউনিট' নামে আমাদের একটি গ্রুপ আছে। তাঁদের মাধ্যমেও দেশ ও এবং বিশ্বের কথাবার্তা আমরা নিয়মিত পাই। আপনি চাইলে এর সদস্য হতে পারেন।

লেখক ও সাংবাদিক:
একজন লেখকও সাংবাদিক। কবি ছন্দের মাধ্যমে বিশ্বের কথা বলেন। লেখক বলেন প্রবন্ধের মাধ্যমে, সাংবাদিকেরা সরাসরি বলেন। জানবাজি রেখে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। অনেক কষ্ট করে, ত্যাগ স্বীকার করে, জেল-জুলুম সহ্য করে সত্যকথা বিশ্বের সামনে তুলে ধরেন-এ হলো পার্থক্য। অর্থাৎ ঘুরে ফিরে সবাই সমাজ এবং সাহিত্যের জন্য, মানবতার জন্য কাজ করেন।

সমাজসেবা ও মানবতা বলতে আমরা দৃশ্যত সুন্দর কিছু বুঝি। আমরা বুঝি তাঁরা সমাজের কল্যাণকামী। মানুষের বন্ধু। তাহলে বলবো প্রায় প্রতিটি বিবেক সম্পন্ন লেখক ও সাহিত্যিক সাংবাদিক। এই অর্থে যাঁরা কলম ধরেন তাঁরা সাংবাদিক।

ব্যবহৃত অর্থে, প্রাতিষ্ঠানিক বিচারে ট্রেনিং থাকলে, পরিচয়-পত্র থাকলে, নিয়মিত বা অনিয়মিত রিপোর্টিং করলে বা বিষয়টি তাঁর পেশা হলে আমরা তাঁকে সাংবাদিক হিসেবে চিনি-সেটা অন্য কথা। আমি বৃহত্তর অর্থে সাংবাদিকতার ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছিলাম । মানুষ স্রষ্টার প্রতিনিধি। লেখক ও সাংবাদিকেরা সৃষ্টির প্রতিনিধি। তাঁরা সমাজের চক্ষু। জাতির বিবেক। তাঁরা চাইলে সমাজ গড়তে পারেন। চাইলে ভাঙ্গতে পারেন সমাজ। সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। অন্যায়ভাবে লিখে, ভুল তথ্য দিয়ে 'হলুদ সাংবাদিকতার' মাধ্যমে সমাজে অন্যায় অবিচারের চাষাবাদ করতে পারেন। এক বিরাট দায়িত্ব নিয়ে তাঁরা মাঠে আছেন। এ বিষয়টি প্রতিটি লেখক ও সাংবাদিকের মনে রাখা উচিত।

ধর্ম এবং নৈতিক বিচারে সাংবাদিকতা:
হাদিসে রাসুল (স) 'আমি কি তোমাদের কবিরা গুনাহ সম্পর্কে সংবাদ দেবো না? (কথাটি তিনি তিনবার বলেন)। উত্তরে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.), বলুন।

তারপর নবীজি বলেন, (তা হলো) আল্লাহর সঙ্গে শরিক করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া, (কথাগুলো বলার সময় নবীজি হেলান দিয়ে বসেছিলেন। অতঃপর সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন) মিথ্যা সংবাদ প্রচার করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া (হচ্ছে কবিরা গুনাহ)। নবীজি কথাগুলো বারবার বলছিলেন। এ সময় সাহাবাগণ মনে মনে বলছিলেন, হায়! যদি তিনি চুপ হতেন। (বুখারি ও মুসলিম)।

সাংবাদিকরা হবেন সবার বন্ধু। তাঁরা কারও পক্ষের নন। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে বা লোভের বশবর্তী হয়ে তাঁরা অন্যায়কে সমর্থন করবেন না। ইসলামে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। জাত দল ধর্ম দেখে রিপোর্ট লেখা যাবে না। রিপোর্ট লেখা হবে সত্যের উপর। সংবাদ সংগ্রহের সময় চোখ-কান খোলা রাখতে হবে অবিশ্বাস্য কোনও ব্যক্তি থেকে সংবাদ গ্রহণ করা উচিত নয়।

একদা ইমাম বুখারী (র) হাদিস সংগ্রহের জন্য অনেক পরিশ্রম করে এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছান। কিন্তু লোকটিকে ঘোড়ার সাথে প্রতারণা করতে দেখেন। তিনি তার থেকে হাদিস সংগ্রহ না করেই ফিরে আসেন। সুন্দর আদর্শ! যারা ঘোড়ার সাথে প্রতারনা করতে পারে, সে মানুষের সাথে করবে। সে ভিন্ন দল বা ধর্মের সাথে প্রতারণা করবে। মিথ্যা সংবাদ প্রচার করবে- এটাই স্বাভাবিক; যা বর্তমান বিশ্বে হচ্ছে। বর্তমান মিডিয়া সত্যকে মিথ্যা বানিয়ে দেশে দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ, হত্যাকাণ্ডে উৎসাহ যোগাচ্ছে। নিরীহ মানুষ বা নিরহ দেশের উপর জুলুম শুরু করেছে। দখল করা হচ্ছে দেশ। নিরপরাধ মানুষকে গুম খুন করা হচ্ছে। বিনা অপরাধে, বিনা প্রমাণে সমাজের ভালো মানুষগুলোকে যুগ যুগ ধরে বন্দি করে রাখা হচ্ছে। যে সব সাংবাদিক মিথ্যা সংবাদ প্রচার করে তার জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে।

সূরা হুজুরাতের ৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ এরশাদ করেন, "হে মুমিনগণ! যদি কোনো পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে লিপ্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হতে হয়"। কী পরিস্কার আদেশ-উপদেশ ইসলামের, যা এ সমাজের জন্য প্রয়োজন ছিল। সঠিক সংবাদ পরিবেশিত হলে বিশ্ব অনেকটা শান্ত হয়ে যেতো। যুদ্ধ-বিগ্রহ হতো না।

হাদিসে আছে, কোনো ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনলো তা যাচাই বাছাই ছাড়াই বর্ণনা করলো (আবু দাউদ)। হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো, আমরা যা শুনি তা এখানে সেখানে বলা যাবে না। বিনা বিচারে গ্রহণ করা যাবে না।

বিষয়টি কুরআন আরও স্পষ্ট করেছে। এরশাদ হয়েছে, "আর যে বিষয় তোমার জানা নেই তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয় চোখ, কান ও অন্তকরণ এদের প্রতিটির ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে"। (সূরা বনি ইসরাঈল : ৩৬)।

নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনের ব্যাপারে কুরআনের সূরা আনআমের ১৫২ নম্বরে আছে,"আর যখন তোমরা কথা বলবে, তখন ইনসাফ করো"।

আল্লাহ আরো বলেন, "হে ইমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো"- (সুরা আহজাব : ৭০)।এখানে সত্য ও প্রতিষ্ঠিত সংবাদ পরিবেশনের কথা বলা হচ্ছে। কারণ, মিথ্যা বলা মহাপাপ।

বুদ্ধ ধর্মে পঞ্চশীলের একশীল মিথ্যা না বলা। হিন্দুশাস্ত্রেও মিথ্যা বলা পাপ। হিন্দুশাস্ত্র পাপকে তিন ভাগ করে নাম দিয়েছে ত্রিপাপ। যেমন-অনুপাতক, উপপাতক ও মহাপাতক বা মহাপাপ বা ঘোরপাপ।

'অনুপাতক' শব্দটির গভীরে মহাপাতকের সাদৃশ পাপই অনুপাপ। মিথ্যা কথা, মিথ্যা সাক্ষ্য, প্রতারণা, গচ্ছিত দ্রব্য দখল, ভূমি দখল, পরের স্ত্রী সঙ্গে সহবাস, বেদ ভুলে যাওয়া, বন্ধুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও মদপান এ পাপের অন্তর্গত। এখানে মিথ্যা কথা বলাকে মহাপাপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আছে বুদ্ধের পঞ্চশীলের পরস্ত্রীর গমনের কথা।

ধর্মের আলোকেও প্রমাণিত হলো মিথ্যা কথা বলা, হলুদ সাংবাদিকতা করা গ্রহণযোগ্য নয়। মহাপাপ।

বিশ্বের কিছু কিছু দেশে বা কিছু কিছু মিডিয়া প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য বা কোনো সাংবাদিক নিজের দল ধর্মকে ভালোবাসতে গিয়ে আরেকটি দলকে কটাক্ষ করেন। উস্কানিমূলক শব্দ ব্যবহার করেন, যা কোন ধর্মে স্বীকৃত নয়। গ্রহণযোগ্য নয় ভালো মানুষের সমাজে। সূরা বনী ইসরাঈলের ৫৩ নম্বরে আছে- "আর আমার বান্দাদেরকে বলো, তারা যেন এমন কথা বলে, যা অতি সুন্দর"।

সাংবাদিকগণ সমাজের চোখ:
আমরা বলেছি, সাংবাদিক সমাজের বিবেক। তাঁরা কোনো দল বা ব্যক্তির নন। তাঁরা যখন কোন সংবাদ পরিবেশন করবেন, তখন কোন ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করবেন না। কোন দল ধর্মের প্রতি ক্ষোভ বা ভালোবাসা থাকবে না। তাঁরা সমাজের চিকিৎসক। ক্যান্সার হলেই অপারেশন করবেন। রোগীর মুখ দেখে চিকিৎসা করা থেকে বিরত থাকবেন না। তাঁরা সমাজের চক্ষু। চোখ বুক খোলা রেখে সংবাদ পরিবেশন করবেন। তাঁরা নিরপেক্ষ হবেন। তাঁরা কখনো পক্ষপাতিত্ব করবেন না। মানুষের, সমাজের, জাতির ক্ষতির কারণ হবেন না।

জাতি গঠনে ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠায় সাংবাদিকগণ ভূমিকা রাখবেন।

সাংবাদিকগণ সৃষ্টি সুন্দরের পায়রা।

অন্যায় অসত্য অসত্যের শকুন।

তাঁদের কোন রং নেই। হলুদ সাংবাদিক, সাদা সাংবাদিক, কালো সাংবাদিক, লাল নীল সাংবাদিক বলতে কোন বর্ণ থাকবে না। রিপোর্ট করার সময় দল, ধর্ম, সম্প্রদায়, আঞ্চলিকতা প্রাধান্য পাবে না। তাঁরা মানুষ সাংবাদিক। তাঁরা জাতির বিবেক। জাতির চক্ষু।

আসুন, আমরা সমাজে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য লেখালেখি করি। সাংবাদিকতা করি। এভাবে আমরা দুজাহানে পেয়ে যেতে পারি "অক্ষরে অমরতা"।

...

(অধ্যাপক নজরুল ইসলাম হাবিবী- সহ-সভাপতি বাংলাদেশ জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন ইন ইউকে। প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক- 'কলম একাডেমি লন্ডন')
০৭.০৬ ২০২৩
লন্ডন।

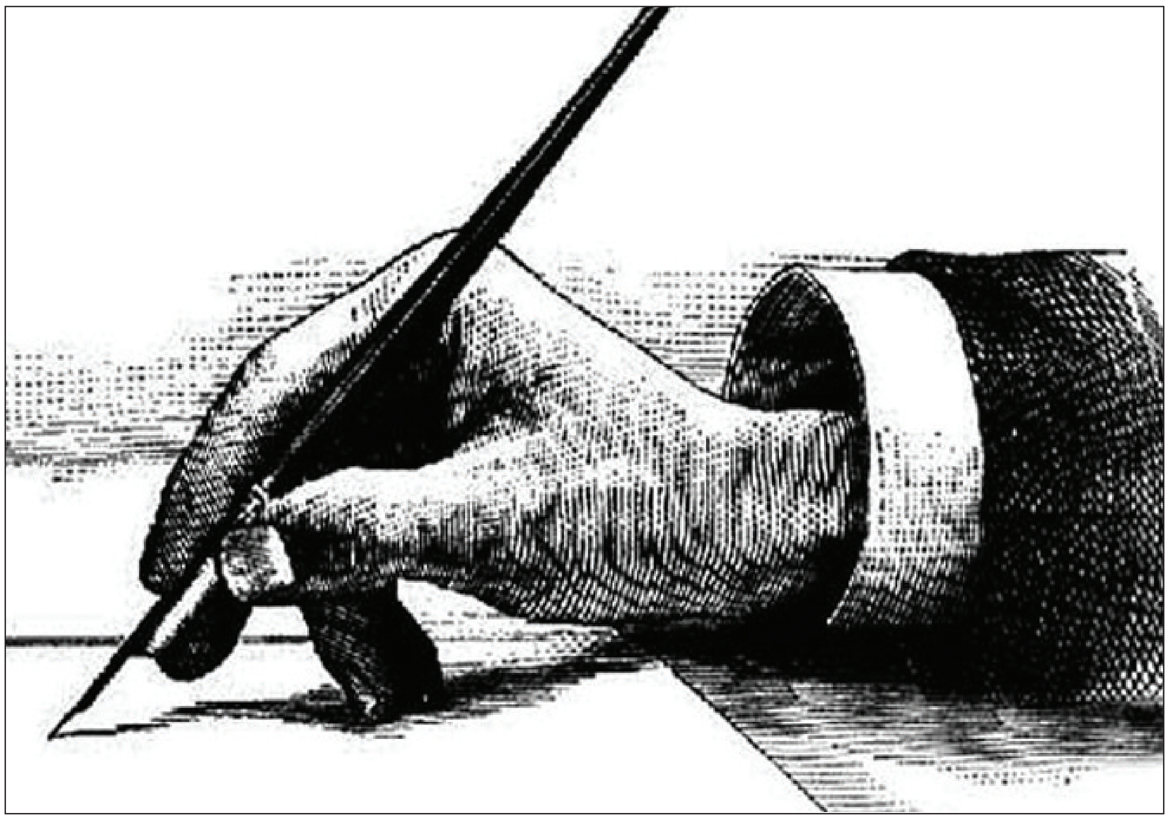

লন্ডনে বিভিন্ন পত্রিকা ও মেগাজিনে লেখালেখি করি এবং করছি। 'কলম একাডেমি লন্ডন' এর ব্যানারে বিশ্বময় সংগঠন করে লেখকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ১৯ দাবি এবং সংগঠনের ১৯ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছি। এই বিষয়গুলির সাথে আমার সম্পর্ক প্রতি মিনিটের। যার কারণে লেখক ও সাংবাদিকতার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ জানার বুঝার ও শেখার সুযোগ হয়।

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Home Office reviews refugee system

Post Desk: immigration minister Robert Jenrick has announced that the two-tier refugee system introduced by the Nationality and Borders Act 2022 will be paused from July 2023.

UK BorderThe two-tier approach differentiated between asylum seekers entering the UK by regular and irregular routes. It drew widespread condemnation, including by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

Announcing the forthcoming pause of the policy, Robert Jenrick said the new, stronger approach of the Illegal Migration Bill tackles the same issue that the two-tier differentiation policy sought to address.

Jenrick added that people who have already received a second-tier 'Group 2' or humanitarian protection decision under post-28 June 2022 policies will have their conditions aligned to 'Group 1' refugees.

Jon Featonby of the Refugee Council noted on Twitter that the pausing of the policy is largely because it will be mostly redundant after the Illegal Migration Bill comes into effect, but it is good news for those who have been given Group 2 status.

Colin Yeo of Garden Court Chambers and Free Movement said today's announcement "buries one of the last vestiges of former Home Secretary Priti Patel's 'landmark' Nationality and Borders Act 2022" which was only introduced less than one year ago. Yeo said said the counterproductive two-tier system failed in its purpose to create a deterrent and simply created much more work for the Home Office.

Robert Jenrick also announced today that the streamlined asylum processing model announced on 23 February 2023 (for people from Afghanistan, Eritrea, Libya, Syria and Yemen) will be extended to claims made between 28 June 2022 and the introduction of the Illegal Migration Bill on 7 March 2023 and will now include claimants from Sudan.

The immigration minister's full written statement follows below:

Provisions within the Nationality and Borders Act 2022 (NABA), which came into force on 28 June 2022, set out the framework to differentiate between two groups of refugees who ultimately remain in the UK: "Group 1" and "Group 2".

The primary way in which the Groups are differentiated is the grant of permission to stay: Group 1 refugees are normally granted refugee permission to stay for five years, after which they can apply for settlement, whereas Group 2 refugees are normally granted temporary refugee permission to stay for 30 months on a 10-year route to settlement.

The differentiation policy was intended to disincentivise migrants from using criminal smugglers to facilitate illegal journeys to the UK. This was the right approach. Since then, the scale of the challenge facing the UK, like other countries, has grown – and that is why the Government introduced the Illegal Migration Bill. The Bill goes further than ever before in seeking to deter illegal entry to the UK, so that the only humanitarian route into the UK is through a safe and legal one. The Bill will radically overhaul how we deal with people who arrive in the UK illegally via safe countries, rendering their asylum and human rights claims (in respect of their home country) inadmissible and imposing a duty on the Home Secretary to remove them. This approach represents a considerably stronger means of tackling the same issue that the differentiation policy sought to address: people making dangerous and unnecessary journeys through safe countries to claim asylum in the UK.

We will therefore pause the differentiation policy in the next package of Immigration Rules changes in July 2023. This means we will stop taking grouping decisions under the differentiated asylum system after these Rules changes and those individuals who are successful in their asylum application, including those who are granted humanitarian protection, will receive the same conditions. Our ability to remove failed asylum applicants remains unchanged.

We will therefore pause the differentiation policy in the next package of Immigration Rules changes in July 2023. This means we will stop taking grouping decisions under the differentiated asylum system after these Rules changes and those individuals who are successful in their asylum application

Individuals who have already received a "Group 2" or humanitarian protection decision under post-28 June 2022 policies will be contacted and will have their conditions aligned to those afforded to "Group 1" refugees. This includes length of permission to stay, route to settlement, and eligibility for Family Reunion.

On 23 February 2023 the Home Office announced the streamlined asylum processing model for a small number of cases of nationalities with high asylum grant rates: Afghanistan, Eritrea, Libya, Syria, Yemen. Because this model focuses on manifestly well-founded cases, positive decisions can be taken without the need for an additional interview. No one will have their asylum application refused without the opportunity of an additional interview.

Those claims made between 28 June 2022 and the date of introduction of the Illegal Migration Bill (7 March 2023) will be processed according to this model. This will also include claimants from Sudan. Sudanese legacy claimants are already being processed in-line with established policies and processes and will be decided in-line with the Prime Minister's commitment to clear the backlog of legacy asylum claims by the end of 2023.

Retired Specialists Set to Help With Tackling Covid Backlog

Retired doctors will have an option to "keep caring" and re-join the NHS to carry out outpatient appointments in a new initiative to help reduce waiting lists.

From autumn, newly-retired doctors will be able to sign up to a new digital platform where they will be able to offer their availability to Trusts across England to perform outpatient appointments, either virtually or in person.

NHS hospitals will choose the consultant whose skillset and availability best matches the appointments they need covered, which are scheduled and arranged with patients in the normal way.

More than four-fifths of people on the waiting list require an outpatient appointment such as a follow-up for cardiology or rheumatology – rather than a surgical procedure.

Consultants carrying out remote appointments could be based anywhere in England, which can help those hospitals in areas with higher demand.

Those requiring a face-to-face appointment or follow-up will be seen in the usual way.

The platform will aim to provide Trusts with an alternative to using expensive agency staff, while allowing experienced specialists who want to keep working in the NHS a bit longer with a route back in with more flexibility.

Workforce data shows about 1,000 consultants leave the NHS for retirement each year.

The new tool will help to deliver the NHS Elective Recovery Plan, the most ambitious catch-up programme in health service history, helping to cut the longest waits ahead of the next target of virtually eliminating waits of more than 65 weeks by March 2024.

The first target of virtually eliminating two year waits was met last summer and despite the twindemic of Covid and flu, which contributed to the busiest winter the NHS has seen, coupled with disruptive industrial action, 18 month waits have been cut by 90%.

Speaking at NHS Confed Expo, Amanda Pritchard, NHS chief executive, said: "Ahead of the NHS 75th birthday in July, this new platform is an innovative example of how we are constantly adapting the way we work to benefit patients by helping to reduce waiting times as well as supporting staff.

"Using this digital tool will help us to match patients with retired doctors who we know are keen to stay working in a flexible way so they can keep caring for patients, as well as allowing us to expand capacity to see even more patients - and faster.

"NHS staff have already made excellent progress against our elective recovery plan – and this platform will not only help us continue to reduce the longest waits but it will also help us slash agency spend, using the existing capacity of experienced doctors who still have so much to offer the NHS."

Health and Social Care Secretary, Steve Barclay, said: "Cutting waiting lists is one of the government's top five priorities, and these innovative measures will help our approach by matching the right consultants with appropriate patients and focusing on areas with the highest demand.

"Technology is transforming the NHS, and this digital platform will ensure that more patients receive the highest quality care from experienced consultants when and where they need it.

"We have already made significant progress in busting the backlogs by virtually eliminating the longest waits for treatment, while 18-months waits have fallen by more than 91% from their September 2021 peak."

All appropriate checks are carried out before consultants become fully registered on the platform, to ensure patient safety, and the programme will be open to recently-retired consultants with NHS experience, who have an active registration on the specialist register and the GMC registry, who also hold CCT.

Mozammel Hossain KC: A Historic Breakthrough for British Bangladeshis in Conservative Politics

By Shofi Ahmed

The shortlisting of Barrister Mozammel Hossain KC as a Conservative Party candidate for the London mayoral election marks a historic milestone, positioning him as the first British Bangladeshi contender for this prominent role. Hossain's inclusion signifies a significant breakthrough, not only for his personal aspirations but also for the broader British Bangladeshi community eager to contribute to the political landscape.

By breaking the ice and securing a place as a candidate, Barrister Mozammel Hossain has demonstrated that individuals from diverse backgrounds can aspire to prominent positions within the political sphere. His success paves the way for other British Bangladeshis to follow suit and actively engage in conservative politics.

Hossain's achievement has sparked a wave of optimism and enthusiasm among British Bangladeshis, who see his shortlisting as an important step towards greater representation and participation in mainstream politics. Breaking barriers and shattering glass ceilings, Hossain's journey paves the way for others from similar backgrounds to step onto the forefront of the Tory political stage.

While his selection process continues, his presence on the shortlist itself demonstrates that the Conservative Party is actively seeking to diversify its candidate pool and create a more inclusive political landscape. By considering a wide array of backgrounds and experiences, the party acknowledges the power of representation and aims to incorporate a diverse range of voices into the decision-making processes.

Barrister Hossain's journey to the UK began in 1995 when he made the move from Bangladesh. His story is one of determination and hard work, as he steadily established himself in his new home. As a criminal law barrister, Hossain achieved the prestigious appointment of Queen's Counsel, a recognition of his expertise in the field.

He may not have a long history in London's political landscape, his legal background and diverse experiences bring a fresh perspective to the table. His knowledge of the intricacies of the law and his analytical skills have garnered respect within legal circles, many of whom attest to his exceptional advocacy and dedication to justice.

The significance of his shortlisting goes beyond mere symbolism. It represents a tangible opportunity for British Bangladeshis to influence policy discussions, advocate for their communities' interests, and shape the socio-political landscape of London. Hossain's legal expertise, combined with his unique understanding of the challenges faced by many Londoners, positions him as a compelling voice for change.

However, the ultimate decision regarding Hossain's candidacy lies in the hands of the Conservative Party. While his shortlisting is indeed a significant achievement, it remains to be seen whether he will secure the final selection. Regardless of the outcome, the fact that a British Bangladeshi has reached this stage is a testament to the party's evolving commitment to diversity and inclusion.

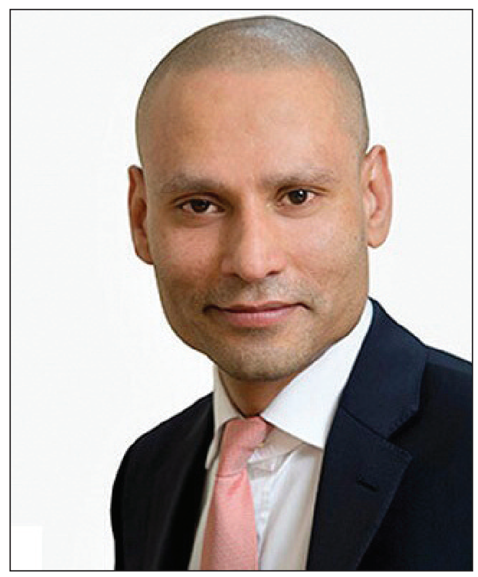

As Hossain's journey continues, the optimism and anticipation among London's multicultural communities continue to grow. The representation of the capital's diversity in the political sphere becomes increasingly crucial, allowing for meaningful dialogue and policy debates that reflect the diverse perspectives within London's multicultural society.

The historic shortlisting of Mozammel Hossain KC for the Conservative Party's mayoral candidacy raises aspirations among British Bangladeshis. It represents a positive step towards increased representation and diversity within the Conservative Party. While the challenges ahead are significant, his success thus far has opened the doors for future generations to engage actively in politics, fostering a more inclusive and representative democracy.

MANCHESTER CITY COMPLETE HISTORIC TREBLE WITH CHAMPIONS LEAGUE SUCCESS

Manchester City have been crowned UEFA Champions League winners after a 1-0 win over Inter in Istanbul.
Rodrigo's goal secured the victory on a glorious night for the football club that saw scenes of jubilation among the City supporters inside the Ataturk Stadium and across the world.
The victory over Inter completes a historic Treble, with our European crown added to our Premier League and FA Cup successes.
It is only the tenth occasion a European side has won a Treble, with City joining Celtic (1967), Ajax (1972), PSV Eindhoven (1988), Manchester United (1999), Barcelona (2009 and 2015), Inter Milan (2010) and Bayern Munich (2013 and 2020).
Manager Pep Guardiola has now won 14 major trophies since joining the club in 2016 – a collection comprising five Premier

League titles, two FA Cups, four League Cups, one Champions League and two Community Shields – and he becomes the first manager to win two European Trebles (Barcelona 2009 and City 2023).
Captain Ilkay Gundogan, who lifted the trophy in Istanbul, says this victory is the culmination of years of hard work and dedication.
"This is a really proud moment for everyone at this football club," he said. "We work so hard every single day, and we have wanted to win this trophy for so long.
"The Champions League is a beautiful competition, and we are all incredibly happy to have won. This team deserves the highest recognition and winning the Champions League elevates us to the very top of the game.
"And to win the Treble is something amazing. It is the ultimate achievement for any club team, and we have done it. It reflects the quality we have in our squad, but it also shows how dedicated we are.
"I want to thank the Manchester City fans for their support this season. I can honestly say that we could not have done this without them. They have been amazing, and they deserve this moment."
City will now begin the 2023/24 season with an opportunity to play in the European Super Cup and the FIFA Club World Cup for the first time, as well having the chance to become the first team in the history of English football to win four league titles in succession.
Everyone at Manchester City would like to send their congratulations to Pep, his backroom staff and all the players on a wonderful achievement.

Argentina climb to second in world rankings

The Qatar tournament's surprise package Morocco were big movers and are on the verge of cracking the top 10
Argentina have climbed one place to second in the latest FIFA rankings behind arch-rivals Brazil after their World Cup triumph in Qatar, while the tournament's surprise package Morocco were big movers and are on the verge of cracking the top 10.
Argentina skipper Lionel Messi scored two goals and netted again in the shootout as he led his country to an emotional 4-2 win on penalties over France on Sunday, with the title clash ending 3-3 after 120 minutes of breathtaking action.
FIFA World Cup Qatar 2022 - Final Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - Dec 18, 2022 Argentina's Lionel Messi kisses the trophy as he celebrates winning the World Cup

FIFA World Cup Qatar 2022 - Final Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - Dec 18, 2022 Argentina's Lionel Messi kisses the trophy as he celebrates winning the World Cup
A win in normal or extra time would have propelled Argentina to the top of the rankings but they sit second behind five-times world champions Brazil who now have a slender lead in points.
France rose to third with both of this year's World Cup finalists leapfrogging Belgium, who failed to reach the knockout stage.
Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Argentina Victory Parade after winning the World Cup - Buenos Aires, Argentina - December 20, 2022 Argentina fans celebrate as the the bus carrying the players and the World Cup trophy is seen during the victory parade.
Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Argentina Victory Parade after winning the World Cup - Buenos Aires, Argentina - December 20, 2022 Argentina fans celebrate as the the bus carrying the players and the World Cup trophy is seen during the victory parade. |REUTERS
Morocco are 11th after climbing 11 spots, with the Atlas Lions the year's highest climbers having earned 142 points over the previous 12 months.
They enjoyed a superb run to the semi-finals in Qatar before losing to Croatia in the third-place playoff.
Croatia, the World Cup runners-up in Russia four years ago, are seventh behind England and the Netherlands.

Year: 20 ◆ Issue: 972 ◆ Friday 16 June - Thursday 22 June 2023

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

বাংলাদেশ ও সুইজারল্যান্ডের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বাংলাদেশে দক্ষতা প্রশিক্ষণের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ এবং সুইজারল্যান্ড বুধবার একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করেছে-যা সুইজারল্যান্ডে বিশেষ করে মেডিকেল ও আইটি সেক্টর থেকে দক্ষ কর্মী রপ্তানির সুযোগ বাড়াবে।

সুইস কনফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট অ্যালেন বেরেস্ট ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মধ্যে বৈঠকের পর প্যালাইস ডেস নেশনসের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক কক্ষে এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সুইজারল্যান্ড ও বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি জুর্গ লাউবার এবং সুফিউর রহমান নিজ নিজ দেশের পক্ষে 'জ্ঞান বিনিময় ও দক্ষতা বৃদ্ধি' শীর্ষক সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। সুইস কনফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট অ্যালেন বেরেস্ট ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন।

পরে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন বলেন, এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর-দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও জ্ঞান বিনিময়ের অংশীদারিত্বের পথ প্রশস্ত করবে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, সুইজারল্যান্ডের কিছু বিশেষ প্রতিষ্ঠান-বিশেষত জুরিখে একটি ইনস্টিটিউট রয়েছে, যেটি প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের ওপর কাজ করে এবং এই ইনস্টিটিউটটি সাধারণত দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে কাজ করে। বাংলাদেশের মূল --১৭ পৃষ্ঠায়

বিশ্বে ১১ কোটি লোক বাস্তুচ্যুত

পোস্ট ডেস্ক : বিশ্বে রেকর্ড ১১ কোটি লোক তাদের বাড়িঘর থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত হয়েছে। বুধবার (১৪ জুন) জাতিসংঘ এ কথা জানিয়েছে।

বিশ্ব সংস্থার শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর বলেছে, ইউক্রেনে রুশ যুদ্ধ, আফগানিস্তান থেকে শরর্ণাথীর পালিয়ে আসা এবং সুদানের গৃহযুদ্ধ শরণার্থীর মোট সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছে যারা বিদেশে আশ্রয় খুঁজতে বাধ্য হয়েছে। আর যারা নিজ দেশের ভেতরে বাস্তুচ্যুত তাদের সংখ্যাও নজিরবিহীন। --১৭ পৃষ্ঠায়

নটিংহামের রাস্তা থেকে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাজ্যের নটিংহাম শহরে তিনজনের মরদেহ পাওয়া গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, গাড়ি চাপা দিয়ে তাঁদের হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় আরো তিনজন আহত হয়েছেন। ঘটনার পর সন্দেহভাজন একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। যুক্তরাজ্যের --১৭ পৃষ্ঠায়

হুমকীর মুখে বিশ্বব্যাপী খাদ্যনিরাপত্তা

পোস্ট ডেস্ক : ইউক্রেনের নোভা কাখোভকা বাঁধ ধ্বংস করায় ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির তৈরি হয়েছে। দিনিপ্রো নদীর পানি উপচে বেশ কিছু এলাকা প্লাবিত হয়েছে। এদিকে সোভিয়েত আমলের এই বাঁধ গুঁড়িয়ে দেওয়ায় বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তার ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ।

মঙ্গলবার জাতিসংঘের পক্ষ থেকে বলা হয়, এই বাঁধ ধ্বংস হওয়ার কারণে খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং কয়েক হাজারে মানুষ তীব্র খাওয়ার পানির সংকটে পড়তে পারে। ঐ বাঁধ গুঁড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় ইউক্রেন এবং রাশিয়া একে অন্যকে দোষারোপ করছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত এটা জানা

সম্ভব হয়নি যে, আসলেই ঐ হামলার পেছনে কারা দায়ী।

গত সপ্তাহে সোভিয়েত আমলের গুরত্বপূর্ণ এই বাঁধটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে দিনিপ্রো নদীর পানি বেড়ে আশপাশে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। বন্যায় ইউক্রেনের বিপুল এলাকার কৃষিজমি প্লাবিত হয়েছে। এর ফলে দেশটির কৃষিখাতে দীর্ঘস্থায়ী বিপর্যয় দেখা দিতে --১৭ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত চীন

পোস্ট ডেস্ক : চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ওয়াং ওয়েনবিন বলেছেন, সব ধরনের আধিপত্যবাদ ও ক্ষমতার রাজনীতির বিরুদ্ধে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশের সঙ্গে কাজ করতে তাঁরা প্রস্তুত আছেন।

বাংলাদেশ র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নর‍্যাবের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক বক্তব্য ঘিরে এক প্রশ্নের জবাবে একথা বলেছেন তিনি। ঢাকায় চীনের দূতাবাস বুধবার তাদের

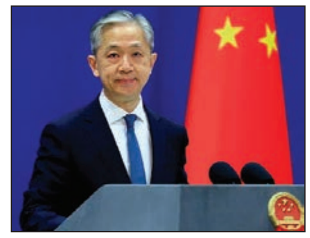

ফেসবুক পেজে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্রের এই বক্তব্য প্রচার করেছে। সেখানে এ বিষয়ে চীনা সংবাদমাধ্যম --১৭ পৃষ্ঠায়

খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার উন্নতি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা আগের তুলনায় এখন ভালো আছে। তবে তাকে আরও দুই-তিন দিন হাসপাতালে থাকতে হতে পারে। বুধবার এ তথ্য জানান তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক --১৭ পৃষ্ঠায়

টাওয়ার হ্যামলেটস সিমেট্রি পার্কের খুনির যাবজ্জীবন দণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার: ২০২১ সালের ১৬ আগষ্ট টাওয়ার হ্যামলেটস্ সিমেট্রি পার্কে রঞ্জিত কানকানামালাগে নামের এক ব্যক্তিকে নৃশংসভাবে হত্যার দায়ে এরিক ফেল্ডকে আদালত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন। ১৪ জুন বুধবার এই দন্ডাদেশ ঘোষণা করা হয়। এর ফলে দন্ডিত --১৭ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 674 7112, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk